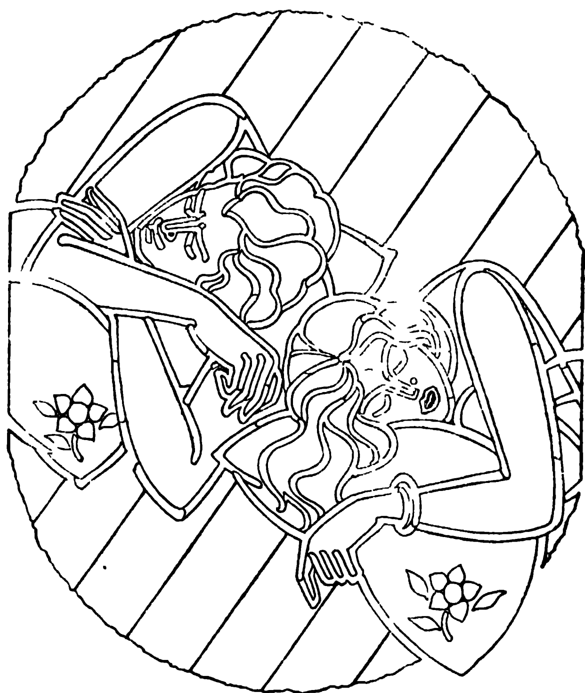
পাশাপাশি
পাশাপাশি
পাশাপাশি
পাশাপাশি
পাশাপাশি
পাশাপাশি
পাশাপাশি
পাশাপাশি



লেখকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

দেওয়াল (৩ খণ্ড)
পূর্ণ অপূর্ণ
অসময়
খড়কুটো
কালের নায়ক
তিন প্রেমিক ও ভুবন
স্ব নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ

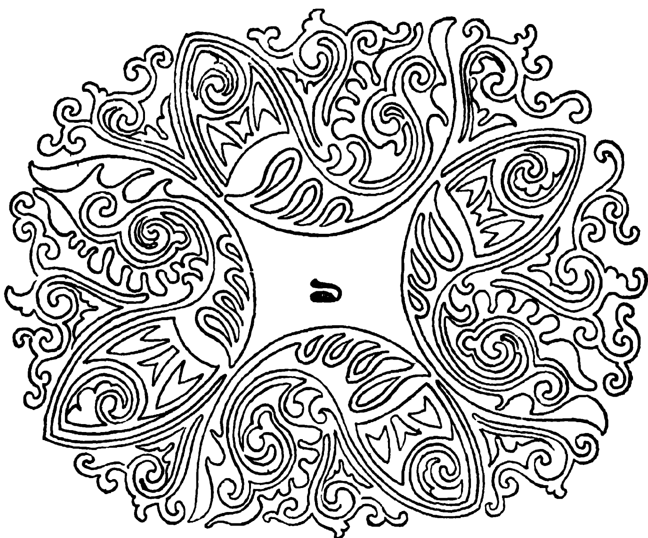
আমার পাশাপাশি যাঁরা আছেন তাঁদের…

PASHAPASHI

A-novel by

Sri Bimal Kar

Rs. 8·00.



টাকা পয়সা না থাকায় খুবই টানাটানি যাচ্ছিল। নবনীতার ঘুম ভাঙত টাকার চিন্তা নিয়ে, রাত্রে শুতে যাবার সময় পর্যন্ত সেই টাকার চিন্তা। এমন কি সুকুমারের পাশে শুয়েও যতক্ষণ না ঘুম আসছে নবনীতা টাকার কথা ভাবত। হয়ত স্বপ্নেও সে দেখত, তার আলমারি ফাঁকা, ব্যাগ ফাঁকা, বিছানার তোশকের তলাতেও কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছু নেই। এই যে নিঃস্ব শূন্য অবস্থা —নবনীতার এটা ভালো লাগার কথা নয়। সারাটা দিন সে হয়ত বিরক্ত হয়ে থাকত, তার সুশ্রী মুখ অর্থের তাড়নায় অপ্রসন্ন, গম্ভীর দেখাত—তবু সে সুকুমারকে কিছুই বলত না।

একটানা অনেক দিন এইভাবে কাটল, মাস কয়েক। অভাব থাকলেও

এতটা বাড়াবাড়ি আগে ছিল না। কোনোরকমে চলে যেত। কিন্তু হালে এমন হলো যে, বাড়িটা যেন ভিখিরির মতন হাত পেতে থাকত, দিনের পর দিন।

অন্য সংসারে এমন অবস্থা চলতে থাকলে যা হতো নবনীতার সংসারে তা প্রায় হলো না বলা যায়। নবনীতা স্বামীর সঙ্গে বচসা করল না, ঝগড়াঝাটি করল না, একটা দিনও স্বামীর পাশে বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল না। তার অভিযোগ দু চারটে ছোট্ট কথায় মাত্র প্রকাশ পেত ; যেমন সে বলত, 'দুধের কার্ড করাতে পারলাম না এবার, কাল শেষ দিন' ; বা 'সাবান ছিল না, তোমার গেঞ্জি কাচতে পারি নি।'

নবনীতা বরাবরই কম কথা বলে। কথা কম বলার জন্যে তাকে গম্ভীর, ভীষণ শান্ত, সহিষ্ণু এবং চাপা মনে হয়। স্বামীর প্রতি তার কর্তব্য এবং ভালবাসার পাল্লা সমান কি না কিংবা ঠিক কোন্ দিকটা ঝুঁকে আছে তাও বোঝা যেত না। বোঝা যেত না, সে প্রচণ্ড কাতর অথবা ক্ষুব্ধ কি না!

মাস তিন চার এইভাবে কাটার পর সুকুমার একদিন বাড়ি ফিরে স্ত্রীর হাতে হাজার খানেক টাকা দিল। একটা একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে সুকুমার কিছু বাজার করেছিল—চা, দুধ, খুচরো বিস্কিট, চানাচুর, প্যাকেট দুই সিগারেট এই সব।

নবনীতা টাকাটা আলমারির মধ্যে তুলে রাখল। আহ্লাদে গলে গেল না, উচ্ছ্বাসে চঞ্চলও হলো না। টাকাটা কি করে এলো তাও তখন স্বামীকে জিজ্ঞেস করল না।

পরে, সুকুমার যখন বাথরুম থেকে ফিরে এসে হাত পা ছড়িয়ে ঘরে বসেছে, নবনীতা স্বামীর জন্যে চা আনল, বলল, 'কে দিল ?'

সুকুমার বলল, 'একজন পার্টি অ্যাড্‌ভান্স দিয়ে গেছে।'
'পুরো টাকাটাই বাড়ির ? না তোমার কারখানায় লাগবে ?'
'আমার লাগবে না। তোমার ধারটারও অনেক হয়েছে, কিছু শোধ করে দিও।'
নবনীতা আর কিছু বলল না।
সেদিন রাত্রে নবনীতা বিছানায় শুয়ে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে পারল।

পরের সপ্তাহে সুকুমার আবার শ' পাঁচেক টাকা এনে তার স্ত্রীকে দিল।
নবনীতা টাকাটা নিতে নিতে স্বামীকে একটু আগ্রহের চোখে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'আবার কেউ দিয়ে গেছে ?'
'না, সেই পুরোনো পার্টি।'
'এতোদিন পরে একটা ভালো লোক পেয়েছ তা হলে ?'
'তাই তো দেখছি .'
টাকাটা নবনীতা আলমারিতে তুলে রাখল।
রাত্রের দিকে যখন সুকুমার বিছানায় শুয়ে একটা থ্রিলার পড়ছে, নবনীতা কাজকর্ম সেরে গা হাত ধুয়ে এসে শাড়ি জামা পালটে নিচ্ছে—তখন সুকুমার হঠাৎ বলল, 'আমাকে দিন দুয়েকের জন্যে বাইরে যেতে হবে।'
'কোথায় ?'
'প্রথমে যাব দুর্গাপুর সেখান থেকে আসানসোল।'
'সে তো তুমি এখান থেকেই আসা-যাওয়া করতে পার।'
'না, তা হবে না। অনেক কাজ রয়েছে। ঘোরাঘুরি করতে হবে।'

নবনীতা আর কিছু বলল না। শাড়ির আঁচলটা কোমরের পাশ থেকে টেনে নিয়ে ভেজা-ভেজা মুখটা আরও একবার মুছল। আলগা করে ঘাড়ে গলায় মুখে সামান্য পাউডার দিয়ে মাথার চুল ঠিক করে নিল।

এখনও এমন কিছু বেশী রাত হয় নি। তবু নবনীতা স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'খাবে ?'

'ক'টা বাজল ?'

'সোয়া নয়-টয় হবে—'—নবনীতা দেরাজের মাথায় রাখা টাইমপিস ঘড়িটার দিকে তাকাল।

'দশটা বাজুক।'

অগত্যা নবনীতা সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের একপাশে চেয়ারে বসল। বসে মনে হলো তার বুকের কোথায় যেন একটা চাপা ব্যথা এসেছে। ঠিক যে কোথায় বোঝা যায় না, ডান না বাঁ দিকে, অথচ ব্যথাটা এক একবার করে ঠেলে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। চোরা অম্বল ? বেকায়দায় কোথাও লেগেছে নাকি ? নবনীতা বার কয়েক নিশ্বাস বন্ধ করে থাকল।

স্বস্তি লাগছিল না বলে সে পাশের ঘরে চলে গেল, যাবার সময় স্বকুমারকে বলল, 'খাবার সময় ডেকো, আমি ও-ঘরে রয়েছি।'

পাশের ঘরটা অন্ধকারই ছিল। নবনীতা বাতি জ্বালল না। জানলা দিয়ে বাইরের যেটুকু আলো আসছে তাতেই ঘরের সব কিছু ঝাপসা-ভাবে দেখা যায়। লম্বা সোফাটায় গিয়ে শুয়ে পড়ল নবনীতা। পাশ ফিরে।

এই যে ব্যথাটা এখন হচ্ছে—এটা একেবারে আচমকা নয়। মাস কয়েক ধরেই মাঝে মাঝে হচ্ছে। বার ছুই বেশ জোর হয়েছিল।

জোর ব্যথা হলে হাত ঝিমঝিম করে, অসাড় অসাড় লাগে, কপালে গলায় কেমন ঘাম জমে যায়। হার্টের কোনো অসুখ নাকি? এই বয়েসেই?

চুপ করে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকার পর আরাম লাগল নবনীতার। ব্যথাটা আর উঠল না, ধীরে ধীরে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গিয়ে কোমরের বাঁ দিকে নেমে গেল বোধহয়, কেন না নবনীতা আচমকা অনুভব করল, তার কোমরের দিকটাই ভার লাগছে। হয়ত খেয়াল করে নি নবনীতা, ব্যথাটা কোমর থেকেই উঠে এসেছিল, আবার নেমে গেল। শরীরের কিছু বোঝা যায় না।

বিয়ের আগে নবনীতা শরীরের দিক থেকে নিখুঁত ছিল। সচরাচর যে সব ছোটখাট আধিব্যাধি মানুষের হয়—যেমন সর্দি, মাথাধরা, পেটের সাধারণ কিছু গোলমাল—এ-সব ছাড়া তার কোনো বড় রোগ হয় নি। স্বাস্থ্য তার ভালো ছিল। সে নীরোগ ছিল। এক একসময় শুধু চোখের তলায় একটা ব্যথা হতো। ওটা কিছু না। নবনীতার বাবা মেয়ের জন্যে দু একজন সুপাত্রও বেছে রেখেছিলেন। তিনি প্রায় নিশ্চিন্ত ছিলেন, সুশ্রী নীরোগ শিক্ষিতা এই মেয়েকে নিতে কোনো পাত্রই আপত্তি করবে না। সেই দু একজন মনোমত পাত্রের মধ্যে সুকুমার ছিল না। সুকুমার নবনীতার পছন্দ।

নবনীতার সঙ্গে সুকুমারের যে ধরনের পরিচয় ও ভাব ছিল তাকে খুব অন্তরঙ্গ বলা যায় না। সুকুমার মাঝে মাঝে বিডন্ স্ট্রীটে তার এক বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা মারতে আসত। বাড়িটা নবনীতার মাসির বাড়ি। ওই বাড়িতেই সুকুমারকে প্রথম দেখেছিল নবনীতা, সেখানেই আলাপ, আর ওই বাড়িতেই নবনীতা জানতে পারে,

তার সমবয়সী মাসতুতো বোন কেতকীর সঙ্গে সুকুমারের অস্পষ্ট একটা সম্পর্ক রয়েছে। কেতকীর স্বভাবের ধরনটা ছিল শরৎকালের মেঘের মতন, তাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত, সে কখন যে কোথায় মনোহর হয়ে উদয় হতো, আর কখন যে ভেসে যেত—বোঝা যেত না। তার সবটাই ছিল হালকা ; সে কখনও কখনও এত নিচু দিয়ে ভেসে যেত যে মনে হতো হাত বাড়ালেই ধরা যাবে। সুকুমার এখানে ঠকে গেল। হাত বাড়াল—কিন্তু ধরতে পারল না—কেতকী অনেক বড় জায়গায় পালিয়ে গেল। যা সাধারণ, যেখানে দু বেলা খাওয়া পরার চিন্তা করেই দিন কাটাতে হবে, সকালে উনুন ধরানো, মাছ কোটা, অফিসের ভাত দেওয়া আর মাসে দু একটা-দিন বরের সঙ্গে রিকশায় কি ট্রামে চেপে সিনেমা দেখতে যাওয়া—কেতকী সেখানে নেই। জীবনটাকে কেতকী বাহারী, সুখী, হালকা করতে চেয়েছিল। সুকুমার এ-সবের কাছা-কাছি যায় না। কাজেই কেতকী সুকুমারকে ভাইদের তাস খেলার আড্ডায় বসিয়ে রেখে চলে গেল।

নবনীতার কেন যেন এটা ভালো লাগে নি। কিংবা এমন হতে পারে, সুকুমারের সাধারণত্ব যে ভেঙে পড়ার মতন নয়—এটা বোঝাবার জন্যে নবনীতা হঠাৎ কেমন সদয় হয়ে উঠল সুকুমারের ওপর। ঠিক যে কি কারণে সে সুকুমারকে পছন্দ করে ফেলল তা কেউ জানে না। খুব সম্ভব নিজেও নয়। সুকুমারের চেহারা মোটা-মুটি, সে কোনো অর্থেই রূপবান নয়, কিন্তু দোহারা চেহারা এবং মুখের কোমলতার জন্যে তাকে দেখতে ভালো লাগত। সুকুমার পেশায় ছিল কেমিস্ট, মাঝারি কেমিক্যাল ফার্মে চাকরি করত। থাকার মধ্যে ভাগের বাড়ি ছিল সুকিয়া স্ট্রীটে। সামান্য একটা

অংশ। বাবা ওই বাড়ির অংশটুকু এবং সেকেলে কিছু আসবাবপত্র রেখে গিয়েছিলেন। কোনো দায়দায়িত্ব রেখে যান নি। না মা, না বোন, না ছোট ভাই। সুকুমার ঝাড়া হাত পা ছিল।

নবনীতা নিজের থেকেই যেটুকু দুর্বলতা দেখাল সুকুমারের পক্ষে তাই যেন আশাতীত ছিল। তবু সে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল!

'তুমি কিন্তু ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দেখ।'

'দেখেছি।'

'তুমি কোয়ালিফায়েড্, তোমার বাবা অনেক ভালো জামাই টামাই পেতে পারেন—'

'আমার বাবা তোমার দুশ্চিন্তা?'

'না, বলছি—'

'বলতে হবে না। বরং তুমি নিজেই ভেবে দেখ—।'

'কি বলছ! আমি স্বপ্নেও যা ভাবতে পারি না, তুমি তাই দিচ্ছ!'

'স্বপ্নে ভেবো না। ভেবে তো বুঝেছ, জীবনটাকে জীবনের নিয়মেই নেওয়া ভালো।'

সুকুমার রীতিমত বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল।

বিয়ের পর এক দেড়টা বছর ভালোই কেটেছিল। নবনীতা যে কতো গুছোনো, সংসারের নানা দিকের আলগা সুতো যে কেমন করে গিঁট দিয়ে জুড়তে হয়, আরাম এবং তৃপ্তি যে ঘরের মধ্যে ফুলের গন্ধের মতন ছড়িয়ে দেওয়া যায়—এ-সব সে সুকুমারকে একটার পর একটা দেখিয়ে দিল। যে ঘরবাড়ির চেহারায় কোনো শ্রী আর রুচি ছিল না, নবনীতা সেই বাড়ির মধ্যে শ্রী ফিরিয়ে আনল। ছিমছাম, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন এক সংসার গড়ে তুলল নবনীতা, সুকুমারকে দেখাল, সব জলে তেষ্টা মেটানো যায় না, যে-জলে তেষ্টা

মেটে সুকুমার ভাগ্যবশে সেটাই পেয়েছে।

সুকুমার সুখী হতে পেরেছিল। তার সুখ এবং তৃপ্তি সে সব সময় প্রকাশ করে ফেলত। এবং সর্বদাই মনে করত, সে ভাগ্যবান। শুধু একটা ব্যাপারে সুকুমার কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করত। নবনীতার স্বভাবে উচ্ছ্বাস ছিল না, ছেলেমানুষি ছিল না, প্রগল্‌ভতা ছিল না। সুকুমার চাইত নবনীতা যুবতী স্ত্রীর মতন এমন কিছু কিছু ব্যবহার করুক যা তাকে মজা দেবে।

'তোমায় নিয়ে একদিন চীনে হোটেলে যাব ভাবছি—।'

'কেন ?'

'চাইনিজ ফুড্‌ যা ডেলিসাস—'

'খেয়েছি। আমার ভালো লাগে না।'

'বিয়ের আগে খেয়েছ, এখন বরের সঙ্গে খেয়ে দেখো—'

'বাড়িতে বরের সঙ্গে খেতে তো আমার ভালোই লাগে।'

সুকুমার এরপর আর কথা খুঁজে পায় না।

আবার একদিন সুকুমার বলল, 'এই, দীঘায় যাবে ?'

'দীঘায় কেন ?'

'চলো বেড়িয়ে আসি। দিন দুই। আমার এক বন্ধু সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে দেবে বলেছে।'

'এখন টাকা খরচ করতে পারব না।'

'তুমি অত টাকার কথা ভাব কেন! একটু টানাটানি করে চালিয়ে দিও। বিয়ের পর আজ পর্যন্ত তোমায় নিয়ে কোথাও বেরুনো হলো না।'

আমি তো কোথাও যেতে চাই নি।'

'না চাও, তবু মাঝেমাঝে এক আধটা ট্যুর ভালো। মন চাঙ্গা হয়ে

যায়। সমুদ্রের ধারে দুজনে বসে থাকব, সন্ধ্যে হবে, চাঁদ উঠবে—হু হু বাতাস বইবে—তোমার ভালো লাগে না ভাবতে?' 'না।'

'কেন?'

'বাইরে থেকে সুখ আনতে আমার ইচ্ছে করে না। দীঘা পালিয়ে যাচ্ছে না ; থাকবে। যেদিন এই ঘরে তোমার পাশে বসেও আমার ভালো লাগবে না সেদিন নিয়ে যেও তোমার দীঘায় চাঁদ দেখতে।'

'তোমার সব অদ্ভুত যুক্তি।'

'আমি যখন তোমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলাম—তখন কি তোমার মনে হয় নি আমি অদ্ভুত।'

সুকুমার বাধ্য হয়েই যেন চুপ করে যায়।

আবার একদিন সুকুমার রাত্রে বিছানায় শুয়ে একটা বই দেখিয়ে বলে, 'এসো, তোমায় একটা দুটো জায়গা পড়ে শোনাই।'

'কি বই?'

'ইংরিজী বই। নাম করা। এই বই নিয়ে হইহই হচ্ছে আজ কত বছর।'

নবনীতা বালিশে মাথা রেখে শুলো।

সুকুমার পড়তে লাগল।

সামান্য পড়তেই নবনীতা বিরক্ত হয়ে বলল, 'থামো। আমায় শোনাতে হবে না।'

'কেন? এর মধ্যে দোষটা কোথায়? তা ছাড়া তুমি পাঁচ লাইন শুনেই সব বুঝে গেলে?'

'আমার শোনার দরকার নেই। তোমার ভালো লাগে তুমি মনে মনে পড়, আমায় শুনিও না।'

সুকুমার একটু জেদের সঙ্গে বলল, 'দেখো নীতা, তোমার এই

গোঁড়ামির মানে হয় না। তা ছাড়া তুমি আমার বউ, এর মধ্যে এমন কিছু নেই যা শুনলে তোমার অন্তত লজ্জা হতে পারে। সহজভাবে,হালকাভাবে,মজার সঙ্গে এটা নিতে তোমার আপত্তি কি!'

নবনীতা পাশ ফিরে শুলো, সুকুমারের দিকে পিঠ করে। বলল, 'সব মজা সকলের ভালো লাগে না। আমি যদি মজা করে তোমার পাশে শুয়ে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ি তোমার ভালো লাগবে? তোমার ওই মজা আমার ভালো লাগে না।'

সুকুমার রাগ করে বলল, 'জীবনটাকে তুমি এত সভ্য, শালীন করবার চেষ্টা করছ কেন? শেষ পর্যন্ত খুব আর্টিফিসিয়াল মনে হবে।'

'মনে হলে, বলব।'

এরপর আর কিছু বলার থাকতে পারে না; সুকুমার চুপ করে গেল।

এই ভাবেই দেড় দুটো বছর কেটে গেল। সুকুমার খানিকটা উচ্ছ্বাসপ্রবণ, চঞ্চল, স্ফূর্তিবাজ ছেলে ছিল। তার স্বভাবে একটা বাইরের দিক ছিল যা যৌবনের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য প্রকাশ করে আনন্দ পেত। নবনীতার সঙ্গে থাকতে থাকতে সুকুমারের স্বভাব পালটে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। মনে হতো, নবনীতার ব্যক্তিত্ব তাকে গ্রাস করে ফেলছে, সে স্ত্রীর পছন্দ ও রুচির মানুষ হয়ে উঠছে। এটা তার পছন্দ হতো না। কিন্তু সে কিছুই করতে পারত না।

এই সময় এক কাণ্ড হলো। অফিসে একটা অশান্তি চলছিল, সুকুমার আর তার ওপরঅলার মধ্যে। একদিন আর সহ্য হলো না,

প্রচণ্ড রাগারাগি আর ঝগড়া করে সুকুমার চাকরি ছেড়ে চলে এলো।

মাথা সামান্য ঠাণ্ডা হবার পর সুকুমারের মনে হলো, নবনীতা চাকরি ছাড়ার খবরে গুম হয়ে যাবে, ভীষণ অসন্তুষ্ট হবে, রাগ করবে। সুকুমার বড়লোক নয়, তার চাকরিও এমন কিছু ছিল না যে সঞ্চয় করতে পেরেছে। দু জন মানুষের ভদ্রভাবে কেটে যেত, অনটনে পড়ত না। চাকরি না থাকার অর্থ সংসার চলবে না।

ভয়ে ভয়ে এক সময় সুকুমার স্ত্রীর কাছে কথাটা ভাঙল। এবং অপেক্ষা করতে লাগল, নবনীতা কতক্ষণে স্বামীর এই কাণ্ডজ্ঞান-হীনতার জন্যে গর্জন করে ওঠে।

খুবই আশ্চর্যের কথা সে-রকম কিছুই হলো না। নবনীতা মন দিয়ে সব শুনল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। মুখ কালো করল না, শুধু আরও গম্ভীর থমথমে হয়ে থাকল।

অনেকক্ষণ পরে নবনীতা বলল, 'এরপর কি করবে?'

সুকুমার অপরাধীর মতন মুখ করে বসে থাকল, নবনীতা কেন যে রাগে বিরক্তিতে ফেটে পড়ল না তাও সে বুঝতে পারছিল না। অবাক হচ্ছিল, ভয়ও করছিল। শেষে সুকুমার বলল, 'ভাবছি। আবার একটা চাকরি খুঁজতে হবে।'

'দেখো।'

'চাকরির যা বাজার—চট্ করে পাওয়া মুশকিল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে দেখি। চাকরির ব্যাপারটাই খারাপ। এত নিচু করে দেয়।'

নবনীতা কিছু বলল না।

এর কয়েকদিন পরে সুকুমার স্ত্রীকে বলল, সে আর চাকরি করতে

চায় না। একটা ছোটখাট ব্যবসা করবে, এক বন্ধুর সঙ্গে কথা হয়েছে, জায়গা পেয়েছে কারখানা খোলার। কিছু কেমিক্যাল প্রোডাক্টস তৈরি করবে, বড় বড় কোম্পানীতে সাপ্লাই দেবে। কিংবা বাজারে বেচবে।

নবীনতা আপত্তি করল না।

সুকুমার চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় কিছু টাকাপয়সা পেয়েছিল, তার দু একজন বন্ধু ব্যাংক থেকে সামান্য টাকাও বের করে দেবার ব্যবস্থা করল। মোটামুটি এই টাকা এবং প্রচণ্ড উদ্যম নিয়ে নেমে পড়ল সুকুমার।

প্রথমটায় মনে হয়েছিল, ভগবান মাথার ওপর হাত রেখেছেন সুকুমারের। শুরু করেই অর্ডার। টাকা যেন আকাশ থেকে কেউ ছুঁড়ে দিল। মাস দুয়েকের মধ্যে সুকুমার কারখানা কারখানা করে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেল। তখন তার মনে হতো, হায় হায় চাকরিতে গিয়ে সে জীবনের কতটা না অপচয় করল! যদি তখন ব্যবসায় নামত—এতদিনে তার অনেক হতো।

ছ' মাসের মাথাতেই কিন্তু ভগবান হাত সরিয়ে নিলেন। যে-বন্ধু জায়গা দিয়েছিল সে বেঁকে বসল। হয় সমান সমান পার্টনার কর, না হয় জায়গা ছাড়। সুকুমারও সমান জেদী, বলল, জায়গা ছেড়ে দেব।

আবার নতুন জায়গায় কারখানা করতে পরিশ্রম গেল, টাকা গেল। বাজারও পড়তে লাগল। সুকুমার বিপদে পড়ে গেল। কোনো রকমে লেগে থাকল, কারখানা যেন আর চলে না। এই অবস্থায় চলতে চলতে গত তিন চারটে মাস যেন আর নড়তে চাইল না, মনে হলো—কারখানা তুলে দিতে হবে। ভীষণ টানা-

টানি যাচ্ছিল, চার পাঁচটা লোক কাজ করে কারখানায়, এমন কিছু মাইনে নয়, তাদের মাইনে দিতেও পারছিল না সুকুমার ঠিক মতন, বাজারে কাঁচা মালের দাম বাড়ছে হু হু করে—মাল কেনার সঙ্গতি সে হারিয়ে ফেলছিল, অর্ডার যাও বা জোটে টাকা পায় না, ব্যাংকেও আর হাত পাতা যায় না।

এই রকম যখন অবস্থা, সুকুমার প্রায় পাগল হয়ে যাবার জোগাড়, মন-মেজাজ ভালো থাকে না, হাজার রকম দুশ্চিন্তা, মন ভেঙে পড়ছে—তখন কিন্তু নবনীতা সবই সহ্য করে গেছে। সংসারের জন্যে, টাকার জন্যে স্বামীকে বিব্রত করে নি, পীড়ন করে নি। কেমন করে যে নবনীতা সংসার টেনে যাচ্ছিল সুকুমারও বুঝতে পারত না। স্ত্রীর হাতে সে প্রায় কিছুই দিতে পারত না, কখনো পঁচিশ পঞ্চাশ টাকা, কখনো দশ বিশ। নিচের তলায় দু ঘর দোকান ভাড়া ছিল, পাড়ার দোকান, সেই আয়টাই ছিল বাঁধা। কিন্তু সে আর কটা টাকা ?

নবনীতার এই সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, সুকুমারকে উত্যক্ত না করার সঙ্কল্প এবং এক রকম মুখ বুজেই অভাব অনটন সহ্য করে যাওয়া যে কত কঠিন সুকুমার তা বুঝতে পারত। স্ত্রীর কাছে সে নিশ্চয় কৃতজ্ঞ হয়ে থাকত। আর এই কষ্টের দিনে সুকুমার স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের কাছে যেন পুরোপুরি নিজেকে সমর্পণ করে দিল। কেমন করে যেন তার সেই চঞ্চলতা, উচ্ছ্বাস, আবেগপ্রবণতা কেটে গেল। সেও গম্ভীর হয়ে গেল, কথাবার্তা কম বলত, নিজেকে স্ত্রীর তুলনায় নিকৃষ্ট মনে করত ; আর একটা চাপা অক্ষমতার বোধ তাকে যেন কেমন অপরাধী করে রাখত।

কয়েকটা মাস এই অবস্থায় কাটার পর একদিন সুকুমার আবার

স্ত্রীর হাতে নগদ হাজারটা টাকা তুলে দিতে পারল। দিয়ে এমন কোনো লক্ষণ দেখাল না যে সে আবার কোনো রাজত্ব জয় করে এনেছে। পরের সপ্তাহে আবার শ' পাঁচেক টাকা। এবারও সুকুমার একই রকম নির্বিকার। যখন টাকা ছিল না, সংসারটাকে কী করে টেনে নিয়ে যাবে—এই ভাবনা ভ.বতে ভাবতে পাগল হয়ে যাচ্ছিল নবনীতা—তবু স্বামীকে পীড়ন করে নি, নির্বিকার ছিল ; ঠিক সেই রকম সুকুমার আবার যখন টাকা আনতে পারল, স্ত্রীর হাতে তুলে দিল—তখনও সে সমান নির্বিকার থাকল।

নবীনতা ঘুমোয় নি, তন্দ্রার মতন এসেছিল, সুকুমাব ডাকছে শুনতে পেয়ে উঠে বসল।

সুকুমার এ-ঘরে এসেছিল, বাতি জ্বালায় নি।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?'

'না। শুয়ে ছিলাম।'

'খেতে দাও। দশটা বাজল।'

ঘরের বাইরে চওড়া ঢাকা বারান্দায় সংসারের অনেক খুঁটিনাটি রয়েছে। তারই একপাশে দু জনের খাবার ছোট টেবিল।

নবনীতা বাথরুম থেকে ঘুরে এসে স্বামীকে খাবার দেবার ব্যবস্থা করতে লাগল।

দু জনে মুখোমুখি খেতে বসে প্রায় কোনো কথাই বলছিল না। আজকাল এই রকমই হয়ে গেছে। দু জন মানুষ, একই বাড়িতে থাকছে, খাচ্ছে, একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে থাকছে রাতের পর রাত—অথচ তেমন কোনো কথাবার্তা নেই, সুখ দুঃখের গল্প নেই, একের কষ্ট অন্যকে প্রায় জানতেই দেয় না। আবার দু জনের মধ্যে কলহ নেই, ইতরতা নেই। যেন কোনো অদ্ভুত শর্ত

সামনে রেখে দু জনে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে।

সুকুমার এক সময়ে বলল, 'তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছি, বড়দির সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল, এস্‌প্লানেডে। তুমি অনেক দিন ও বাড়ি যাও নি বললেন।'

'সময় হয়ে ওঠে না' নবনীতা বলল।

'কবে যেন একদিন তুমি ফোন করেছিলে জামাইবাবুকে—'

'করেছিলাম।'

'উনি তো এসেছিলেন।'

'হ্যাঁ—'

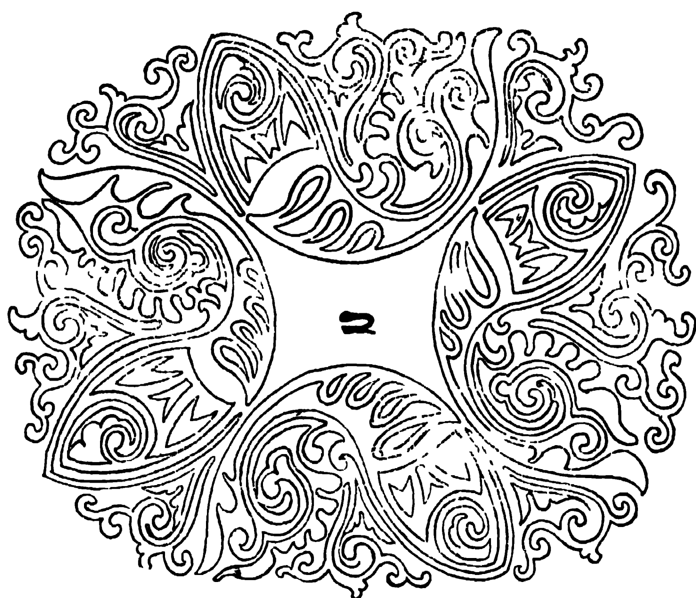
নবনীতা ছোট করে জবাব দিল। দিয়ে খেতে খেতে হঠাৎ কেমন বিরক্ত হয়ে বলল, 'জামাইবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ?'

'না।'

'আশ্চর্য লোক।'

সুকুমার কিছু বলল না। নবনীতার নিজের কোনো দিদি নেই, ছোট বোনও নয়। বড়দি তাব জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে। তাও বাবার খুড়তুতো ভাই, নিজের ভাই নয়। নবনীতার নিজের বলতে এক ছোট ভাই, যাদবপুর থেকে পাশ করে সবে চাকরি পেয়েছে। কলকাতায় থাকে না।

খাওয়া শেষ করে সুকুমার বলল, 'আমি উঠছি।' বলে চেয়ার ছেড়ে ওঠবার সময় স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, নবনীতার মুখ কেমন শুকনো হয়ে যাচ্ছে আজকাল।



যে-বাড়িতে অনেকদিন টাকা পয়সা আর আসত না, বা এলেও পঁচিশ পঞ্চাশের বেশী আসত না, টাকার খরা চলছিল বলা যায় —সেই বাড়িতে হঠাৎ একদিন আবার টাকা আসতে শুরু করল। সুকুমার দু চার দিন অন্তর দুশো চারশো আনতে শুরু করল। দুর্গাপুর আসানসোল থেকে ফিরে এসে সুকুমার একদিন হাজার দেড়েক টাকা এনে দিল। বলল, 'হাজারখানেক আলাদা করে রেখো, আমার দরকার হবে।'

নবনীতা টাকা তুলে রাখতে রাখতে বলল, 'তোমার সেই একই পার্টি এত দিচ্ছে?'

'না; একই পার্টি কেন হবে? অন্য।'

'এতদিন এরা কোথায় ছিল।'

'ছিল ; আমার কপালে জোটে নি। আমায় খুব সাপোর্ট দিচ্ছে। নতুন একটা ব্লিচিং করেছি, কাপড়-চোপড় কাচার কাজে লাগবে, আবার ঘর-দোর মোজাইক, কাচের বাসনপত্র সব কিছু পরিষ্কার করা চলবে। ভালো চলছে। ওটার পুরো এজেন্সি ওদের। আমরা শুধু তৈরি করে বট্‌লিং করে দি।'

নবনীতা বলল, 'বাড়িতে তো আনলে না?'

'আনব। মনে থাকে না।'

দিন দুই পরে সুকুমার তার নতুন ব্লিচিং আনল। তরল ব্লিচিং। শিশিতে কোনো লেবেল নেই। বাড়ির জন্যে আনছে বলে হয়ত সাধারণভাবে শিশিতে ভরে এনেছে।

নবনীতা বলল, 'এর নাম কি? লেবেল কোথায়?'

সুকুমার বলল, 'নাম আর কি—তেমন কোনো নাম নেই; ব্লিচিং সল্যুসন হিসেবেই বিক্রী হয়।'

সুকুমার এই প্রথম লক্ষ্য করল, নবনীতা কেমন যেন কৌতূহলী হয়ে উঠছে, আগে সে কারখানার কথা, ব্যবসার কথা খুব কমই জিজ্ঞেস করত। ইদানীং প্রায়ই করছে। কেন? টাকার জন্যে? টাকা আসছে বলেই কি এই কৌতূহল?

যে কোনো কারণেই হোক সুকুমার এটা পছন্দ করল না।

পরের সপ্তাহে সুকুমার আর বাড়িতে টাকা আনল না। তার পরের সপ্তাহেও হাত টান করে টাকা দিল, শ' দুই। নবনীতা কিছু বলল না। কেননা বলার মুখ সুকুমার আগেই মেরে রেখেছিল, বলেছিল—কারখানার পেছনে কিছু খরচ যাচ্ছে, তার ওপর পুরোনো ধার দেনা, ব্যাঙ্কের টাকা কিছু কিছু শোধ করতে হচ্ছে।

মাস দুই তিন সুকুমার এইভাবে কাটাল: কখনও স্ত্রীর হাতে ঝপ করে কিছু বেশী টাকা তুলে দিত, কখনও কিছুই দিত না, কখনও অল্পস্বল্প। সে দেখল, তার ধারণাও একটু ভুল হয়েছিল। ঘন ঘন টাকা এনে দেবার পর সুকুমার ভেবেছিল, নবনীতার কারখানা সম্পর্কে কৌতূহল দেখা দিচ্ছে। টাকা বন্ধ করে সুকুমার নবনীতার এই কৌতূহল দমাতে চেয়েছিল। অবশ্য তার এমন সন্দেহও হয়েছিল, একবার টাকার স্বাদ পেয়ে হঠাৎ হাতে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেলে নবনীতা অসন্তুষ্ট হতেও পারে। কিন্তু নবনীতা তা হলো না। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার; নবনীতাকে কখনোই কিছু হতে দেখা গেল না, যখন সুকুমার চাকরি করত—তখনও নবনীতা যেমন, যখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে সুকুমার ব্যবসা ধরল—তখনও সেই রকম। টাকা টাকা করে সারা বাড়ি যখন মাথা খুঁড়ছে তখনও নবনীতা যা, টাকার আসা-যাওয়া শুরু হলেও তাই। মানে, না থাকার সময় নবনীতা যেমন কেঁদে ককিয়ে ঝগড়া করে গালাগাল দিয়ে বাড়ি মাথায় করে নি, তেমনিই টাকা আসার পরও আহ্লাদে আতিশয্যে বেহিসেবী খরচে বাড়িতে সাড়া পড়িয়ে দেয় নি। নবনীতার সমস্ত পরিবর্তনই যেন হিসেব করা, মাপা; অভাবেও সে যেমন গম্ভীর, চাপা, চিন্তিত ছিল—, স্বাচ্ছন্দ্যেও সেই রকম শান্ত, গম্ভীর, চাপা। কিন্তু চিন্তিত কী? সুকুমার বোঝবার চেষ্টা করেও স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না।

এই সময় সুকুমার মাঝে মাঝেই বাইরে যাচ্ছিল। দুর্গাপুর, আসানসোল, বর্ধমান ছাড়াও সে কখনো কখনো অন্যত্র চলে যাচ্ছিল। দূরে গেলে তার ফিরতে তিন চারদিন লাগত। ফিরে এসে নিজের ঝোড়ো শুকনো চেহারা বিছানায় এলিয়ে দিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস

করত, 'তুমি ভালো ছিলে ?' বলত আর স্ত্রীর চোখ দেখার চেষ্টা করত মনোযোগ দিয়ে।

নবনীতা সাধারণভাবে বলত,'খারাপ থাকব কেন, ভালই ছিলাম।' সুকুমার আর কিছু বলত না।

সেবার বর্ষায় একটা ঘটনা ঘটে গেল।

সুকুমার দিন দুয়েকের জন্যে বাইরে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখল নবনীতা বাড়িতে নেই। এ-রকম কখনও ঘটে না। যে মেয়েটি বাড়িতে কাজকর্ম করে সেও নেই, বিকেলের পর তার অবশ্য থাকার কথা নয়। সদরে তালা দেওয়া। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

সুকুমার কিছুক্ষণ সদরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করল নবনীতার। তারপর বিরক্ত হয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে পাড়ার এক চায়ের দোকানে চা খেতে চলে গেল। নিচে তাদের ভাড়াটে দোকান দুটোর একটা লণ্ড্রী, অন্যটা মুদির। সেখানে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করল না।

সন্ধ্যের মুখে ফিরে এসে দেখল নবনীতা বাড়ি এসেছে।

সুকুমার বিরক্ত গলায় বলল, কোথায় গিয়েছিলে ? আমি ঘণ্টা-খানেক হলো এসেছি। চায়ের দোকানে গিয়ে বসে ছিলাম।

নবনীতা সদ্য বাইরের কাপড় ছেড়েছে, শাড়িটা এখনও গোছ করে তুলে রাখতে পারে নি। গায়ের জামাটাও পোশাকী। সুকুমার লক্ষ্য করল, নবনীতার শাড়ি-জামা সাদামাটা নয়, সিল্ক পরে সে বেরিয়েছিল—সচরাচর যা পরে না। মুখে প্রসাধনের চিহ্ন বাদলায় বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে গেলেও একেবারে পুরোপুরি উঠে যায় নি। মাথায় খোঁপা।

সুকুমার এ-সব দেখতে অভ্যস্ত নয় তেমন। নবনীতাকে সাজে-

গোজে প্রসাধনে পরিপাটি হতে সে কমই দেখেছে।

নবনীতা বলল, 'হঠাৎ জোরে বৃষ্টি এসে পড়ায় আটকে গিয়েছিলাম।'

'গিয়েছিলে কোথায়?'

'সিনেমায়।'

'সিনেমায়? তুমি তো সিনেমায় যাওই না একরকম।'

'আজ গিয়েছিলাম।'

'ও! আচ্ছা! একলা?'

'এক বন্ধুর সঙ্গে।'

'বন্ধু!' সুকুমার বুঝতে পারল না।

নবনীতা ততক্ষণে জামা পালটে শাড়ি জামা আলনায় রেখেছে। অন্যমনস্কভাবেই বলল, 'চা খাবে তো?'

'হ্যাঁ।'

নবনীতা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সুকুমার পোশাক ছেড়ে বাথরুমে গেল। ফিরে এসে গায়ে পাঞ্জাবি চাপাল। পরনে পাজামা। মুখ মুছে, চুল আঁচড়ে শোবার ঘরেতেই বসল।

ওমলেট ও চা এনে দিল নবনীতা।

সুকুমার বলল, 'বাইরেও দেখলাম বেশ বৃষ্টি হচ্ছে এবার।'

নবনীতা কথার জবাব দিল না, আবার চলে গেল।

সুকুমার ঠিক বুঝতে পারল না। নবনীতা কথা কম বলে—সেটা তার স্বভাব, তাবলে এত চুপচাপ? বাইরের কথা দু চারটে জিজ্ঞেস করে সে। এবারে কিছু করল না। কি হলো নবনীতার? সেজেগুজে সিনেমায় গেল বন্ধুর সঙ্গে, যা সে যায় না। কোন্ বন্ধু

নবনীতার ? পুর্ণিমাদি ছাড়া তো কোনো বন্ধুই নেই নবনীতার ! কেউ কখনো এ-বাড়ি আসে না। চিঠিপত্রও লেখে বলে সুকুমার শোনে নি। যাই হোক, আজকের ব্যাপারটা তেমন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

চা খেয়ে সুকুমার একবার স্ত্রীর কাছে যাবে ভাবল। শেষ পর্যন্ত গেল না। সিগারেট ধরিয়ে রেডিয়ো খুলল, ভালো লাগল না, বন্ধ করে দিল। খুঁজে পেতে একটা স্পাই থ্রিলার বের করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

নবনীতা রান্না বান্নার কাজ সারছে বোধহয়। বাড়ি একেবারে চুপচাপ। বৃষ্টি পড়ছে। জলের শব্দ কখনো প্রবল হয়ে উঠছে, আবার থেমে যাচ্ছে।

একবার এলো নবনীতা। কথা বলল না। আবার চলে গেল।

সামান্য রাত হয়ে যাবার পর নবনীনতা আবার এলো। আলনা থেকে শাড়ি জামা তুলে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে নবনীতা যখন বাথরুম থেকে ফিরে এসে ঘরের শাড়িটা গুছিয়ে পরছে, মুখ মুছে কপালের ঘাড়ের চুল পরিষ্কার করে নিচ্ছে, সুকুমার স্ত্রীকে বলল, 'রান্না-বান্নার একটা লোক রাখো না কেন ?'

'নিয়ে এসো।'

এই ধরনেব জবাবে সুকুমার বিরক্ত বোধ করল। 'তার মানে ? আমি কোথ্ থেকে নিয়ে আসব ?'

'তুমিই লোকের কথা বলছ।'

'বলছি বলে আমায় আনতে হবে [illegible] লোক [illegible]জা আমার কাজ ! বাঃ !'

পা শা পা শি

ড্রেসিং টেবিলের দিক থেকে সরে যেতে যেতে নবনীতা বলল, 'আমিই কি পাড়ায় ঘুরে ঘুরে লোক খুঁজে বেড়াব!'

সুকুমার স্ত্রীর গলার স্বরে অবাক হয়ে গেল। নবনীতা এ-ভাবে বড় একটা কথা বলে না; তার উত্তেজনা নেই, হাজার বিরক্ত হলেও ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ, উদাসীন এবং অবজ্ঞার স্বরেই কথা বলে। এখন তাকে ভীষণ রুক্ষ ও ঝাঁঝালো শোনাল।

সুকুমার চটে উঠলেও তা প্রকাশ করতে সাহস পেল না। গলা নামিয়ে বলল, 'রান্নার লোক খোঁজা মেয়েদেরই কাজ, তাই বললাম।'

নবনীতা কোনো জবাব দিল না কথার।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো কথা হলো না। সুকুমার পাশ ফিরে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল। নবনীতা জেগে থাকল অনেকক্ষণ, তার পিঠ থাকল স্বামীর পিঠের দিকে।

পরের দিন সকালেও দু পক্ষ চুপচাপ। সাধারণ কোনো কথাও কেউ বলল না, পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

সুকুমার তার উল্টোডিঙির কারখানায় চলে গেল।

সন্ধ্যেবেলায় বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি ফিরে সুকুমার দেখল, নবনীতা কোথাও যাবার জন্যে তৈরি হয়ে বসে আছে। বৃষ্টির দরুন এবং সুকুমার না ফেরার জন্যে বোধহয় বেরুতে পারছিল না। সুকুমার অবাক হলো; কিছু বলল না।

বৃষ্টি থামল না। বরং তুমুল হয়ে এলো। এমন বৃষ্টি এই মরসুমে কলকাতায় যেন হয় নি।

অগত্যা ন[illegible]তাকে [illegible]মা পালটে ফেলতে হলো।

সুকুমার যথারীতি শোবার ঘরে শুয়েবসে সময় কাটাতে লাগল।

নবনীতা পাশের ঘরে অন্ধকারে একা সোফায় শুয়ে থাকল। বাইরের বৃষ্টি এবং ঘরের থমথমে স্তব্ধ ভাব ক্রমশই এমন এক মানসিক ভার চাপিয়ে দিতে লাগল যে সুকুমার আর সহ্য করতে পারল না। সিগারেটের টুকরোটা নিবিয়ে দিয়ে সে পাশের ঘরে গেল। ষ্টিবৃর জন্যে জানলা বন্ধ। বাইরের আলো আসছে না, বারান্দার আলোর হালকা আভা ঘরে আসছিল। ঝাপসা ভাব। বড় সোফায় নবনীতা পা গুটিয়ে শুয়ে আছে।

সুকুমার বাতি জ্বালতে গিয়েও জ্বালল না। স্ত্রীর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর মাথার কাছে এসে ডাকল। 'এই—!'

কোনো সাড়া দিল না নবনীতা।

সুকুমার একটু ঝুঁকে মুখ দেখার চেষ্টা করল স্ত্রীর। ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি! গা নাড়া দিয়ে আবার ডাকল, 'এই—শুনছ?'

নবনীতা নড়াচড়া করল।

সুকুমার বলল, 'সরো, আমি বসি।'

'আর জায়গা নেই?'

'আছে। আমি এখানেই বসব। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

নবনীতা যেন বিরক্ত হয়ে উঠে বসল।

সুকুমার বসল। বলল, 'কী হয়েছে তোমার?'

জবাব দিল না নবনীতা।

অপেক্ষা করে সুকুমার বলল, 'মুখ বুজে থাকার কোনো মানে হয় না। তোমার এই ব্যবহার দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। কী হয়েছে তোমার?'

'আমার ব্যবহার তোমার ভালো না লাগলে আমার কি!'

সুকুমার চটে যাচ্ছিল। রুক্ষ গলায় বলল, 'না, তোমার তো কিছুই

নয়। চার বছর বিয়ে করে আমার সে শিক্ষা হয়েছে। তোমায় আমি বেশ চিনেছি।'

'বেশী বেশী কথা বলছ।'

'হ্যাঁ, বলছি। বলব। তুমি আমায় চুপ করাতে পারবে না।'

'তা হলে আমিই চুপ করে থাকব।'

'না, থাকবে না' সুকুমার অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'যদি তোমার কিছু বলার থাকে বলবে; যদি না বলার থাকে কাল থেকে আমায় এ বাড়িতে দেখবে না।'

নবনীতা স্বামীর দিকে ঘাড় ঘোরাল। ভঙ্গিটা তেজের। বলল, 'তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ?'

'না। তোমায় কে ভয় দেখাবে! তুমিই বরাবর ভয় দেখিয়ে এসেছ।'

'আমি তোমায় বরাবর ভয় দেখিয়ে এলাম?'

'নিজেই ভেবে দেখ।'

নবনীতা যেন প্রচণ্ড ঘা খেল। এমন একটা আঘাত সে বোধহয় প্রত্যাশা করে নি। সামান্য চুপ করে থেকে ঝাঁঝের গলায় বলল, 'তুমি বড় বেইমান। পুরুষমানুষ এই রকমই হয়। কেতকী তোমায় ঠিকই চিনেছিল।'

সুকুমার অনেকদিন পরে এ-বাড়িতে কেতকীর নামটা মুখে আনাও ভুলে গিয়েছিল।

সুকুমার বলল, 'কেতকীর কথা থাক, তোমার নিজের কথা বলো। আমি তোমায় আবার বলছি, তুমি যদি স্পষ্ট করে আমায় না বলো কী হয়েছে—আমি সত্যি সত্যি কাল থেকে বাড়িতে আসব না।'

'জানি,' নবনীতা বিশ্রী ধরনের গলায় বলল, ব্যঙ্গ করে।

'জানো মানে ?'

'তুমি কোথায় গিয়ে থাকবে জানি।' সুকুমার কেমন চমকে উঠল। অবিশ্বাস্য মনে হলো। নবনীতার দিকে ভয় এবং ক্রোধের চোখে তাকিয়ে থাকল। ঘর অন্ধকার থাকার দরুন একেবারে স্পষ্ট করে কেউ কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না। তবু হালকা আলোর সঙ্গে মেশানো অন্ধকারে নবনীতার শক্ত মুখ, কঠিন চিবুক এবং অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সুকুমার অনুভব করতে পারছিল।

সুকুমারকে বলতে হলো না, নবনীতা নিজেই বলল, 'তুমি সাধনবাবু বলে একটা লোকের বউয়ের কাছে গিয়ে থাকবে।'

সুকুমারের মুখ যেন রক্তহীন, শুকনো হয়ে গেল। গলার কাছটায় শক্ত। ঢোঁক গিলতেও পারছিল না। বুকের মধ্যে কাঁপছিল। নির্বাক। হাতের তালুতে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। কপালও যেন ভিজে এলো।

'এসব কথা তোমায় কে বলল ?'

'তোমার কারখানার লোক। একদিন একজন খুব দরকারে এসেছিল। তুমি ছিলে না। তুমি বাইরে ছিলে। সে বলল, তুমি বাইরে নেই, কলকাতায় আছ। সে তোমায় তাদের পাড়ায় দেখেছে। তুমি কলকাতায় আগের দিন ফিরে এসেছ।'

কিছুক্ষণ অসাড় হয়ে বসে থাকার পর সুকুমার আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। বুঝতে পারল অনিমেষ তাকে দেখেছে। বলল, 'সাধন আমার ছেলেবেলার বন্ধু। প্রতিমা তার স্ত্রী।'

'তোমার স্ত্রী নয়।'

'ভদ্রভাবে কথা বলো।'

'কে বলবে ? আমি না তুমি ? তোমার ব্যবসায় হঠাৎ এত টাকা কোথ্ থেকে আসে ? কে দেয় ? কার সঙ্গে তুমি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও ?' নবনীতা ঘৃণার সঙ্গে বলল।

সুকুমার যেন ক্রমশই কোণঠাসা হতে হতে বেপরোয়া হয়ে উঠছিল। নবনীতা তার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করেছে। অনিমেষই হয়ত তার গোয়েন্দা। সাধনদের পাড়াতেই অনিমেষ থাকে। সুকুমারকে অনেক দিন দেখেছে। খোঁজখবরও রেখেছে নিশ্চয়। ঠিক আছে, অনিমেষকে দেখে নেবে সুকুমার। কিন্তু নিজের অবস্থাটা এখন এমন শোচনীয় যে বাঁচবার আর কোনো পথ না পেয়ে হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে সুকুমার বলল, 'ভদ্রভাবে কথা বলো। প্রতিমার স্বামী সাধন বিজনেসম্যান। দশ রকম ব্যবসা করে। সাধন, আমার বন্ধু—সাধন আমায় টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য না করলে আমি ডুবে যেতাম।'

'তোমার এই ছেলেবেলার বন্ধু সাধন কোথায় ছিল এতোদিন ?' বাঁকা করে বিদ্রূপ করে নবনীতা বলল।

'তুমি মূর্খের মতন কথা বলছ—' সুকুমার খেপে গিয়ে বলল, 'আমার কোনো পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে আমার পরে দেখা হয়ে যেতে পারে না ? নাকি, তাকে ব্যবসাদার হতে নেই, বড় লোক হতে নেই ! আমি তোমায় বলছি, ভগবানের দিব্যি, ছেলেপুলে থাকলে আমি তাদের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে বলতাম, একদিন স্ট্র্যাণ্ড রোডে এক অফিসে সাধনের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। আমি আমার কাজে লাহিড়ীদার কাছে গিয়েছিলুম, ফেরার পথে সাধনের সঙ্গে দেখা। সে আমায় তার অফিসে টেনে নিয়ে গেল।'

'তারপর বাড়িতে !'

'যাবেই তো, কেন যাবে না !'

'আর বাড়ি নিয়ে গিয়ে তার বউ প্রতিমাকে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে।'

সুকুমারের অসহ্য লাগছিল। নবনীতা এতো নোঙরাভাবে কথা বলছে যে আর সহ্য করা যাচ্ছে না। সুকুমার বলল,'তোমার মুখের কি কথা ! ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়ে বউ বলে তো মনে হচ্ছে না।'

ধারালো গলায় নবনীতা বলল, 'এই মুখ তোমার আর ভালো লাগছে না বলেই প্রতিমার মুখ দেখতে যাও। তাই যাও। আমি গ্রাহ্য করি না।' বলতে বলতে নবনীতা উঠে পড়ল। উঠে ঘর থেকে চলে গেল।

বৃষ্টি অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছিল। বাইরে হয়ত মেঘ ছিল, সারা রাতই থাকবে। এই বাড়ির মধ্যে দুটি মানুষ থমথমে মুখ করে থাকল। দেখলে মনে হবে, অদ্ভুত গুমোট, আসন্ন কোনো বিপর্যয়ের মধ্যে যেন এই দুজন কোনো রকমে নিজেদের ধরে রাখছিল।

রাত হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়ায় কারও রুচি ছিল না। টেবিলে বসল, উঠল। সুকুমার সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

নবনীতা এলো আরও খানিক্ষণ পরে।

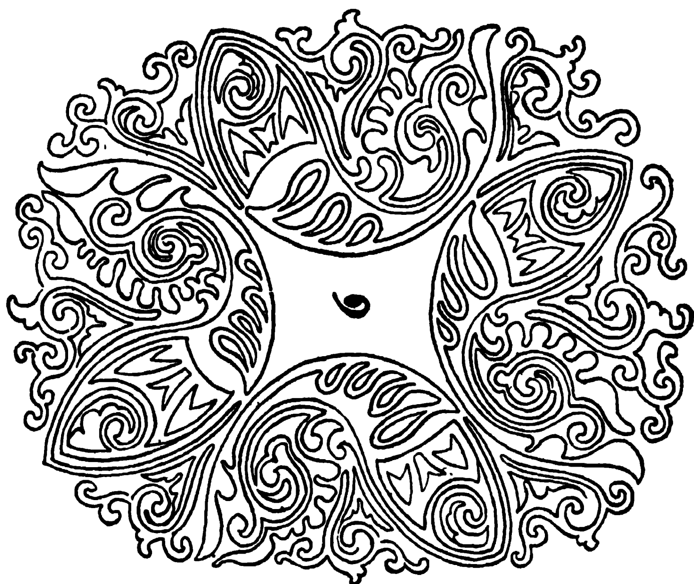
বাতি নিবিয়ে অন্ধকারে বিছানায় এসে নবনীতা বুঝল, সুকুমার জেগেই আছে। থাকুক।

সুকুমার ভাবছিল, তার মতন তাড়িত,উৎপীড়িত,দুঃখী মানুষ সংসারে নেই।

নবনীতা ভাবছিল, যে-মানুষকে সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল, যার জন্যে এত সহ্য করেছে সে তাকে বঞ্চিত করল।

আরও রাত হলো। সমস্ত পাড়াই নিস্তব্ধ। পাতলা বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে আবার। নবনীতার আঁচল সরানো শব্দ হলো, গলা পরিষ্কারের চাপা শব্দও শোনা গেল। সুকুমার তার বাঁ পা সরাতে গিয়ে নবনীতার পায়ের পাতায় আঙুল ছোঁয়াল। পা সরিয়ে নিল নবনীতা।

অদ্ভুত এক স্তব্ধতা যেন দুজনকে ক্রমশই পৃথক করে দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এমন দূরত্বে গিয়ে পড়ল সুকুমার যে আর যেন সহ্য করতে পারল না। তার মনে হনে হলো, সে শেষ সীমায় চলে গেছে, এরপর আর যাওয়া যায় না, গেলেই সম্পর্কটা ভেঙে যাবে।



পরের দিন বিরক্ত, তিক্ত মন নিয়ে সুকুমার বারান্দায় এলো। তার কারখানা বিরাট কিছু নয়, নারকেলডাঙ্গার এক মান্ধাতা আমলের বাড়ির নিচের তলায় তার কারখানা। বাড়িটা যতই জরাজীর্ণ হোক, তার ছাঁদে এবং গঠনে যতই অবিশ্বাস্য নকশা থাক না কেন —এই বাড়িটার খোপে খোপে কারখানা। একদিকে এক ছাপাখানা, অন্যদিকে হাওয়াই চটির গুদোম। এক খোপে এক কবিরাজের কিছু মালিশটালিশ মজুত করা রয়েছে। কবিরাজ সকাল বিকেল বসেন। এইরকম আরও টুকটাক আছে। সুকুমার এই বাড়ির পেছন দিকের দালানে টিনের শেড্ দিয়ে তার কারখানা করেছে। অফিস বলতে মাত্র একটা ঘর। পার্টিশান দিয়ে সুকুমার

বসে একদিকে, অন্যদিকে তার ক্যাশ-কাম্-কেরাণী চক্রবর্তীবাবু। অন্য পাশটায় স্টোর।

সুকুমার মনে মনে ক্ষিপ্তই ছিল। দু চারটে সাধারণ কাজ সেরে চক্রবর্তীবাবুকে পাঠাল রাজাবাজার। কাজে নয়, কাজের ছুতোয়। তারপর অনিমেষকে ডেকে পাঠাল।

অনিমেষ আসার আগেই সুকুমার নিজেই একটা যুক্তিতর্ক সাজিয়ে নিয়েছে। এমন কিছু বলা চলবে না যাতে বাড়ির অশান্তিটা অনিমেষ আঁচ করতে পারে। তা ছাড়া এটাও জানতে হবে অনিমেষ কতটা বলেছে, কতটা বলে নি ; নবনীতা কী জেনেছে কী জানে নি। এমনও হতে পারে নবনীতা অনিমেষকে হাত করেছে। সুকু-মার তার স্ত্রী সম্পর্কে এই অবিশ্বাস আগে করত না, করতে পারত না। কিন্তু এখন তার আচরণ দেখে সুকুমারের সন্দেহ হচ্ছে, নব-নীতা সমস্তই পারে।

অনিমেষ ঘরে এসে দাঁড়াল। খয়েরী তোয়ালে গেঞ্জি গায়ে, পরনে ময়লা প্যান্ট, পায়ে চটি।

সুকুমার তাকাল। 'তুমি আমার বাড়ি গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ, স্যার ?' অনিমেষ বরাবরই স্যার বলে সুকুমারকে।

'দরকার ছিল কিছু ?'

অনিমেষ ঘাড়ের দিকটা চুলকে নিল সামান্য। বলল, 'আমার বোনের বিয়ে হয়ে গেল স্যার হঠাৎ। আমার সৎমায়ের মেয়ে। বয়েস বেশী নয়। ···আমি স্যার কিছুই জানতাম না। শেয়ালদা লাইনের এক হকারকে বিয়ে করল। নিজেরাই। কালীঘাটে গিয়ে সিঁদুর পরেছিল। আমার সৎমা লোক ভালো নয়। একটু খাওয়া-দাওয়া, দু একটা শাড়ি-জামা কিনে দিতে হলো। টাকার জন্যে

আপনার কাছে গিয়েছিলাম।'

সুকুমার এতটা ভাবে নি। সামান্য কৌতূহল হলো। 'তোমার বোন নিজেই বিয়ে করল!'

'করল স্যার। আজকাল কে কাকে পরোয়া করে!'

'তা আমার তো কলকাতায় থাকার কথা ছিল না—'

'পাড়ায় দেখলাম স্যার আপনাকে। আপনি সাধনবাবুদের সঙ্গে গাড়িতে ফিরছিলেন।'

'সাধনবাবুদের— ?'

'ওঁর স্ত্রী ছিল।'

'হ্যাঁ, সাধনবাবু আমার বন্ধু। ব্যবসাট্যাবসায় আসা-যাওয়া করতে হয়। আমার সঙ্গে দুর্গাপুরে দেখা। ওর সঙ্গেই ফিরছিলাম।' বলে সুকুমার মুখ নিচু করল। অন্যমনস্ক হলো সামান্য। টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল। আমি বাড়িতে ছিলাম না—টাকা— ।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি বাড়িতেই আছেন। শরীরটরীর খারাপ বলে কারখানায় আসেন নি।' বলে অনিমেষ আবার ঘাড় চুলকে নিল। টাকাপয়সার কথা অফিসে বলা যায় না স্যার, আপনি ব্যস্ত থাকেন। টাকাটাও আমার হঠাৎ দরকার পড়েছিল স্যার।'

'বুঝেছি। ...তা টাকা?'

'আপনি ছিলেন না। আমারও উপায় নেই। বাড়িতে বললাম।'

'বাড়িতে? আমার স্ত্রীকে?'

'হ্যাঁ স্যার। উনি সব শুনে আমায় দু'শো টাকা দিলেন।'

সুকুমার তাকিয়ে থাকল। টাকার কথা নবনীতা বলে নি। অনিমেষের বোনের বিয়ের কথাও নয়।

অনিমেষ নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'আমি টাকা পেয়েছি উনি বলেন নি?'

সুকুমার অন্যমনস্কভাবে প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করল। 'ভুলে গেছে বোধ হয়। আমিও খেয়াল ক'রে শুনি নি। ···আচ্ছা, তুমি যাও। ···বাড়িতে টাকাপত্র সবসময় থাকে না। অফিসেই চাইলে পারতে।'

'আমার উপায় ছিল না, স্যার।'

'ঠিক আছে।'

অনিমেষ দাঁড়িয়ে থাকল। বিনীত মুখ।

সুকুমার বলল, 'কী?'

'টাকাটার কথা বলছিলাম। আট দশটা কিস্তিতে টাকাটা কাটলে আমার সুবিধে হয় স্যার। চক্রবর্তীবাবুকে যদি বলে দেন।'

সুকুমার বলল, 'বলে দেব।'

অনিমেষ চলে গেল।

সুকুমার খুশী হলো না। অনিমেষকে কিছুই করা গেল না। সুকুমার ভেবেছিল, লোকটাকে খানিকটা শিক্ষা দেবে, বাড়ি বয়ে গিয়ে নবনীতার কানে লাগিয়ে আসার ফলাফলটা বুঝিয়ে দেবে রাস্কেল-টাকে। কিন্তু কিছুই করা গেল না। যেভাবে সৎ বোনের বিয়ের কথা, টাকার কথা বলল, তাতে আর কিছু বলা যায় না। অন্তত সুকুমার পারে না। আসলে সাধন যা বলে, ঠিকই বলে ; সাধন বলে : পাকা ব্যবসাদার অন্য জিনিস, দে আর অফ্ সাম আদার ব্লাড্, মিডল ক্লাস সেন্টিমেণ্ট নিয়ে আমাদের ব্যবসাপত্র ঠিক হয় না বুঝলি। তুই তো এখনও শিশু, আমি ঝানু হয়ে গেলাম ব্যবসার লাইনে—আমিই দেখেছি, একটা মারোয়াড়ী কিংবা পাঞ্জাবী

বিজনেস ম্যানের কাছে আমি পারি না। ওরা অন্য ধাতের লোক। আমাদের ধাতে ওরা চলে না।

সুকুমার এখন কথাটা স্বীকার করে নিল। বাস্তবিকই তাই, অনিমেষের বোনের বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার তার ছিল না। কেন তুমি আমার বাড়ি বয়ে টাকা চাইতে গিয়েছিলে, কেন আমার স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা এনেছ—এই অজুহাতেই রাস্কেলকে জুতোপেটা করতে পারত তেমন তেমন লোক। সুকুমার পারল না। তার পক্ষে অসম্ভব। হতে পারে অনিমেষ একটা গল্পই ফাঁদল, টাকা নিয়ে অন্য কিছু করেছে, বদ কাজও করতে পারে—কে জানে, তবু এমনই মধ্যবিত্ত চরিত্র সুকুমারের যে, সৎ মা, বোনের বিয়ে শুনেই গলে জল হয়ে গেল।

নিজের ওপর বিরক্তি নিয়েই বসে থাকল সুকুমার। সিগারেট খেতে লাগল অন্যমনস্কভাবে। নবনীতা যা করেছে তাতে তো মনে হচ্ছে অনিমেষকে কিনে ফেলেছে। ঝপ্ করে দু'শো টাকা দিয়ে দেবার পর এখন তো উনি অনিমেষের কাছে প্রায় দেবী-তুল্য। সেদিন নবনীতা অনিমেষের হাতে টাকা তুলে দিয়ে চালাকি করে কোন্ কোন্ কথা আদায় করে নিয়েছে তাই বা কে জানে! সুকুমার এটাও বুঝতে পারছে না—অনিমেষ নবনীতার টাকা খেয়ে খবরটবর চালাচালি করবে কি না! করতে পারে।

ঘড়ি দেখল সুকুমার। সোয়া এক।

এখান থেকে কিছু বোঝা না গেলেও সুকুমার অনুমান করছিল —বাইরে মেঘলা হয়ে আছে। সকাল থেকেই আজ মেঘলা চলছে। কারখানায় আসার সময়ও রোদ দেখে নি সুকুমার। বৃষ্টিটৃষ্টি হতেও পারে। বর্ষা তো পড়েই গেল।

এখন একবার ব্যাঙ্কে যেতে হবে সুকুমারকে। তারপর ব্যাঙ্ক থেকে যাবে লাহিড়ীদার কাছে, স্ট্র্যাণ্ড রোডে কাজ আছে।
চক্রবর্তীবাবু ফিরল না।
সুকুমার ড্রয়ারট্রয়ার বন্ধ করল। বসে থাকতেও ইচ্ছে করছিল না।
'কানাই—!'
বার দুই হাঁকাহাঁকির পর বেঁটেখাটো বুড়ো গোছের কানাই এলো।
সুকুমার বলল, 'আমি বেরুচ্ছি। ফিরতে ফিরতে বিকেল হবে। নাও ফিরতে পারি। চক্রবর্তীবাবুকে বলো, মানিকতলার মাল পাঠাবার ব্যবস্থা করে রাখতে। কাল সকালেই যাতে যায়। হাজরা কোম্পানীকে তাগাদা দিতে হবে; টাকার দরকার। আজ কোনো টাকা পয়সা যেন খরচ না করে।'
সুকুমার তার অ্যাটাচি গুছিয়ে উঠে পড়ল।

ব্যাঙ্ক ঘুরে লাহিড়ীদার অফিসে আসতে আসতে সোয়া তিনটে বাজল।
নিজের ঘেরা টোপ কামরায় বসিয়ে লাহিড়ীদা বলল, 'তুমি একটু বসো, আমি একবার নিচে গোডাউন থেকে ঘুরে আসি। ভায়া আমার টেণ্ডার ঝেড়েছিল, মালের খবর রাখে নি। এখন শালা মাথায় হাত। হাজার সাতেক টাকার অর্ডার। মাল না থাকলে বাঁশ। কারখানায় গিয়ে করাতে হবে। তুমি বসো, চা খাও।'
লাহিড়ীদা চলে গেল। লোহার কারবারী। ব্যবসাপত্র মন্দ করে না। সুকুমারকে ভালবাসে যথেষ্ট। দুর্দিনে একমাত্র লাহিড়ীদাই পাশে ছিল সুকুমারের। এবং বলত, তুই এমন একটা ব্যবসা ধরলি

আমি যার বিন্দু বিসর্গ বুঝি না। লোহা-টোহা ধরলে তোকে বরং একটু হেল্‌ফ্‌ করতে পারতাম।

লাহিড়ীদার টেবিলেই ফোন ছিল। সুকুমার হাত বাড়িয়ে ফোন উঠিয়ে নিল।

বার দুই ডায়াল করার পর ফোন পাওয়া গেল। প্রতিমার আয়া ফোন ধরেছে। 'দিদিমণিকে দাও।'

'ধরুন।'

সুকুমার মুখের সামনে ফোন নিয়ে বসে থাকলেও মনে মনে সব দেখছিল। প্রতিমা হয় শুয়ে আছে বিছানায়, না হয় উত্তরের ঢাকা, সাজানো, বড় বারান্দায় বসে রয়েছে। ঘুমোয় নি। প্রতিমা ঘুমোতে পারে না।

দরজা খুলে লাহিড়ীদার বেয়ারা এলো। চা দিয়ে গেল।

প্রতিমার গলা পাওয়া গেল একটু পরে। 'প্রতিমা বলছি।'

সুকুমার প্রতিমার গলার সামান্য ভাঙা স্বরটা কানে ধরতে পারল না। ফোনে ওর গলা ওই রকমই শোনায়। সুকুমার সাধারণ ভাবেই শুধোলো, কেমন আছো?'

'মরে যাচ্ছি।'

'কেন আবার কী হলো?'

'কাল সকাল থেকে মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে, আর বমি।'

সুকুমার দু মুহূর্ত চুপ করে থাকল। পরে বলল, 'ওষুধ খাচ্ছ না।'

'খাচ্ছি। এ জীবনটা তো ওষুধ খেয়ে খেয়েই কাটল।'

'ঘুমোচ্ছিলে নাকি?'

'শুয়ে ছিলাম।'

'সাধন কখন ফিরবে?'

'বাঃ, তা আমি কেমন করে জানব। সাধনের অফিসে ফোন কর।'
সুকুমার টেবিলের ওপর চোখ নামিয়ে সামান্য চুপ করে থাকল।
'তোমার সঙ্গে একটু জরুরী দরকার ছিল।'
'আমার সঙ্গে ? আমি কি জরুরী দরকারের মানুষ ?' প্রতিমা ঠাট্টা করেই বলল।
'আজ আর তা হলে যাচ্ছি না।
'কেন ?'
'তোমার তো খুব শরীর খারাপ।'
'আমার আর ভালো থাকে কবে শরীর ! সবই তো জানো।··· তুমি চলে এসো।'
সুকুমার জানত, প্রতিমা তাকে যেতেই বলবে। তবু যে ভদ্রতার মতন ব্যবহারটা দেখাল—এটা অকারণ। 'কখন গেলে সুবিধে হয় ?'
যখন তুমি 'আসবে। তোমার সময় হবে। এখুনি চলে আসতে পার।'
সুকুমার অন্যমনস্কভাবে তার হাতের ঘড়ি দেখল। 'খানিকটা পরে আসছি।'
'এসো।'
ফোন রেখে দিল সুকুমার। চায়ের কাপ পড়ে আছে। ঠাণ্ডাই হয়ে গেল বোধহয়। চায়ে চুমুক দিল সুকুমার, সিগারেট ধরাল।
লাহিড়ীদা আর আসে না। পাশের ছোট মতন হল ঘরে লাহিড়ীদার অফিসের লোকজন বসে। কথাবার্তা বলছিল তারা। মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসছে বাক্যালাপ। কাজের কথার চেয়ে অকাজের কথাই বেশী। রস-রসিকতা চলছে।

সুকুমার দেখল, প্রতিমার কাছে যাবার ব্যাপারটা সে প্রায় ঝোঁকের মাথায় ঠিক করে ফেলল। সকালেও সে ভাবে নি, আজ সাধনদের বাড়ি যাবে, কারখানায় আসার সময়েও নয়। সাধনদের বাড়ি যাওয়া তার কাছে কোনো ঘটনা নয়, যখন তখন সে যেতে পারে, তার জন্যে আগেভাগে ফোনের দরকার করে না। আসলে অনিমেষকে যা করবে ভেবেছিল সুকুমার, শাসন অথবা তর্জন যখন তা করা গেল না, বরং সুকুমার নিজেই একরম মিইয়ে গেল—তখন থেকেই তার ভেতরের রাগটা ক্রমশই চাপা বিরক্তিতে কেমন অস্বস্তি ঘটাতে লাগল। প্রতিমার সঙ্গে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অন্তত সে কাল বিকেলে বা রাত্রেও ভাবে নি, নবনীতার সঙ্গে সুকুমারের যে বিশ্রী রকমের ঝগড়াঝাটি হলো, এটা বাইরের লোককে জানানো দরকার। কেন সে প্রতিমা অথবা সাধনকে নিজের সংসারের ইতরতার কথা জানাবে !

অথচ, সুকুমার তার কারখানা থেকে বেরুবার পর থেকেই চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। যেন তার কিছু বলার কথা রয়েছে, কাউকে বলা দরকার, তার নিজের অজস্র অভিযোগ থাকতে পারে, সে কথা কাকে বলবে ! কে শুনবে !

ব্যাংকে কাজ সারার সময় সুকুমার হঠাৎ তার বন্ধু মানবেন্দ্রকে বলেছিল, 'ব্যবসা-ট্যাবসা ছেড়ে দেব ভাবছি। আপনাদের দেনা-পত্র আর শোধ হবে না। জেলেটেলে পুরে দিন, মশাই ; বেঁচে যাই।'

মানবেন্দ্র জবাবে হেসে বলেছিল, 'আপনার ব্যবসা তো ইম্প্রুভ করছে। দেনা ছাড়া ব্যবসা হয় না।'

'আপনাদের আর কী ! সেফ্ জায়গায় বসে আছেন। আমাদের

মতন চুনোপুঁটিরা মরছে। দিন না একটা খদ্দের যোগাড় করে ব্যবসা বেচে দিই।'

ব্যাংক থেকে বেরিয়ে সুকুমার সত্যি সত্যি ভেবেছিল—তার কারখানাটা বেচে দিলে ক্ষতি কী! অনেক হয়েছে। কার জন্যে এই ব্যবসা, পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা, লোকের হাতে পায়ে ধরা? এতে তার জীবনের কোন্ সুখশান্তিটা জুটছে! কে তার সুখশান্তির জন্যে গ্রাহ্য করে। কেউ নয়। নবনীতার কোনো কিছুতেই যায় আসে না, টাকা থাক না-থাক, স্বামী বেকার থাক, ভিক্ষে করুক অথবা মুঠো করে টাকা আনুক বা না আনুক। অদ্ভুত চরিত্র, এমন চরিত্র দেখা যায় না। সুকুমার আগে, যখন বিয়ে করেছিল নবনীতাকে, ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি, কোনো মেয়ে এমন ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ, নিরাসক্ত হতে পারে। নবনীতার এই নির্বিকার ভাব সুকুমারের অবশ্যই অপছন্দ ছিল। তবু স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব সে অমান্য করতে পারে নি। নিজেই যেন আরও বেশী করে নবনীতাকে তার ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দিয়েছে, এবং সুকুমার ক্রমশই সঙ্কুচিত, ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। কেন?

কেন—? এর কোনো কারণ বা যুক্তি সুকুমার খুঁজে পায় না। কিংবা খুঁজতে গেলে তার মাথায় যত রকম চিন্তা আসে তা সাজিয়ে গুজিয়ে একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার বিশেষ আগ্রহ তার হয় নি। মানুষের পক্ষে এটা কি সম্ভব? বোধহয় নয়। সুকুমার নির্বোধ নয়, তার মাথা ভোঁতা নয়; যদি সুকুমার চাইত—নবনীতার সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তার চুলচেরা বিচার করতে—হয়তো সে পারত। কিন্তু সুকুমার তা করে নি। সমস্ত কিছুকেই সে হয় সয়ে গেছে না হয় এড়িয়ে গিয়েছে। কে

জানে ভালো করেছে কি না ?
লাহিড়ীদা বোধহয় আর আসবে না ; কাজে আটকে গেছে।
সুকুমার আর অপেক্ষা করার কোনো কারণ দেখল না। উঠে পড়ল।

তাড়া ছিল। মানে প্রতিমার কাছে যেন যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছবার গরজ ছিল সুকুমারের ; সামান্য হেঁটে এসে একটা ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়াল। এখানে ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল। যা দু-চারটে যাচ্ছে, কোনোটাই ফাঁকা নয়। এখনও বেশ মেঘলা। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছে। রাস্তা ভেজে নি ভালো করে। যেটুকু ভিজেছিল শুকিয়ে গেছে। তবু যেন একটা গন্ধ উঠেছে, ধুলোর, ময়লার।
সুকুমার হাঁটছিল। ট্যাক্সির দিকে চোখ রেখেই। হঠাৎ হাত তুলল। 'ট্যাক্সি—এই ট্যাক্সি—।'
ট্যাক্সিটা দাঁড়াল না। লোক রয়েছে। খেয়াল করে নি সুকুমার। চোখ ফিরিয়ে নেবার সময় তার মনে হলো, ট্যাক্সিটা কিন্তু দাঁড়িয়ে গিয়েছে সামান্য দূরে গিয়ে।
ব্যাপারটা বুঝতে পারল না সুকুমার, হাঁটতে লাগল।
ট্যাক্সির কাছাকাছি আসতেই ভেতরের লোকটি দরজা খুলে দিল। তাকাল সুকুমার।
'আসুন সুকুমারবাবু—'
সুকুমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলল। 'আরে রমানাথ—!'
শালা, চিনতে পারলি ! রমানাথ হাসছিল। আয়, উঠে পড়।
সুকুমার ট্যাক্সিতে উঠল।

রমানাথ বলল, 'তুই বেটা, এই ব্যবসা-পট্টিতে কী করছিস ?'

'কাজে এসেছিলাম··· ! তুই ট্যাক্সিতে ছিলি দেখতেই পাই নি। কোথায় যাচ্ছিস ?'

'অফিসে।'

'অফিসে ? এখন, এই বেলা চারটের সময় ?'

'আমার কি তোর মতন অফিস ? আমি শালা কেরাণী না-কি ?' রমানাথ হাসিমুখে বলল, ঠাট্টার গলায়। পকেট থেকে সিগাবেট দেশলাই বার করছিল।

সুকুমার হাসল। রমানাথের বিস্তারিত বিবরণ সে জানে না। জানার উপায়ও নেই। অনেককাল আগে, যখন সুকুমার সবেই চাকরিতে ঢুকেছে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মারত, তাস খেলত, সিনেমায় যেত, তখন রমানাথের সঙ্গে তার আলাপ। এক এক-জন লোক থাকে যারা অতি দ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে। রমানাথ সেই রকম। তার অন্য কী কী গুণ ছিল সে-প্রশ্ন অবা-ন্তর, তবে তাসের আড্ডায়, কিংবা গল্প-গুজবের আসবে রমানাথ অতি সহজেই মানুষকে নিজের দিকে টেনে নিত। দু দিনেই সে বোধহয় সুকুমাবকে 'তুমি' থেকে 'তুই' সম্বোধনে নামিয়ে আনল।

'নে, সিগারেট নে—' রমানাথ বলল।

সিগারেট নিল সুকুমার।

সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে রমানাথ বলল, 'তুই যাবি কোথায় ?'

'কনভেণ্ট রোডের দিকে—' জবাব দিল সুকুমার।

'আমি এসপ্লানেড্, ধর্মতলা।'

'ভালোই হলো।'

'চল। আমার অফিসে বসে এক কাপ কফি খেয়ে যা।ব।'

সুকুমার মনে মনে যেন হিসেব করে নিচ্ছিল। এখন পৌনে চার-টার হবে। রমানাথের অফিসে ঢুকে কফি খেতে গেলে ঘণ্টাখানেক দেরী হয়ে যাবে নিশ্চয়। প্রতিমা অপেক্ষা করছে। বিকেলের পর কিংবা সন্ধ্যেতে সুকুমার প্রতিমার কাছে যেতে পারে, হয়তো সাধন ততক্ষণে ফিরেও আসতে পারে। কিন্তু সাধন বাড়িতে থাকলেও সুকুমারের কোনো অসুবিধে নেই। প্রতিমার সঙ্গে অনায়াসেই এবং অসঙ্কোচে সে কথা বলতে পারে। সাধন সাধারণত নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, স্ত্রীর কাছে বসে থাকার অবসর অথবা গরজ তার থাকে না। তবু—সুকুমার প্রতিমাকে আজ যেন একা, সম্পূর্ণ একা করেই দেখতে চাইছিল। কী প্রয়োজনে তা সুকুমার জানে না।

সুকুমার বলল, 'তুই কী করছিস?'

'লোকের মাথায় হাত বোলাচ্ছি—' টেরা চোখ করে দেখল রমানাথ বন্ধুকে।

'মানে?'

'একটা ফিল্ম কোম্পানী করে বসে আছি।'

'ফিল্ম? মানে সিনেমা?'

'হ্যাঁ—সিনেমা।' রমানাথ ধোঁয়া ছাড়ল সিগারেটের। 'ডিস্ট্রিবিউটার বুঝিস?'

'না। শুনেছি।'

'ওই কারবার চালাচ্ছি।...আমার এক মক্কেল আছে। তার কারবার। আমি ওদের ম্যানেজার...'

সুকুমার খানিকটা অবাক হলো। বলল, 'তুই অ্যাকাউন্টেসি পাস-টাস করে—'

হাত নেড়ে থামিয়ে দিল রমানাথ সুকুমারকে। বলল, 'পুরোনো কাসুন্দির কথা বলছিস? সে অনেক রকম আছে। কোথাও অ্যাকাউটেন্ট, কোথাও ইন্‌কাম ট্যাক্সের খাতাপত্র তৈরী, কোথাও শালা বিজনেস ম্যানেজার—গালভরা অনেক কিছু করেছি। চার মাস, ছ'মাস, এক বছর। পোষায় নি। এটা বছর তুই হয়ে গেল।

হাসল সুকুমার। 'লং টাইম— ?'

'এক রকম তাই। এটা করছি কারণ একটু খাতিরটাতির পাই ; তা ছাড়া আমার মালিক খানিকটা ভদ্র, আমার ওপর ডিপেণ্ড্ করে। ডাঁটে থাকি।'

ট্যাক্সি ডালহাউসির দিকে ঘুরে গিয়েছিল।

সুকুমার রমানাথকে লক্ষ্য করছিল। ধুতি পাঞ্জাবি পরনে। চোখে চশমা। একটা দামী অ্যাটাচি-কেস। রমানাথের চেহারা সামান্য পালটেছে। গায়ে মুখে আরও খানিকটা মাংস লেগেছে। মাথার কোথাও কোথাও চুল পেকে ওঠার অবস্থা।

'রমা ?'

'উঁ ?'

'তোর চুল পাকছে ?'

'পাকবে না ? আমি তোর চেয়ে বয়েসে বড়।'

'কত আর ?'

'দু তিন বছর তো হবেই। ফরটি টু চলছে।'

'তোর বাড়ির খবর কি ?'

'বাড়ি ?' রমানাথ তাকাল।

সুকুমার ঠিক বুঝতে পারল না তার প্রশ্নে কোনো ভুল থেকে গেল কি না। বলল, 'বাড়ি—মানে···'

'আমার বাড়ি ফাড়ি নেই।' রমানাথ বলল, বলে সিগারেটে পর পর টান দিল। 'ভবানীপুরে একটা ছোট ফ্ল্যাট আছে, দেড়খানা ঘর। আমি আর আমার পোষ্য এক যুবতী স্ত্রীলোক তুজনে মিলে থাকি।'

স্নকুমার হাসার মতন মুখ করল, যেন রমানাথের পরিহাসে সে কৌতুক অনুভব করেছে। 'যুবতী স্ত্রীলোক! বলেছিস বেশ।'

রমানাথ বলল, 'যুবতী স্ত্রীলোক বলতে তোর জিবে জল আসছে বুঝি! না, এ যুবতী সে-যুবতী নয়। এ হলো একচক্ষু, বাঁ হাতের আঙুলটাঙুল ছোট ছোট, একটা গোল বলের মতন দেখতে, হাতটা —একেবারে বেঁকা—' বলতে বলতে রমানাথ নিজের বাঁ হাতের কজি থেকে আঙুল পর্যন্ত—সমস্ত তালুটা ভেতর দিয়ে বেঁকিয়ে দেখাল।

স্নকুমার অবাক হচ্ছিল।

'আরও আছে হরেক রকম', রমানাথ বলল, 'অত তুই বুঝবি না। গায়ের রঙ দেখলেই তোকে চোখ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু স্ত্রী-লোকটি যুবতী এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

স্নকুমার এই হেঁয়ালি বুঝতে পারছিল না। কৌতূহল অনুভব করছিল। বলল, 'তোর সেই আগের বাড়ি, মা, বউ?'

'আগের বাড়ি নেই। মা মারা গেছে, বেঁচে গেছে। ছেলের বউয়ের সঙ্গে কত আর লড়তে পারে মা। মরে গিয়ে বেঁচে গেছে।'

'তোর বউ?'

'কেটে পড়েছে।'

চমকে উঠল না স্নকুমার। রমানাথ এমনভাবে কথা বলছে, যেন কোনো কিছুই তার কাছে ঘটনা হিসেবে মারাত্মক কিছু নয়, সবই

সাধারণ—ডালভাত গোছের। সামান্য সঙ্কোচের সঙ্গে সুকুমার বলল 'কেটে পড়েছে মানে?'

'মানে, কেটে পড়েছে। চলে গেছে। তোর আমার মতন পুরুষ-মানুষ লাখে লাখে কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদের বউটউ যদি বেটার লোকটোক পায় কেন যাবে না!'

সুকুমার রমানাথের এই ইচ্ছাকৃত আজ্ঞায় কেমন যেন বিরক্ত হলো। বলল, 'তুই এমন করে কথা বলছিস যেন কোনোটাই কিছু নয়! স্মার্ট হবার চেষ্টা করছিস রমা?'

রমানাথ মাথা নাড়ল, বলল, 'দূর শালা, স্মার্ট হবার বয়েস আছে নাকি? যা ঘটেছে বলছি। তুই জিজ্ঞেস করলি তাই, নয়ত ওসব ঘ্যানঘ্যান করতে আমার ভালো লাগে না।'

সিগারেটের টুকরো ফেলে দিল সুকুমার। এসপ্লানেড পৌঁছে গিয়েছে ট্যাক্সিটা। সুকুমার বলল, 'ডিভোর্স নিয়েছিস?'

'না।'

'তবে?'

'কোনো দরকার নেই নেবার', রমানাথ বলল, 'আমি আর বিয়ে-টিয়ে করছি না। আর আমার ফরমার ওয়াইফ মানে তখনকার বউ এখন যার সঙ্গে থাকে সেও পোড়-খাওয়া, শুনেছি তারও বউ ছেলেমেয়ে আছে। বউয়ের সঙ্গে বনে না বলে সম্পর্ক কাটিয়ে দিয়েছে।

সুকুমার মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। ব্যাপারটা মন্দ নয়, রমার বউ রমাকে ছেড়ে চলে গেছে, যার কাছে গিয়ে উঠেছে—সে আবার তার বউ ছেলেমেয়ে ছেড়ে চলে এসেছে। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি নাকি!

ধর্মতলায় ট্যাক্সি দাঁড়াল। একটা দোতালা বাস পথ আটকে রয়েছে। খারাপ হয়ে গেছে বোধহয়। অর্ধেকটা রাস্তা জ্যাম।
রমানাথ বলল, 'চল নেমে পড়ি। কাছেই আমার অফিস।'
রমানাথ নামল। সুকুমারও। ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে পা বাড়াল রমানাথ।
সুকুমার বলল, 'আমার এক জায়গায় যাবার কথা। তোর সঙ্গে আড্ডা মারতে বসলে আজ আর যাওয়া হবে না।'
গালাগাল দিল রমানাথ। 'বাজে বকিস না। তোর এমন কোনো রাজকার্য থাকতে পারে না। আয়—।'
সুকুমার আর কিছু বলল না।

পার্টিশান করা ছোট ঘর। পাশাপাশি লোহার আলমারি গোটা দুই। দেওয়ালে কয়েকটা বড় বড় ছবি, কাচ নেই, ফ্রেম করে বাঁধানো, সিনেমার ছবি—হিন্দী সিনেমার। যথারীতি গণেশ রয়েছে ফুলমালা শোভিত। পাখা চলছিল! রমানাথের অফিস-ঘরের গায়ে গায়ে বড় ঘরটায় অন্যরা টেবিল, টাইপ রাইটার, কাগজপত্র, ফাইল-টাইল খুলে বসে আছে। অবশ্য সুকুমার এখন আর তাদের দেখতে পাচ্ছিল না।
কফি আনতে বলে দিয়েছিল রমানাথ।
'তোর খবর কি? কী করছিস?' রমানাথ জিজ্ঞেস করল সুকুমারকে।
সুকুমার তার চাকরি ছাড়া থেকে ব্যবসায় নামা, এবং মধ্যেকার গোলমালের কথা সংক্ষেপে বলল।

রমানাথ শুনছিল।

কফি এলো।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে রমানাথ বলল, 'তুই না অজিতের কোন্ বোনকে বিয়ে করেছিলি ?'

'হ্যাঁ, অজিতের এক মাসিটাসির মেয়ে।'

রমানাথ ঘাড় নাড়াল। 'মনে আছে। অজিতের ছোট বোনেব সঙ্গে তোর প্রেমট্রেম ছিল বলে মনে হচ্ছে…'

সুকুমার ক্ষুব্ধ হলো না, পরিহাস করেই বলল, 'কেতকী। সে ভাই ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল। কেতকীরই এক রিলেসানকে বিয়ে কবেছিলাম।'

রমানাথ চোখ কুঁচকে তাকাল। 'দেখেছি ?'

'দেখে থাকতে পাবিস। ও বাড়িতে বেশী আসত না।'

টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল রমানাথ। 'তুই তা হলে সুখেই আছিস ! বউটউ নিয়ে। কটা বাচ্চা ?'

সুকুমার কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কফির পেয়ালা তুলে নিতে নিতে বলল, 'একটাও নয়।'

রমানাথও যেন অবাক। 'একটাও নয় ? সে কি রে ? কত বছব বিয়ে করেছিস ?'

'মন্দ কি ! বছর পাঁচ হতে চলল—!'

'সিগারেট নে।…পাঁচ বছরেও কিছু করতে পারলি না?' রমানাথ হাসল।

সুকুমার কফি খেতে খেতে সিগারেট ধরাল।

'আমারও ওসব বালাই নেই', রমানাথ বলল, 'আমার যিনি স্ত্রী ছিলেন—একবার তিনি কনসিভ করেছিলেন। আর্লি স্টেজে নষ্ট

হয়ে যায়। তারপর আর মহিলা ওসব চান নি। আমার নিজের একটি কন্যার বড় সাধ ছিল।' রমানাথ হালকা গলায় বলছিল, একই স্বরে বলল, 'তা তোদের ব্যাপারটা কী ?'

সুকুমার জবাব দিল না। যেন জবাব দেবার কিছু নেই। হাসল বোকার মতন।

'কোনো গোলমাল আছে ?' রমানাথ জিজ্ঞেস করল।

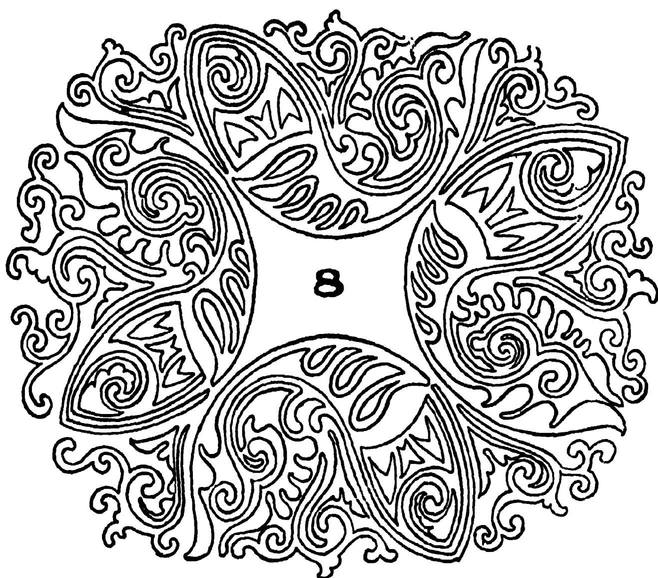
'জানি না।'

'জানিস না মানে ? তুই কী বলছিস রে শালা ! তোর বউ, তুই জানিস না ?'

অস্বস্তি বোধ করছিল সুকুমার। রমানাথের মুখের দিকে তাকাল। 'বউ তো কিছু বলে নি। তাছাড়া কাচ্চা-বাচ্চা হবার সময় রয়েছে যথেষ্ট—আমরা ও নিয়ে মাথা ঘামাই নি।'

রমানাথ সুকুমারকে দেখতে দেখতে বলল, 'তুই আমার কাছে সব চেপে যাচ্ছিস। আমি মোর এক্সপিরিয়ান্সড রে শালা। বাঙালী মেয়ে, বিয়ের দু তিন বছরের মধ্যে যদি বাচ্চা কোলে বসে না থাকে—তা হলে বুঝতে হবে ব্যাপারটা গোলমেলে ! তুমি সেটা চেপে যাচ্ছ আমার কাছে। যাও।···কিন্তু মনে রেখো কলকাতার অন্তত দু জন বড় গাইনির সঙ্গে আমার খুব খাতির আছে। ট্রাবল থাকলে বোলো···বিনে পয়সায় চিকিৎসা করিয়ে দেব।'

কিছুই বলল না সুকুমার। হাসল। শুকনো হাসি।



বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। সুকুমার ততক্ষণে প্রতিমাদের বাড়ি পৌঁছে গিয়েছে। সারাদিন মেঘলা ছিল। রোদ আলো চাপা ছিল মেঘে, কখনো কখনো দু চার ফোঁটা জল আকাশ থেকে গড়িয়ে পড়েছে হয়তো—কিন্তু আসি আসি করেও বৃষ্টি আসে নি। এবার এলো। বিকেল নেই, সন্ধ্যেও হয় নি—এমন সময়, ময়লা আলো আরও ধূসর হয়ে গেছে ততক্ষণে, বৃষ্টির কালচে রঙ আরও গাঢ় হয়ে আসছে।

প্রতিমা বারান্দাতেই বসেছিল। এই বারান্দায় প্রতিমার কত সময় কেটে যায় কেউ বলতে পারে না। সকালেও সে বসে থাকে অনেকক্ষণ, দুপুরেও কখনো কখনো এসে চুপচাপ বসে থাকে বই

হাতে, বিকেল আর সন্ধ্যেতেও তাকে সাধারণত এই বারান্দায় দেখা যায়।

সাধনদের এই বাড়ি পুরোনো। সাধনের বাবা ছিলেন শৌখিন প্রকৃতির মানুষ। বাড়ি করার সময় চারদিক দেখে শুনে বাড়ি করেছিলেন। এখনও জায়গাটা মোটামুটি নিরিবিলি। গাছপালা দিয়ে সামনেটা আড়াল করা। পাঁচিলের ওপরেই রাস্তা।

দোতলার এই বারান্দা ঢাকা, বড় সামান্য কোণাকুনি, দক্ষিণ-পুব ঘেঁষে। অনেকটা চওড়া। রোদ বৃষ্টি আটকাবার জন্যে বারান্দা ঘেঁষে কাঠের ঝিলিমিলি আর শার্সি। পাতা-বাহারের বড় বড় টব, কিছু লতাপাতা বারান্দার কোল ঘেঁষে, একটা খাঁচাও ঝুলছে, পাখি নেই।

বারান্দায় বাতি জ্বলছিল না। ঝাপসা হয়ে আছে সব।

প্রতিমা সোফার মধ্যে ডুবে বসে ছিল। বলল, 'এসো।'

সুকুমার এগিয়ে এসে বলল, 'দেরী হয়ে গেল। বৃষ্টিটাও নামল হঠাৎ, ভাগ্যিস পৌঁছে গিয়েছিলাম।'

'আমিও তাই ভাবছি। দুপুরে ফোন করে বললে একটু পরেই আসছ, এলে সন্ধ্যের মুখে।'

'না না।' সুকুমার বসতে বসতে বলল, 'তোমায় ফোন করার পর বেরিয়ে পড়েছিলাম আসব বলে, রাস্তায় আমার এক পুরোনো বন্ধুর পাল্লায় পড়লাম।'

'বন্ধু! তোমাদের দেখি বন্ধুর শেষ নেই। রাস্তায় পা দিলেই বন্ধু।'

সুকুমার হাসল। 'যা বলেছ! আমাদের পুরুষদের ব্যাপারটা কি জান? বাইরে বাইরে থাকি, চেনাশোনা বন্ধুত্ব হামেশাই হয়ে যায়। স্কুলের বন্ধু, পাড়ার বন্ধু, কলেজ অফিস আড্ডাখানা কত

জায়গার বন্ধুই হয়ে যায়!'

'তাই দেখছি।'

সুকুমার রুমালে মুখটুখ মুছে নিল, ভেজে নি। এক আধ ফোঁটা জল ছিল মাথায়। থাক। পা ছড়িয়ে আরাম করেই বসল সুকুমার। ব্যাগটা পাশে, অন্য সোফার ওপর। পায়ের তলায় কয়ার কার্পেট। সেণ্টার টেবিলের ওপর একটা পেতলের ফুলদানি বসানো, ফুল নেই, কিছু রঙীন পাতা রেখে দিয়েছে কেউ, হয়তো প্রতিমাই ঝাপসা অন্ধকারে পাতাগুলো কালচেই দেখাচ্ছিল।

'সাধন কখন ফিরবে?' সুকুমার জিজ্ঞেস করল।

'দেরী হবে', প্রতিমা বলল, 'বিকেলে ফোন করেছিল সোদপুর না কোথায় যাচ্ছে বলল।'

'সোদপুর? সেখানে কী?'

'জানি না। কারখানা টারখানা হবে হয়তো।'

সুকুমার চুপ করে থাকল। সাধন বড় অদ্ভুত। তার নিজের যা ব্যবসাপত্র, আয়—তাতে ছোটাছুটির দরকার করে না। যথেষ্ট আছে সাধনের, সব ছেড়েছুড়ে বাড়িতে বসে থাকলেই দিন চলে যাবে তার, রাজার হালেই; তবু সাধন কেন যে ছটফট করে বেড়ায়! কী দরকার! খানিকটা নিশ্চয় স্ত্রীর জন্যে। কিন্তু সবটা নয়।

'চা খাবে না?' প্রতিমা বলল।

'খাব।'

প্রতিমা উঠল। চায়ের কথা বলতে গেল।

বসে থাকল সুকুমার। বৃষ্টি পড়ছে। প্রবল নয়, তবু শব্দ আছে। বারান্দার দিকের শার্সি খোলাই পড়ে আছে। কেউ বন্ধ করে

নি। জলের ছাট এদিকে নেই হয়তো। বাইরে দু একটা ঝাউ আর সাবুগাছ। দেখা যাচ্ছিল না। অন্ধকারে ভিজছে। সাধনদের এই বাড়িতে এলে সুকুমারের কেমন যেন লাগে, মনে হয় সে কলকাতায় নেই, নিজের ঘর বাড়ি থেকে সে অনেকটা দূরে চলে এসেছে। কখনো কখনো এমনও মনে হয়, তার নিজের যা কিছু সমস্তই যেন সে ফেলে দিয়ে এখানে চলে এসেছে। কেন এমন হয়?

সুকুমার বসে থাকতে থাকতে একটা সিগারেট ধরাল। নবনীতা এখন কী করছে—করতে পারে—অনুমান করার চেষ্টা করল সুকুমার। সংসারের কিছু কাজকর্ম করছে বোধহয়। স্ত্রীর মুখ মনে মনে অনুমান করল সুকুমার। গম্ভীর, ফোলা ফোলা, রুষ্ট, নির্বিকার, প্রাণহীন। নবনীতার মুখে কোনো দিন কি হাসি, চটুলতা, অভিমান, ব্যগ্রতা দেখেছে সুকুমার? বিয়ের পর এক আধবার হয়তো তার মনে হয়েছিল, নবনীতার মুখে সাধারণ মেয়েদের মতন হাসিটাসি আসে, একটু বা রাগ অনুরাগ। তারপর আর কিছু দেখে নি সে। একেবারে ঠাণ্ডা, নিরাসক্ত, নিস্পৃহ চেহারাটাই দেখেছে নবনীতার।

এই মুহূর্তে সুকুমারের ঘৃণা হচ্ছিল স্ত্রীর ওপর। নবনীতার মুখ তাকে বিরক্ত, ক্ষুব্ধ করছিল।

প্রতিমা ফিরে এলো।

সুকুমার তখনও নবনীতার কথা ভাবছিল। বিরক্ত অপ্রসন্ন। প্রতিমাকে তেমন করে লক্ষ্য করল না।

প্রতিমা বসল। বলল, 'পর পর ক'দিনই বৃষ্টি হলো। বর্ষা পড়ে গেল এবার।'

সুকুমার প্রতিমার দিকে তাকাল। তখন ও অন্যমনস্ক।

শাড়ির আঁচলটা গলার কাছে জড়াতে জড়াতে প্রতিমা আবার বলল, 'তুমি কখনও কাঠের বাড়িতে থেকেছ ?'

'না। কেন ?'

'আমি একবার ছিলাম। কাঠের বাড়ি, সামনে নদী, ভরা বর্ষা। নদীতে তখন বান এসেছে। চার পাঁচদিন আমাদের নিচে নামার উপায় ছিল না। দোতলায় বসে বসে দিন কাটত। মেঘ আর বৃষ্টি, নদীর জল দেখে দেখে দিন কাটত।'

'কোথায় ছিলে তখন ?'

'আমার মেজ মামাব কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ডুয়ার্সে। তখন আমার বয়েসও কম, কলেজে পড়তাম।'

সুকুমার চুপ করে থাকল।

সামান্য পরে প্রতিমা নিজেই বলল, 'কি জানি কেন—বৃষ্টিবাদলা হলে প্রায়ই আমার তখনকার কথাটা মনে পড়ে।'

বলব কি বলব না করে সুকুমার বলল, 'তুমি খানিকটা কল্পনা নিয়ে থাকো—!' বলে সহজ করে হাসবার চেষ্টা করল সুকুমার।

'কল্পনা ?' প্রতিমা খুব মৃদু করে বলল, যেন নিজেকেই শোনাল, তারপর সোফায় পুরোপুরি পিঠ এলিয়ে দিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। প্রতিমা বলল, 'তোমার কি দরকার ছিল বলছিলে ?'

সুকুমার প্রায় অন্ধকারের মধ্যে প্রতিমার চোখের দিকে তাকাল, কথা বলল না।

চা নিয়ে আসছিল সুশীলা, প্রতিমার খাস ঝি। ট্রে এনে টেবিলে রাখল।

প্রতিমা বলল, 'ওদিকের বারান্দার বাতিটা জ্বেলে দিয়ে যেও,

এদিকেরটা জ্বেল না, চোখে লাগবে।'

সুশীলা চলে গেল। বারান্দার পশ্চিম দিকের বাতিটা জ্বেলে দিল। শেডের আড়াল থেকে আলো এতোটা দূরে এসে পৌঁছল না, আভাটা থাকল।

চায়ের সঙ্গে কিছু খাবার ছিল সুকুমারের। খিদে পেয়ে গিয়েছিল তার। এ-বাড়িতে তার সঙ্কোচের কিছু নেই। বাড়ির মানুষের মতনই হয়ে পড়েছে, আসা যাওয়া থাকা সবই স্বাভাবিক। এমন কি সুকুমারের জন্যে বরাদ্দ একটা ঘরও রয়েছে। সুকুমার দু-এক-বার থেকেছে সেখানে। অবশ্য এ-বাড়িতে বরাদ্দ করে কিছু না রাখলেও ক্ষতি নেই, ঘরটর খালি পড়ে আছে কয়েকটা ; নিচে, ওপরে। ঝি, চাকর, ঠাকুর, দরোয়ান ছাড়া লোক কই! দুটি মাত্র প্রাণী—সাধন আর প্রতিমা, অথচ বাড়িতে ঝি চাকর মিলিয়ে জনা পাঁচ। এ-নিয়ে ঠাট্টাই করেছে সুকুমার, ওরাই মেজরিটি। তোমাদের বরং বাড়িটা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত। ঠাট্টা তামাসা যতই করুক, সুকুমার জানে—ওই লোকগুলো না থাকলে এ-বাড়িতে প্রতিমা থাকতে পারত না। বাড়িটা সত্যি সত্যি ভূতের বাড়ি বলে মনে হতো।

সুকুমার খাচ্ছিল। আজ বাড়ি থেকে প্রায় না খেয়েই বেরিয়েছে। খাবার মন-মেজাজ ছিল না। নবনীতাও যেন গ্রাহ্য করে নি—স্বামী খেল কি খেল না। দুপুর কিংবা বিকেলেও কিছু খায় নি সুকুমার। তার বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল।

'তোমার কি দরকার ছিল বলছিলে ?' প্রতিমা আবার বলল।

সুকুমার প্রতিমার দিকে তাকাল। দুপুরের কথা মনে পড়ল। প্রতিমাকে সে ফোন করল কেন ? কী বলতে চায় সুকুমার ?

কোনো জবাব দিল না সুকুমার। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে কিনা বোঝা যায় না। শব্দ আসছিল না জলের। একটা উলটো-পালটা বাতাস কিংবা ঝড় দিয়েছে বুঝি, গাছ-পাতার সরসর শব্দ আসছিল। প্রতিমা বসে আছে। প্রায় অন্ধকারে তার মুখ পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। কোনোকালে প্রতিমা রূপে প্রতিমার মতন ছিল কিনা বলা মুশকিল, সুকুমার জানে না, তার জানার কথাও নয়। এখন প্রতিমাকে অন্য রকম দেখায়। শীর্ণ, লাবণ্যহীন, অসুস্থ। প্রতিমার চোখ মুখে এমন কিছু নেই যা আজ আর আকর্ষণীয় বলে মনে হতে পারে, লম্বা ধাঁচের শুকনো মুখ, গালের হাড় স্পষ্ট করে চোখে পড়ে, খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট ; দু-চোখের দৃষ্টিটাই যা কখনো কখনো প্রতিমাকে আচমকা কেমন অন্যরকম করে তোলে। পোষাকে পরিচ্ছদে কোনো আলাদা যত্ন নেই প্রতিমার, যেন যা হাতের কাছে পেয়েছে পরেছে, কী পরেছে সে সম্পর্কে তার হুঁশ নেই। মাথার চুল কোঁকড়ানো, দীর্ঘও নয়, বেশীব ভাগ সময় চুলও এলো করে রেখে দেয়, কখনো বা চুলের গোড়ায় মামুলি একটা ফিতে বাঁধে।

'চা দেব ?' প্রতিমা জিজ্ঞেস করল।

'দাও।'

প্রতিমা পিঠ নুইয়ে চা ঢালতে লাগল।

সুকুমার খাওয়া শেষ করে ফেলেছে। জল খেল।

'তোমার না কোথায় জমি দেখার কথা ছিল, দেখেছ ?'

সুকুমার ঠিক বুঝতে পারে নি তার কতটা খিদে পেয়েছিল, খাওয়া শেষ হলে জল খাবার পর অনুভব করল, আরাম লাগছে। সামান্য আলস্যও।

চা নিতে নিতে সুকুমার বলল, 'জমি দেখার কথা ছিল না। কে

বলল তোমায় ?'

'শুনেছিলাম যেন··· ।'

'ও ! জমি নয়,' ঘাড় নাড়ল সুকুমার। 'একটা পুরোনো শেড্। আগে গ্যারেজ ছিল। মালিক মারা গিয়ে গ্যারেজ উঠে গেছে। জমি আর শেড্ লিজ দেবে বলেছিল।'

প্রতিমা কোনো কথা বলল না। তার হাতেও চায়ের কাপ।

সুকুমার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমার আর ব্যবসাপত্র করতে ইচ্ছে করছে না।'

তাকাল প্রতিমা। 'কেন ?'

'কী হবে করে ! কার জন্য করা ?'

প্রতিমা দু মুহূর্ত কোনো কথা বলল না ; তারপর হেসে ফেলল। 'এই সেদিনও বলছিলে—এটা করবে, সেটা করবে—কারখানা বড় করবে, পঞ্চাশ একশো লোক খাটবে, রাতারাতি মতি পালটে গেল তোমার ?'

চায়ে পরপর কয়েকটা চুমুক দিল সুকুমার। ভাবছিল। বলল, 'না, আমি কিছুই করব না।'

প্রতিমা এবার আর হাসল না। গভীর চোখে সুকুমারকে দেখতে লাগল।

সুকুমারই আচমকা বলল, 'তোমায় আমার অনেক কথা বলিনি। বলা উচিত নয় মনে করে বলি নি। এখন মনে হচ্ছে বলা উচিত।'

প্রতিমা কৌতূহল বোধ করল, না অবাক হলো বোঝা গেল না। তার পিঠ সামান্য নুয়ে গেল।

'আমি কাল থেকেই ভাবছি, সর্ব ছেড়েছুড়ে দেব,' সুকুমার রাগ এবং বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'আমার স্ত্রীর জন্যে আমার আর কিছু

হবে না।'

ঠোঁটের ডগায় চায়ের কাপ ছিল, সরিয়ে নিল প্রতিমা।' তোমার স্ত্রী ? কেন সে আবার কী করল।'

'তার অন্যরকম ধারণা হয়েছে।'

'কিরকম ধারণা ?'

ইতস্তত করল সুকুমার ; তারপর বলল, 'বাজে ধারণা। সে বিশ্বাস করে না, সাধন আমার বন্ধু হিসেবে আমায় সাহায্য করতে পারে আমার স্ত্রী মনে করছে—এই টাকা পয়সা পাওয়া, ব্যবসাটা আমার দাঁড় করানো—এর মধ্যে অন্য কিছু আছে।'

প্রতিমা শান্ত গলায় বলল, 'কী আছে ?'

'সেটা ও জানে। ওর মাথায় আছে। আমি জানি না।' সুকুমার অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলল। উত্তেজনাও হচ্ছিল। মুহূর্ত কয়েক থামল, আবার বলল, 'তুমি কিছু মনে করো না। মেয়ে মাত্রেই কী হয় আমি বলব না, তবে আমার স্ত্রী এখন ভীষণ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। এ পাড়ায় একটা লোক রয়েছে আমার কারখানায় চাকরি করে। সে আমাকে তোমাদের সঙ্গে হয়তো আগেও দেখেছে, কিন্তু সেদিন—ওই পরশুটরশুর আগে দেখেছিল। দেখে ভেবেছিল আমি কলকাতায় ফিরে এসেছি। আমার বাড়ি গিয়েছিল টাকা চাইতে। ইডিয়েটটা বাড়িতে বলেছে, আমি কলকাতায় ফিরেছি, তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। ন্যাচারালি আমার স্ত্রী অন্য রকম মনে করেছে। কাল এই নিয়ে প্রচণ্ড অশান্তি বাড়িতে। আজও সকাল সকাল আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি। রাত্রে কী হবে জানি না।'

প্রতিমা সবই শুনল। চা খাওয়া শেষ হয়েছিল, নামিয়ে রেখে

দিল কাপটা। আবার বুঝি বৃষ্টি এলো। পাতলা শব্দ আসছিল।
সুকুমার ক্ষুব্ধ, বিষণ্ণ, উত্তেজিত মুখে বসে আছে। প্রতিমা সুকুমারের সাদামাটা, বিষণ্ণ মুখ দেখবার চেষ্টা করছিল। ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল না।
দু জনেই চুপচাপ। বারান্দায় কোনো পায়ের সাড়া নেই, কাউকে দেখা যাচ্ছে না, কোনো শব্দও আসছিল না মানুষ জনের। নিস্তব্ধ, শান্ত সব। শুধু বৃষ্টির মৃদু শব্দ রয়েছে।
প্রতিমা হঠাৎ বলল, 'তোমাব বউ কি আমায় সন্দেহ করছে?'
জবাব দিল না সুকুমার।
'আমার কথা তোমার বউকে বলেছ?'
'না।'
'কেন?'
'আমি তোমার বা সাধনের কথা—কারও কথা বলি নি। কালই ঝগড়াঝাটির সময় প্রথম বললাম।'
'সে কি! এতো দিন কোনো কথা বলো নি।'
আস্তে মাথা নাড়ল সুকুমার।
প্রতিমা চুপ করে থেকে পরে বলল, 'অন্যায় করেছ!'
'না।'
'বাঃ, এ অন্যায় নয়?'
'আমার কাছে নয়।' সুকুমার চাপা রাগ এবং জেদের সঙ্গে বলল, 'তুমি আমার স্ত্রীকে জানো না। আমি তাঁকে জানি। এ রকম অদ্ভুত মেয়ে তুমি দেখো নি।'
প্রতিমা কথা বলল না, অন্যদিকে তাকাল। সুকুমারের পারিবারিক কথা সে তেমন জানে না, সুকুমার বলে নি; প্রতিমারও

বিশেষ কোনো আগ্রহ বা কৌতূহল হয় নি জানার। সুকুমারের স্ত্রী কেমন, প্রতিমার কোনো ধারণা নেই।

সুকুমার বসে থাকতে থাকতে সিগারেট ধরাল। বলল, 'আমার ভেতরের ব্যাপারটা তোমরা কেউ জান না। ভীষণ মিজারেবল লাইফ। সবই সহ্য করে আছি। সহ্য কবে যেতেই হবে। কিন্তু এক এক সময় আর সহ্য করতে পারি না।'

বাধা দিয়ে প্রতিমা বলল, 'তোমার স্ত্রী আর কী বলে?'

'কী বলে আমি জানি না। জানতেও চাই না।···আমি এটাও চাই না—সাধন বা তোমার সম্পর্কে সে আজেবাজে নোঙরা ধারণা করে। কালকে তার কথাবার্তায় আমি খেপে গিয়েছিলাম। শক্‌ড হয়েছিলাম। আমি তোমাদের কাছে এমন কোনো স্বার্থ নিয়ে আসি নি যার একটা নোঙরা মানে করা যায়। তুমি জানো, সাধন আমায় নানা ভাবে সাহায্য করছে। বন্ধুর মতনই। এই সাহায্যকে যদি কেউ অন্য রকম অর্থ করে নেয় আমার বা তোমাদের পক্ষে সেটা মর্যাদার হবে না।'

প্রতিমা সোফার গায়ে পিঠ হেলিয়ে দিল। সুকুমার যে খানিকটা ছেলেমানুষের মতন এবং উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে বুঝতে তাব কষ্ট হলো না। অগোছালো, অস্পষ্ট কথা। প্রতিমা মৃদু গলায় বলল, 'তুমি কী করতে চাও?'

সুকুমার একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এখনও পুরোপুরি ভাবি নি কী করব। তবে, কিছু মনে করো না, সাধনের কাছে আর আমি সাহায্য নেব না।'

'কেন?'

'যত নেব, ততই ব্যাপারটা কমপ্লিকেটেড হয়ে উঠবে।'

'তা হলে নিয়ো না।'

'সাধনকে আমি বলব, সবই বলব। ওর সময়টময় থাকে না, মন-মেজাজও বেশীর ভাগ সময় অন্য রকম থাকে।'

প্রতিমা জবাব দিল না। হয়তো অন্যমনস্ক। সুকুমার চুপ করে গেল। সন্ধ্যে বেশ ঘন হয়ে গেছে। বৃষ্টির শব্দ আসছিল না। ঠাণ্ডা বাতাস বারান্দা দিয়ে দমকা বয়ে যাচ্ছিল। আলোটা অনেক দূরে শেডের আড়াল থাকায় খুবই হালকা দেখাচ্ছিল।

প্রতিমা কথা বলল হঠাৎ। 'তোমাকে একটা কথা বলব?'

'বলো।'

তোমার সঙ্গে তোমার স্ত্রীর কেমন সম্পর্ক আমি জানি না। আমার সঙ্গে আমার স্বামীর সম্পর্কটা তুমি এতোদিনে নিশ্চয় আন্দাজ করতে পার।···পার না?'

সুকুমার কেমন বিব্রত বোধ করল। 'পারি খানিকটা।'

'আমার কোনো লুকোচুরি নেই', প্রতিমা বলল, 'যখন বিয়ের পর এ-বাড়িতে আমি আসি তখন আমার মনে হয়েছিল, আমি খুব সুখী; আমার মতন সুখী মেয়ে সংসারে বেশী নেই। আমার বিয়ে হয়েছে অনেক আগে—সে কথা তুমি জান। বিয়ের পর সেই সুখ নিয়ে কিছুদিন বেশ কেটেছে। তারপর অসুখ-বিসুখ নিয়ে পড়লাম। এক একটা অসুখের প্রথম ধাক্কা সামলাতেই তিন চার মাস শয্যাশায়ী। শরীর গেল, মনও গেল। ওই যে শোনো, আমার মাথার রোগ, ওটা তারপর থেকে। ডাক্তার-টাক্তার অনেক হয়েছে, আর কিছু হবে না আমার। আমি আর দু একটা বছর এইভাবে বেঁচে থাকতে পারি, তারপর কী হবে আমি জানি না।'

প্রতিমা থামল। তার কথা শেষ হয় নি। মাঝখানে থেমে কথা

গুছিয়ে নিচ্ছিল।

সিগারেটের টুকরোটা নিবিয়ে দিল সুকুমার।

প্রতিমা বলল, 'তোমার বন্ধুর কোনো দোষ আমি দিই না। সে যতটা করার করেছে। তার নিজের কাজকর্ম ব্যবসা, সামাজিকতা, আমোদ আহ্লাদ রয়েছে। আমার জন্যে সব ছেড়েছুড়ে ঘরে বসে থাকবে তা তো হয় না। আমিও চাই নি। তোমায় সত্যি বলছি, তোমার বন্ধুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অন্য রকম। আমি চাই, ও যতটা পারে আমার কথা ভুলে থাকুক। আমার কাছে থাকলেই ওর দুঃখ। ও চায়, আমি যেমন করে পারি আমার এই ফাঁকা, হতাশ ভাবটা যেন ভুলে থাকি। আমার ইচ্ছেয় ওর কোনো বাধা নেই। ওর কোনো কাজে আমার বাধা নেই।'

'দেখেছি', সুকুমার বলল।

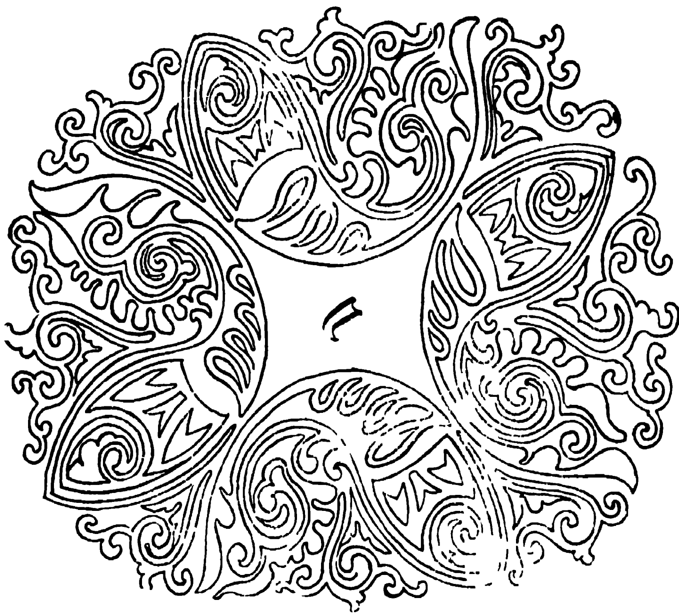
'না দেখার কোনো কারণ নেই, প্রতিমা বলল। 'তোমায় এবাড়িতে আমরা নিজের গরজেই ধরে রাখি। সাধন তো মানুষ খারাপ না। তোমার জন্যে যা করে সেটা বন্ধু বলেই করে। আর আমি যা করি সেটা তোমাকে বন্ধু করে পাই বলেই করি।···তোমার বউ আমায় দেখে নি। দেখলে বুঝতে পারত, আমার এমন কিছু নেই যার দৌলতে তোমাকে টেনে এনে প্রেম ভালবাসা করতে পারি। তোমার বউকে সে-কথাটা বুঝিয়ে দিও। বলো, আমরা— স্বামী স্ত্রী, তোমায় এ-বাড়িতে ধরে এনে, তোমায় টাকা পয়সা ঘুষ খাইয়ে তোমাকে দিয়ে এমন কিছু করিয়ে নিচ্ছি না, যা'তে তার ভয় হবে। তবু যদি তার ভয় থাকে, তোমার আর উচিত হবে না আমাদের কাছে যাওয়া আসা করা।'

সুকুমার চুপ। তার মনে হলো, কিসের একটা অপমান যেন তার

সমস্ত চোখ মুখকে ক্রমশই তপ্ত করে তুলছে। নিজেকে কুণ্ঠিত লাগছিল। গ্লানি অনুভব করছিল সুকুমার।

প্রতিমা শান্ত ভাবেই বসে থাকল।





কয়েকটা দিন কাটল। বাড়ি সেই একই রকম থমথমে, চুপচাপ। সংসারে কিছু অবশ্য ক্রিয়াকর্ম থেকেই যায়, কিছু নিয়মিত সাড়া-শব্দ—সকালে ঝি আসে, বাসন-কোষণ মাজে, রান্নাঘরে গ্যাস জ্বলে ওঠে, দুধের বোতল দিয়ে যায় ঝিয়ের মেয়ে, বাথরুমে জল পড়ার শব্দ, জানলা খোলার আওয়াজ, চেয়ারটেয়ার নড়ানড়ি হয়, রান্নাবান্নার কোনো গন্ধ ভেসে আসে হঠাৎ—এই রকম, যা গার্হস্থ্য জীবন যাপনের লক্ষণ বলে ধরা যেতে পারে তার আভাস থাকলেও অন্য কিছু এ বাড়িতে ছিল না।

নবনীতা স্বামীর সঙ্গে কথা বলত না। সুকুমারও চুপচাপ থাকত। দু চারটে ছোট কথা—যা না বললে নয়, যেমন 'খেতে দেওয়া

হয়েছে' 'চাবিটা পাচ্ছি না' 'বাথরুমে সাবান নেই'—এই ধরনের কথাবার্তা কখনও স্বগোতক্তির মতন, কখনো তৃতীয় কাউকে উদ্দেশ করে কথা বলার মতন বলা হতো। এই·ভাবেই চলে যাচ্ছিল দু-জনের।

সুকুমার তেমন একটা অসুবিধে অবশ্য বাইরে বাইরে অনুভব করছিল না। কারণ সে মোটামুটি এই ভাবেই অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল বাড়িতে। নবনীতা এবং তার সম্পর্ক যদি স্বাভাবিকও থাকত, তবু এ-বাড়িতে মুখরতা অথবা চাপল্য প্রকাশ করার কোনো সুযোগই ছিল না। নবনীতা বরাবরই কথা বলত কম, তার কাজ-কর্ম ধীরস্থির শান্তভাবে, প্রয়োজন ছাড়া স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তাও তেমন কিছু বলত না। সুকুমারও সকালে যতক্ষণ বাড়িতে থাকত—চা চাওয়া, দাড়ি কামানো, খবরের কাগজটায় চোখ বোলানো ছাড়া অন্য কিছু করার সুযোগই পেত না। তারপর স্নান-খাওয়া করে কারখানা। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে। স্ত্রীর সঙ্গে যা কিছু গল্প-গুজব, কথাবার্তা বলার অবসর যদিও এরপর জুটে যেত কিন্তু নবনীতা মনে করত না, তার কোনো প্রয়োজন রয়েছে। বা সে সুকুমারকে তেমন প্রশ্রয়ও দিত না। সুকুমার দু চারটে ক্রাইম কিংবা থ্রিলার গোছের বই নিয়ে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দিত, কিংবা মনে মনে তার কারখানার কথা, টাকা পয়সা, লাভ লোকসান দেনা—এ সবই ভাবত হয়তো।

তবু, সুকুমার আর নবনীতার স্বাভাবিক সম্পর্কের অবস্থায় যা সহনীয় ছিল, কিংবা যাকে আর অস্বাভাবিক মনে হতো না, এখন দুজনের স্পষ্ট বিরোধে তা অস্বাভাবিক মনে হতো। হয়তো দু তর-ফেই সেই জেদ, গোঁ, কাঠিন্য, ঘৃণা ও বিরক্তি ছিল যাতে দুজনেই

ঘড়ির কাঁটার মতন ছদিকে ছিটকে গিয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।
সুকুমার মনে মনে স্থির করে নিয়েছিল, স্ত্রীর কাছে সে আর নতিস্বীকার করবে না। করার কোনো কারণ নেই। নবনীতা তার অধিকারের মাত্রা অনেকদিন ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই কয়েকটা বছর স্ত্রীর কাছে সে একে একে প্রায় সবই সমর্পণ করে বসেছিল। তার স্বাধীনতা, রুচি, ব্যক্তিত্ব। আর নয়। সুকুমার আর এক পা নড়বে না। এই গ্লানি তার অসহ্য হয়ে উঠেছে।
নবনীতা কি ভাবত বোঝার কোনো উপায় ছিল না। তার মুখ গম্ভীর, চোখ সর্বক্ষণ বিরক্তি এবং ঘৃণায় ভরা, হাঁটা চলায় অবজ্ঞা অবহেলা ফুটে উঠত। স্বামীকে সে গ্রাহ্য করছে না, গণ্য করছে না—এই রকম মনে হতো। সকাল থেকে সে নিজের মতন কাজকর্ম করে যেত, ছপুরে কী করত কে জানে, সন্ধ্যের পর সুকুমাব ফিরে এসে দেখত, নবনীতা সকালে যেমন ছিল বিকেলে তার চেয়ে এক চুলও নরম নয়, বরং আরও প্রখর।
রাত্রে একই বিছানায় শুয়ে থাকত ছজনে। সুকুমার ভেবেছিল, সেই বিশ্রী কদর্য ঝগড়াঝাটির পর নবনীতা হয়তো বসার ঘরে গিয়ে শোফা-কাম-বেডে শুয়ে থাকবে। নবনীতা তা শোয় নি। নিজের শোবার জায়গা ফেলে যেতে তার কী আপত্তি ছিল—সুকুমার জানে না। সুকুমার নিজেও অনেকবার ভেবেছে, এই খাট বিছানা নবনীতাকে ছেড়ে দিয়ে সে নিজেই পাশের ঘরে চলে যাবে। অথচ যেতে পারে নি। তার মনে হতো, নবনীতাকে কোনোরকম সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না। নিজের বিছানা ছেড়ে চলে যাওয়ার কোন্ অর্থ নবনীতা করবে কে জানে।
পাশাপাশি একই বিছানায় ছজনে শুয়ে থাকলেও কোনো বাক্যা-

লাপ হতো না। নবনীতা একদিকে পাশ ফিরে শুয়ে থাকত, স্নকুমার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে। অনেকক্ষণ জেগে থাকত দুজনেই, নড়াচড়ার শব্দ শুনত পরস্পরের, কখনও বা একজন শুকনো গলায় কাশত, অন্যজন বড় করে নিশ্বাস ফেলত। অন্ধকারে একে অন্যকে অনুভব করলেও মনে হতো একই শয্যায় দুজনের অংশ থাকলেও তারা নিঃসম্পর্ক, হয়ত উপায় নেই বলে পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে দুজনে, এবং নিজেদের ভাগ্য বিড়ম্বনার জন্যে পরস্পরকে ঘৃণা করছে।

এই ভাবেই কয়েকটা দিন কাটল। তারপর একদিন স্নকুমার বাড়ি ফিরে এসে দেখল, নবনীতা বসার ঘরে কার সঙ্গে যেন কথাবার্তা বলছে। স্নকুমার বসার ঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি দিল না। নিজের ঘরে চলে গেল।

স্নকুমার কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল, প্যাণ্ট জামা ছাড়া হয়ে গিয়েছিল, বাথরুমে গেল, ফিরে এসে মুখটুখ মুছে যখন পরিষ্কার তখন নবনীতা এসে শোবার ঘরে চায়ের কাপ রেখে গেল। কিছু খাবার।

স্নকুমার চা খেতে খেতে পাশের ঘরে উঁচু গলা শুনতে পেল। পুরুষালী গলা। কেউ যেন হাসছে। নিজের চেনাশোনা বা নবনীতার জানাশোনাদের কারও গলার সঙ্গে স্নকুমার ওই গলার স্বরটা মেলাতে পারল না।

স্নকুমার সময় কাটানোর জন্যে ছবিঅলা কাগজ ওলটাচ্ছিল। হঠাৎ পায়ের শব্দে চোখ তুলল। নবনীতা দাঁড়িয়েছে। স্নকুমারকেই দেখছিল। চোখ ফিরিয়ে নিল স্নকুমার।

'জহরদা বসে আছে,' নবনীতা বলল, যেন দেওয়ালকে উদ্দেশ করে।

সুকুমার শুনল ; অথচ যেন শুনতে পায় নি এমন ভান করল।
নবনীতা বলল, 'বসে আছে। দেখা করে যাবে।'
দাঁড়াল না নবনীতা। চলে গেল। স্ত্রী চলে যাবার পর মুখ তুলল সুকুমার। জহরদা মানে বিডনস্ট্রিটের সেই জহর, সুকুমারদের আড্ডার বন্ধু, কেতকীর দাদা। নবনীতারও সম্পর্কে দাদা হয়।
জহর এ-বাড়িতে কখনো আসে নি এমন নয়, কিন্তু ইদানীং আসত না। সুকুমারের বিয়ের পর দু-চারবার খোঁজ খবর নিতে এলেও পরে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। এবং সেটা নবনীতার জন্যে হতে পারে। নবনীতা ওদের পছন্দ করত না। বাড়িতে এলে তেমন একটা খুশী হতো না, যত্নটত্নও করত না। মানুষের সম্ভ্রম-জ্ঞান আছে। জহররা কোন্ মুখে আর আসবে !
এতোকাল পরে সেই জহর এ-বাড়িতে কেন? আর যদি বা এলো, সুকুমারকে এতোক্ষণ জানতে দেওয়া হলো না কেন ? সুকুমারই বা গলার স্বরটা ধরতে পারল না কেন জহরের—! আশ্চর্য !
উঠতে হলো সুকুমারকে। উপায় নেই। বন্ধু বলে শুধু নয়, সম্পর্কেও আত্মীয়।
সুকুমার পাশের ঘরে আসতেই জহর দু হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গি করল। ঠাট্টার ছলে। বলল, 'এই যে সুকুমারবাবু, আসুন।' বলে একটু থামল। অনুযোগের গলায় আবার বলল, 'খুব দেখালে ভাই। এমনই বিজনেসম্যান হয়ে উঠেছ যে একটা খোঁজ খবরও নাও না।'
সুকুমার সামান্য অপ্রস্তুত বোধ করল। বলল, 'কখন এসেছ ?'
'অনেকক্ষণ।'
'আমি বুঝতে পারি নি।'

'তা আর বুঝবে কেন ? গরীবদের কি বোঝা যায় ?'

সুকুমার বলতে যাচ্ছিল, নবনীতা আমায় কিছু বলে নি। বলল না। বাইরের লোকের সামনে হয়তো আরও অপদস্ত হতে হবে।

'না না, গরীব আর কে।...আজ সারাদিন বড় ঝঞ্ঝাটে গেছে, বসল সুকুমার। 'কী খবর বলো ?'

'খবর ভালো নয়,' জহর বলল ; 'তবে একটা খবর আপাতত রয়েছে। আমাদের সন্তুর বিয়ে। সামনেই।'

'সন্তুর বিয়ে ?'

'সন্তু নিজেই মেয়ে পছন্দ করেছে। ভাই আমার কাজের ছেলে। মেয়েটিও ভালো। রাইটার্সে চাকরি করে।' বলে জহর একটা সিগারেট ধরাল, সুকুমারকে দিল। বলল, 'বিয়ের নেমন্তন্ন করতে পরে আমরা আসব। আপাতত তোমাদের একটা অন্য নেমতন্ন করতে এসেছি। মা বলে দিয়েছে, আগামী শনিবার দুজনেই দয়া করে আমাদের বাড়িতে যাবে। সকালেই।'

'আগামী শনিবার ! কেন ?'

'আশীর্বাদ।'

সুকুমার চুপ করে থাকল।

নবনীতা কোনো কথা বলছিল না। তার মুখ গম্ভীর নয়। সাধারণ সরল মুখ করে বসে আছে। যেন এই সংসারে সবই স্বাভাবিক। কোথাও কোনো গুমোট নেই এমনই তার মুখের চেহারা।

জহর আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল। বলে উঠল।

সুকুমার জহরকে নিচে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল।

সিঁড়ির শেষে এসে জহর বলল, 'সমস্ত সম্পর্কটাই ভেঙে দিলে ? এক আধবার তো যেতে পার ও বাড়িতে।'

সুকুমার হঠাৎ বলল, 'আমাকে কেন বলছ ?'

'কাকে বলব ?'

'তোমাদের বোনকে বলো।'

'বলেছি। আজ বলেছি।' বলে রাস্তায় নামল জহর। সামান্য অপেক্ষা করে বলল, 'সংসারে শুধু লেংটা আর লেংটি নিয়ে থাকা যায় না, বুঝলে! তোমাদের বাড়িতে আমি অনেক দিন পরে এলুম। বছরখানেক পরে বোধহয়। আমি অন্ধ নই। তোমাদের কী হয়েছে আমি জানি না। কিন্তু এ ভাবে আছ কী করে ! মরে যাবে যে।

সুকুমার জহরের দিকে তাকাল। তার মনে হয় নি, জহর এতো শীঘ্রি এ-বাড়ির ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। সুকুমার কেমন ক্ষুব্ধ গলায় বলল, 'কেন, তোমরা তো বেশ হাসাহাসি করছিলে ?'

জহর বলল, 'বুদ্ধিমানে হাসে। কাঁদলে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াত হে। যাক গে, তোমার বউকে আমি চিনি।…তুমি যে বেশ ডুবে রয়েছ বুঝতে পারছি। শোনো সুকুমার, অশান্তি করে বাঁচতে পারবে না। বিয়ে যখন করেছ, খানিকটা অন্তত শান্তির চেষ্টা করো।'

সুকুমার কিছু বলল না। বলার কিই বা আছে। জহর এবার চলে যাচ্ছিল। দেখল সুকুমার। 'আচ্ছা, চলি—, বলে হাত তুলে বিদায় জানিয়ে জহর এগুতে লাগল, শনিবার কিন্তু এসো ভাই। অবশ্যই।'

জহর চলে যাবার পর কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সুকুমার। অনেককাল পরে জহর এসেছিল। ভালো করে কথা হলো না। লাভের মধ্যে আরও অশান্তি বাড়ল। কেতকীর কথাও জিজ্ঞেস করা হলো না। কেমন আছে, কোথায় আছে কেতকী ?

সুকুমার আবার সদরে ঢুকে পড়ল।

আজ ক'দিন রাত্রে খাবার সময় স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বসছে না। সুকুমারকে খেতে দিয়ে নবনীতা কাছাকাছি কোথাও আড়ালে থাকে। প্রয়োজন দেখলে সামনে এসে দাঁড়ায়, দুধটা জলটা দেয়, আবার সরে যায়। সুকুমার উঠে চলে যাবার পর খেতে বসে নবনীতা।

খুবই আশ্চর্যের বিষয়, আজ সুকুমার খেতে এসে দেখল, নবনী-তাও মুখোমুখি বসেছে। স্ত্রীর মুখ লক্ষ্য করল না সুকুমার ; সাহস হলো না হয়তো।

খাওয়া শুরু হবার পর ঘাড় নিচু করেই সুকুমার খেয়ে যাচ্ছিল। এবং বুঝতে পারছিল নবনীতাও মুখ নামিয়ে রয়েছে। খাচ্ছে, অথচ কোনো শব্দ হচ্ছে না।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটল। গুমোট বাড়ছিল। অস্বস্তিও। রাত্রে বিছানায় দু'জনে পাশাপাশি এখনও তারা শুয়ে আসছে, কিন্তু শোওয়া টোওয়ার সুবিধে আছে, অন্ধকার ঘরে যে যার মতন পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বন্ধ রাখতে পারে, ভান করতে পারে ঘুমোবার। খাবার টেবিলে তা সম্ভব নয়।

নবনীতাই কথা বলল প্রথমে। 'কী ঠিক করলে ?'

সুকুমার সামান্য যেন চমকে উঠল। তাকাল একবার। 'কিসের ?'

'শনিবার কী করবে ?'

সুকুমার শনিবারের কথা ভাবছিল না। তবু বলল, 'যেতে হবে একবার।'

নবনীতাই এবার চুপচাপ। সামান্য পরে বলল, 'তুমি একলাই যেও।'

মুখ তুলে তাকাল সুকুমার। স্ত্রীকে দেখল। ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ মুখ।

বলল, 'দুজনকেই যেতে বলেছে। তোমার সঙ্গেই সম্পর্ক। আমি তো জামাই গোছের...'

'আমার ভালো লাগে না,' স্পষ্ট জবাব নবনীতার।

'কিন্তু এটা সামাজিকতা...।'

'তুমি যেও।' জেদের গলায় নবনীতা বলল। 'সামাজিকতা রাখার হয় তুমি রেখো।'

এরপর আর কোনো কথা হলো না। সুকুমার লক্ষ্য করল, নবনীতা যদিও চুপ করে গেল তবু তার মুখ দেখে মনে হয় না, মাত্র সামান্য কথাটা তার বলার ছিল। আরও কিছু আছে হয়তো।

সুকুমার শুয়ে পড়েছিল। ঘরের বাতি নিবিয়ে নবনীতা শুতে এলো।

নিত্যকার মতন নিজের বালিশ গুছিয়ে শুয়ে পড়ে নবনীতা আজ কিন্তু একেবারে কাঠের মতন পড়ে থাকল না। নড়াচড়া করছিল। তার হাতের চুড়ির শব্দ হলো দু একবার। কান চুলকোলো। গলা পরিষ্কার করার শব্দ হলো বার কয়। তারপর কথা বলল নবনীতা।

'তোমার সঙ্গে ক'টা কথা আছে,' নবনীতা বলল।

সুকুমার সাড়া দিল না।

'শুনছ?'

'বলো।'

'আমি কিছুদিন থাকছি না।'

অবাক হলো সুকুমার। এ-রকম কথা আগে সে শোনে নি কোনোদিন।

'তুমি নিজের ব্যবস্থা করে নিও—' নবনীতা বলল।

'থাকছ না মানে ? কোথায় যাবে ?'
'যাব।'
'কোথায় ?'
'ঘুরে আসব।'
'তা না হয় এলে, কিন্তু কোথায় যাবে ? কার সঙ্গে ?'
'যাবার সঙ্গী আছে।'
'ভাইয়ের কাছে যাবে ?'
'না। আমি ওকে চিঠি লিখেছি, পূজোর সময় একবার কলকাতায় আসতে।'
'তা হলে তুমি যাবে কোথায় ?'
'তোমায় বলব না। তবে যাব।'
সুকুমার অসন্তুষ্ট হলো। বলল, আমায় যদি না বলবে তবে যাওয়ার কথাই বা তুললে কেন ? নিজের মর্জি মতন চলে যেতে।'
নবনীতা অপেক্ষা করল না, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, জানিয়ে না গেলে ভাবতে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কিংবা ভাবতে আত্মহত্যা করতে গিয়েছি।'
সুকুমার শব্দ করল, যেন বলল, 'ও !'
নবনীতা বলল, 'তুমি যখন কাজের ছুতো করে এখানে যাচ্ছি ওখানে যাচ্ছি বলে প্রতিমার কাছে গিয়ে থাকতে তখন কি সত্যি কথাটা বলে যেতে ! আমিও তোমায় বলে যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি বলব না।'
সুকুমার চটে যাচ্ছিল। প্রতিমার নামে আরও চটল। বলল, বলো না। কার সঙ্গে থাকবে তাও বলার দরকার নেই।'
নবনীতা যেন জানত সুকুমার কী বলতে পারে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে

বলল, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ! আমি থাকব। যার সঙ্গে থাকব সে পুরুষ মানুষ। তুমি যদি একটা মেয়ে মানুষের সঙ্গে থাকতে পার, আমি একটা পুরুষের সঙ্গে থাকতে পারব না?'
সুকুমারের কান মাথা তপ্ত হয়ে উঠছিল। নবনীতা তাকে ভেবেছে কী? যথেষ্ট সহ্য করেছে সুকুমার, স্ত্রীকে যতটা সম্ভব বাড়তে দিয়েছে, মাথায় তুলেছে। আর নয়। এখানেই শেষ হোক।
উত্তেজিত গলায় সুকুমার বলল, 'তুমি একটা কেন, পাঁচটা পুরুষ মানুষের সঙ্গে থাকো গে যাও। আই ডোণ্ট কেয়ার। আমায় মুক্তি দাও।'
নবনীতার গলাও তীক্ষ্ণ হলো, কাঁপছিল। 'নবনীতা বলল, দেব। দেব বলেই যাচ্ছি। একদিন যখন তোমার গালে থাপ্পড় মেরে কেতকী চলে গিয়েছিল তখন আমি তোমায় দয়া করে…'
'হ্যাঁ, দয়া দেখাবার জন্যেই বিয়ে করেছিলে। সেই দয়া দেখানোর ছুতোয় আমার মাথায় চড়ে বসেছ! তুমি আমায় আর কিছু দাও বা না-দাও অনেক শিক্ষা দিয়েছ। তোমার মতন অশান্তি কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে দিতে পারে কিনা আমার সন্দেহ আছে।' সুকুমার একেবার ক্ষেপে গিয়েছিল।
নবনীতা বিছানায় উঠে বসল। হাঁপাচ্ছিল। বলল, 'তুমি ইতর, তুমি ছোটলোক। তোমার লজ্জা করে না বড় বড় কথা বলতে। নিজের স্ত্রীকে খাওয়াবার মতন পয়সাও একসময় তোমার থাকত না। আমার কাছে হাত পেতে পয়সা নিয়ে বিড়ি সিগারেট খেতে। আজ তুমি অন্য মেয়েমানুষের পায়ের তলায় পড়ে থেকে টাকা আনছ বলে তোমার মুখে বড় বড় কথা ফুটছে।'
সুকুমারকে যেন জেদে পেয়েছিল। সে স্থির করে নিয়েছিল,

নবনীতাকে একতরফা সে লড়তে দেবে না, জিতে যেতেও নয়। রূঢ় গলায় সুকুমার বলল, 'আমি ইতর, ছোটলোক—এটা তো তোমার জানার কথা। আগেই জেনেছ। এ সব জেনেও আমার সঙ্গে থাকছ কেন?'

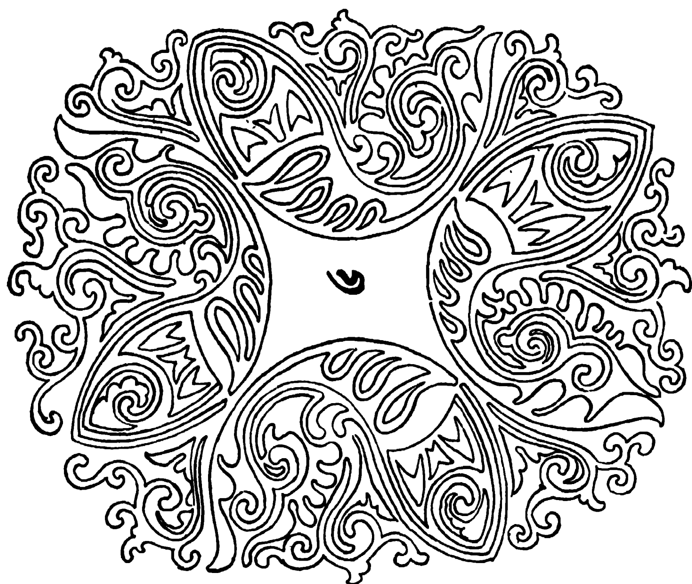
আঘাতটা অতিরিক্ত না অপ্রত্যাশিত বোঝা গেল না। নবনীতা কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। তারপর বলল,'ও! আজ আমাকে দিয়ে তোমার কাজ ফুরিয়ে গেছে বলে আমায় তুমি তাড়াতে চাইছ?'

'তোমার সঙ্গে আমার কোনো কাজ ছিল না', সুকুমার তোয়াক্কা না করে বলল, 'তুমি শুধু নিজের দিকটাই দেখেছ, আমার দিক নয়। সকলেই বড়লোক হয় না। হাজার হাজার সংসার রয়েছে যেখানে টানাটানি করে চলে। আমি স্বীকার করছি, কয়েকটা মাস আমার পকেটে সিগারেট বিড়ি খাবার পয়সা ছিল না। কিন্তু বিয়ের পর থেকে তো তোমায় না খাইয়ে না পরিয়ে রাখি নি। তোমার গয়নাগাটিও বেচে দিই নি। দুচার মাস কষ্ট তোমারও গিয়েছে আমারও গিয়েছে। এর জন্যে অত কথার তো দরকার ছিল না। তোমার যদি না পোষাত ভাইয়ের কাছে চলে যেতে! তুমি এমন কিছু করো নি যা বাঙালী ঘরে অন্য কোনো মেয়ে কোনোদিন করে না! অহঙ্কার তোমার বেশী তাই ভাবছ···'

সুকুমারকে কথা শেষ করতে দিল না নবনীতা। তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। নবনীতা সুকুমারকে আঁচড়াল, কামড়াল, গেঞ্জি ছিঁড়ে দিল, কাঁদল, লাথি ছুঁড়ল। তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল পাগলের মতন। আর এলো না।

সুকুমার গায়ের জ্বালা, আঁচড় কামড়ের ব্যথা নিয়ে শুয়ে থাকল বিছানায়। নবনীতা পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে আছে। স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তি ছাড়া আর কিছু অনুভব করছিল না সুকুমার। জেদী, অহঙ্কারী, আত্মসর্বস্ব একটা মেয়েকে বিয়ে করে তার সুখ, তৃপ্তি, সাংসারিক শান্তি সব নষ্ট হয়েছে। নবনীতার কাছে যেচে কোনো দয়া সুকুমার ভিক্ষা করে নি। এবং সে জানত না, নবনীতা নিছক তার দয়া এবং দাক্ষিণ্য দেখাবার জন্যে সুকুমারকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

সুকুমারের জল আসছিল চোখে। এই ভুল সে কেন করেছিল? নবনীতা কোনো দিনই সুকুমারকে ভালবাসে নি। স্বামীর প্রাপ্য শ্রদ্ধা দিয়ে গ্রহণ করে নি। কোনো মর্যাদাই স্ত্রীর কাছে তার ছিল না। এ সম্পর্ক তার থাক বা না থাক কিছু যায় আসে না আর।



সকালে সুকুমারই আগে উঠল। মাঝরাত পর্যন্ত ঘুম হয় নি, শেষ রাতে সামান্য ঘুমিয়ে ছিল ; সকালের দিকেই আবার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে অভ্যাস মতন পাশে তাকাতেই নবনীতাকে দেখতে পেল না। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রের ঘটনা তার মনে পড়ল। সুকুমার ঠিক আতঙ্কিত হলো না। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে সে উঠল। বাইরে এসে দেখল, রোদ ওঠার কোনো চিহ্ন নেই, আকাশ মেঘলা। পাশের ঘরের দরজা ভেজানো। নবনীতা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয় নি।

দরজা খোলার পর ঘরের মধ্যে যেভাবে শুয়ে থাকতে দেখল নবনীতাকে তাতে ভয় পাবার কথা। সোফা-কাম বেডের ওপর

পা শা পা শি

বুক থুবড়ে শুয়ে আছে নবনীতা। মুখটা দরজার দিকে। একটা হাত ঝুলে রয়েছে, যেন মাটি ছুঁয়েছে। ঘরের জানালা বন্ধ। পাখা চলছে। শাড়িটাড়ি অগোছালো, আঁচলের একটা পাশ মেঝেয় লুটোচ্ছে। এ-রকম দেখলে ভয় হয়। সুকুমার সামনে গিয়ে দু চার মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল। নবনীতা ঘুমোচ্ছে।

স্ত্রীর মুখ ঘরের আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট করে চোখে পড়ে না। তবু সুকুমারের মনে হলো, এই গাঢ় ঘুমেও নবনীতার মুখে কোনো রকম তৃপ্তির চিহ্ন নেই। বরং তার মুখ বিমর্ষ। বিরক্তি, অসন্তোষ ফুটে আছে মুখে চোখে। সুকুমার আর ঘরে দাঁড়াল না। বাইরে চলে এলো।

আজ সকালের এই মেঘলা বেশ গাঢ়। হয়তো কাল মাঝরাত কিংবা শেষ রাত থেকেই আকাশে মেঘ জমছিল। এখন ঘন বাদলা। ঠাণ্ডা বাতাসও রয়েছে। যে কোনো সময়ে বৃষ্টি নামতে পারে। বর্ষার গন্ধ।

সুকুমার বাথরুমে গেল।

ফিরে আসতেই শুনল ঝি কড়া নাড়ছে। সুকুমার দরজা খুলে দিতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

ঝি পার্বতী একটু যেন অবাক হলো সুকুমারকে দেখে। কিছু বলল না। মাথার কাপড় টেনে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

সুকুমার দাঁড়িয়ে থাকল সামান্য। শরীর বেজুত লাগছে। নিদ্রাহীনতা এবং অশান্তির জন্যেই হয়তো। গায়ে হয়তো কোথাও কোথাও ব্যথা করছিল। নবনীতা যে ক্ষেপে গিয়ে এমন করে আঁচড়াতে কামড়াতে পারে সুকুমার ভাবে নি। বাইরে যে মেয়ে অত ঠাণ্ডা, ভব্য, নিস্পৃহ, নিরাসক্ত বলে মনে হয় ভেতরে যে সে

এত হিংস্র উত্তেজিত হতে পারে বোঝা যেত না।

বার কয়েক হাই তুলল সুকুমার। চা খাবার ইচ্ছে করছে। নবনীতা না ওঠা পর্যন্ত চা খাওয়া হবে না। নবনীতা কতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবে বোঝা মুশকিল। হয়তো এখুনি উঠে পড়বে; কিংবা আর খানিকক্ষণ ঘুমোবে। স্ত্রীর ঘুম ভাঙানোর ইচ্ছে সুকুমারের নেই। অবশ্য মুখটুক ধুয়ে সুকুমার পাড়ার কোনো চায়ের দোকানে চা খেতে যেতে পারে। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে পাড়ার দোকানে যাবার আগ্রহ সে অনুভব করছিল না।

সুকুমার আবার বাথরুমে ঢুকল মুখ ধুতে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল, পার্বতী এঁটোকাঁটা বার করে রান্নাঘর সাফ করে ফেলেছে। হঠাৎ কি খেয়াল হলো সুকুমারের। পার্বতীকে বলল, 'বউদির শরীর খারাপ। তুমি গ্যাস জ্বেলে চায়ের জল বসিয়ে দিতে পারবে?'

ঘাড় হেলিয়ে পার্বতী বলল, 'পারব।'

সুকুমার শোবার ঘরে এলো। ঠাণ্ডা জল চোখমুখে দেবার পর যদিও আরাম লাগছিল—তবু জ্বালা রয়েছে চোখে, অবসাদ যেন ঘাড় এবং পিঠের ওপর দ্বিগুণ হয়ে চেপে বসে আছে। জানলাটা খুলে দিল সুকুমার। পাশে আত্মিনাথদের বাড়ি। এ-বাড়ির জানলা থেকে হাত বাড়ালে ও বাড়ির ব্যালকনি ছোয়া যায়। ব্যালকনিটা আত্মিনাথরা কাজে লাগায় না, কিছু পুরোনো মালপত্র জঞ্জাল জড় করে রেখে দিয়েছে ব্যালকনিতে। রাস্তার দিকের ব্যালকনি নয় বলেই হয়তো। সুকুমাররা এতে খুশী। খুশী এই জন্যে যে, তাদের শোবার ঘরের গায়ে গায়ে অন্য বাড়ির ব্যালকনিতে লোকজন এসে বসে থাকলে সেটা স্বস্তির কারণ হতো না।

ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকল সুকুমার। বিছানাটা ধামসানো।

চাদরটাদর দুমড়ে রয়েছে। নবনীতার মাথার বালিশটা নেই, ছোট বালিশটা নিচে পায়ের দিকে পড়ে আছে। লণ্ডভণ্ড চেহারা বিছানার।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আত্মিনাথের কথা মনে পড়ল। আত্মিনাথের এখন তৃতীয় পক্ষ চলছে। প্রথম পক্ষ, শোনা যায়, স্বামী এবং শাশুড়ীর অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছিল। কলকাতায় নয়। দ্বিতীয় পক্ষ আত্মিনাথকে পথে বসিয়ে পালিয়ে গেছে। জাঁদরেল মেয়েমানুষ ছিল দ্বিতীয় পক্ষ। বেপাড়ার কোনো পাঞ্জাবী ছেলের সঙ্গে পালিয়েছে। এখন আত্মিনাথ তৃতীয় পক্ষকে সারাক্ষণ সামলেসুমলে রেখেছে, ঘরের বাইরে মুখ বাড়াতে দেয় না। তৃতীয় পক্ষকে ঘরে এনেই তিন চার বছরে গোটা তিনেক বাচ্চার ঝক্কি পোয়াবার ব্যবস্থা করে দিয়ে বউকে বেশ জব্দ করেছে আত্মিনাথ। যাও না কোথায় যাবে তিনটেকে বগলদাবা করে।

সুকুমারের হঠাৎ মনে হলো, তাদের বাচ্চা কাচ্চা কেন নেই? নবনীতাকে সংসারের সাধারণ দায় দায়িত্ব অথবা মায়া মমতার সঙ্গে কেন সে জড়াতে পারছে না! বাচ্চাকাচ্চা থাকলে নবনীতা হয়তো এতটা নিস্পৃহ থাকতে পারত না। রমানাথ ঠিকই বলেছিল, এতদিন বিয়ে-থা হবার পরও কেন তারা সন্তানহীন! সুকুমার মনে করে না, এতে তার কোনো অনাগ্রহ রয়েছে। বরং সে মাঝে মাঝে অনুভব করে একটা ছেলে বা মেয়ে থাকলে ভালো লাগত। নবনীতার মনে কী আছে বোঝা যায় না। সুকুমার নিতান্ত ঠাট্টার ছলেও যদি সন্তানের কথা বলে, নবনীতা তার বিশেষ কোনো জবাব দেয় না, যদিবা দেয়, বলে—'এই রোজগারে ছেলেমেয়ে মানুষ হয় না।'

শুনলে খারাপই লাগে। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে কত অভাব-দুঃখের মধ্যে মানুষ হচ্ছে। তুমি কিসের এমন মহারাণী যে তোমার বাচ্চাকে সোনার খাটে শুইয়ে মানুষ করতে হবে! আসলে নবনীতার কোনো ভয় রয়েছে, কিংবা অন্য কিছু—অপছন্দও হতে পারে। কোনো মেয়ের সন্তান সম্পর্কে অনাগ্রহ সুস্থতার লক্ষণ নয়। নবনীতা কি শারীরিক ও মানসিক দু দিক থেকেই অসুস্থ। সুকুমার জানে না। নবনীতা তাকে জানতে দিতে রাজী নয়। হতে পারে নবনীতা অসুস্থ।

পার্বতী ডাকল।

সুকুমার বুঝতে পারল, চায়ের জল হয়ে গেছে।

নিজেই সুকুমার রান্নাঘরে এলো। তারপর চায়ের পাত্রটাত্র খুঁজতে লাগল। কোথায় কী আছে সে জানে না।

পার্বতী সাহায্য করল সুকুমারকে।

চা ঢালা যখন শেষ, পায়ের শব্দে সুকুমার বুঝতে পারল নবনীতা জেগে উঠে বাইরে এসেছে।

নিজের চায়ে দুধ চিনি মিশিয়ে নিল সুকুমার। তারপর কি মনে করে অন্য কাপে নবনীতার জন্যে চা ঢালতে লাগল।

কাল রাত্রের কথা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। বা আজ কিছুদিন যে রকম চলছে তার কথাও নয়। তবু সুকুমার স্থির করল, যেন কোনো উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি নিয়ে নবনীতাকে সে ওপর চড়াও হতে দেবে না। বরং সে যথা সম্ভব সহজ, সাধারণ, এমন কি যা ঘটেছে ঘটতে পারে সবই উপেক্ষা করার ভান করবে নবনীতার সঙ্গে। দেখা যাক কী হয়।

নিজের চায়ে চুমুক দিতে দিতে সুকুমার সামান্য কান পেতে থাকল,

তারপর নবনীতার চায়ের কাপ উঠিয়ে নিল। পার্বতীকে বলল, সে যদি চা খেতে চায় চা রয়েছে।

শোবার ঘরে এসে সুকুমার দেখল, নবনীতা বাথরুম থেকে ফিরে এসে চোখ মুখ মুছচে। মুখ মোছা হয়ে গেলে হাতের ঝাপটা দিয়ে এলোমেলো চুল সামান্য গুছিয়ে নিল।

সুকুমার নিশ্চিন্ত কিংবা নিশ্চিত নয়। সে জানে না কী হতে পারে, তবু সাহস করে মৃদু গলায় বলল, 'তোমার চা।'

নবনীতা বুঝতে পেরেছিল, সুকুমার ঘরে এসেছে। বুঝেও দরজার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে ছিল, মুখ ফেরায় নি। সুকুমারের গলা পেয়েও ঘুরে দাঁড়াল না।

সুকুমার দু চার পা এগিয়ে গেল। 'তোমার চা।'

নবনীতা ঘুরে দাঁড়াল।

চায়ের কাপ এগিয়ে দিল সুকুমার। মুখে পাতলা হাসি টানার চেষ্টা করল। বলল, 'একটু বেশী চা পাতা দিয়ে ফেলেছি। কড়া হয়ে গেছে। নাও, খেয়ে নাও।'

নবনীতা প্রথমে হাত বাড়ায় নি। পরে বাড়াল।

সুকুমার খুশী হলো। তার মনে হলো, প্রথম খেলাটা সে ভালোই খেলেছে।

'কষা লাগছে কিনা দেখ ?' সুকুমার হাসিমুখে বলল। তার গলার স্বর চোখমুখ দেখে মনে হতে পারে রাত্রের ঘটনাটা তার মাথায় নেই। পুরোপুরি উপেক্ষা করেছে।

নবনীতা চায়ে চুমুক দিল।

'পারবে খেতে ?'

সামান্য ঘাড় হেলাল নবনীতা। পারবে। স্বামীর দিকে তাকাল।

সুকুমারের ডান গালের তলায় সামান্য লাল হয়ে আছে। আঁচড়ের দাগ হয়তো।

সুকুমার সরে গিয়ে বিছানায় বসল। চা খেতে লাগল।

সামান্য চুপচাপ। কেউ কোনো কথা বলছিল না।

সুকুমারই শেষে কথা বলল। 'তুমি এমনভাবে ঘুমোচ্ছিলে পড়ে যেতে পারতে। খুব শরীর খারাপ লাগছে?'

কথার জবাব দিল না নবনীতা। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে এমন কিছু মনেও এলো না যা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু করতে পারে। হয়তো সে ইচ্ছেও আপাতত ছিল না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেল নবনীতা। সুকুমার চা শেষ করে সিগারেট ধরাল।

নবনীতা চায়ের কাপ নিয়ে চলে যাচ্ছে যখন সুকুমার বলল, 'আমি একবার বেরুব, ঘণ্টাখানেকের জন্যে, মাখন উকিলের কাছে যাব। কারখানায় যেতে পারি, নাও পারি। ফিরে এসে বলব।'

নবনীতা স্বামীর দিকে তাকাল। মাখন উকিলের নাম সে শুনেছে। এ-পাড়াতেই থাকে। স্বামীর বন্ধু। সুকুমার কেন যে এই সাত সকালে উকিলবাড়ি যাবে সে বুঝল না। জিজ্ঞেসও করল না। দু' মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

সুকুমার সিগারেটটা শেষ করে উঠল। কিছু যেন ভাবছিল গভীর ভাবে।

বৃষ্টি এলো খানিকটা বেলায়। সকালের মেঘলা আরও গাঢ়, প্রায় কালচে হয়ে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামার সামান্য পরে সুকুমার

বাড়ি ফিরল। সর্বাঙ্গ ভিজে।

পার্বতী সকালের কাজ সেরে চলে গেছে। বৃষ্টির ছাট বাঁচাতে ঘরের জানলা বন্ধ। বারান্দা ভিজে, জলের ঝাপটা এসে সব ভিজিয়ে দিচ্ছে।

নবনীতা স্বামীর ভিজে চেহারা দেখে বলল, 'বৃষ্টি ধরলেই আসতে।'

'এ বৃষ্টি ধরবে না। রিকশা করে এসে বাড়ির সামনে নামলুম। তাতেই এই—।' বলে সুকুমার ঘর পর্যন্ত এগুলো না। গায়ের জামা গেঞ্জি খুলে ফেলল। 'আমি একেবারে স্নান সেরে নি। বাথরুমে কিছু দাও।'

নবনীতা ঘরে চলে গেল।

সুকুমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল। প্রবল বৃষ্টি। এ সহজে থামবে না। সারা দুপুর চলতে পারে। চলুক।

নবনীতা শুকনো তোয়ালে, পাজামা, গেঞ্জি নিয়ে গিয়ে বাথরুমে রেখে এলো।

সুকুমার আর দাঁড়াল না।

বাথরুম থেকে ফিরতে বিশেষ দেরী হলো না সুকুমারের। শোবার ঘরে ঢুকে বলল, আজ আর কারখানায় যাব না। যেতেও পারব না। তুমি স্নান করে নাও, খিদে পেয়েছে।

ঘড়িতে তেমন কিছু বেলা হয় নি। এগারোটা বাজে। সুকুমার সাধারণত এই সময় কারখানায় বেরোয়। সুকুমার চলে যাবার পর নবনীতা কিছু কাজকর্ম সারে হাতের। তারপর অলসভাবে বসে থাকে। স্নান সারতে বেলা করে। খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রাম নিতে বিছানায় আসে দুপুরে।

আজ অন্য রকম দেখাচ্ছিল। বেলা বোঝার উপায় নেই। চারপাশ

সাদা হয়ে আছে, মাঝে মাঝে মেঘের দল এসে কালো করে দিচ্ছে চতুর্দিক। সময় যেন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে আবহাওয়ার সঙ্গে।

নবনীতাও স্নান করতে চলে গেল। শরীরটা ভালো লাগছিল না, অবসাদ রয়েছে গা জুড়ে, চোখের তলায় টান লাগছিল। জিব বিস্বাদ। সামান্য জ্বর আসার মতন অনুভব করছিল নবনীতা।

সুকুমার ঘরের আলো জ্বেলে দাড়িটা কামিয়ে নিল। সারাদিন দাড়ি নিয়ে থাকতে তার ভালো লাগে না।

নবনীতা দেরী করেই ফিরল। বেশী জল ঘেঁটেছে। হাঁচছিল। জলে তার চোখমুখ সাদা, ঠাণ্ডা দেখাচ্ছিল।

বাইরে বসে আজ আর খাবার উপায় নেই। সমস্ত বারান্দা জল থই থই করছে।

বসার ঘরে আসন পেতেই খেতে বসতে হলো। এ-বাড়িতে আসন নেই, নবনীতা কোনো রকমে দু টুকরো ক্যাম্বিস জোগাড় করে পেতে নিয়েছিল।

খেতে খেতে সুকুমার বলল, 'বারান্দার দিকে কটা ক্যানভাস দিতে হবে।' নবনীতা কিছু বলল না। ক্যানভাস এবং চিক দুই-ই ছিল একসময়ে, রোদ বৃষ্টি সহ্য করতে করতে নষ্ট হয়ে গেছে। ছেঁড়া খোঁড়া জিনিসগুলো এতই খারাপ লাগছিল চোখে যে নবনীতা সবই উঠিয়ে নিয়ে ছাদে ফেলে এসেছে।

'এবার দেরীতে বৃষ্টি নেমেছে। ভোগাবে।' সুকুমার সহজ গলায় বলল।

নবনীতা কান দিল না কথায়। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'উকিলের বাড়িতে গিয়েছিলে হঠাৎ?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না সুকুমার। পরে বলল, ‘জরুরী কাজ ছিল।’

তাকাল নবনীতা। ‘কী কাজ?’

‘বলব। খাওয়া দাওয়া সেরে নাও। দু কথায় বোঝানো যাবে না।’

নবনীতা স্বামীর মুখ দেখল নজর করে। কিছুই অনুমান করতে পারল না।

বিছানায় বসল সুকুমার। খাটের মাথার দিকে বালিশ তুলে পিঠ হেলান দিয়ে বসে সিগারেট খাচ্ছিল।

নবনীতার কাজ সেরে আসতে দেরী হলো সামান্য।

ঘরের জানলা বন্ধ। অন্ধকার। বাতি জ্বালায় নি সুকুমার। বাইরে বৃষ্টির তোড় কমেছে, মেঘের ডাক কমে নি। আবার কখন বৃষ্টি নামবে কে জানে। এই মুহূর্তেও নামতে পারে। ভেজা কাক ডাকছিল মাঝে মাঝে। পাড়াটা এই বর্ষণে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

নবনীতা বাতি জ্বালল। মাথার চুল বড় বেশী ভেজা ভেজা লাগছে যেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের আগা মুছল আবার, গলার পাশটাশ শুকনো করল। তারপর বাতি নেবাবে না জ্বালিয়ে রাখবে বুঝতে না পেরে স্বামীর দিকে তাকাল।

সুকুমার নিবিয়ে দিতে বলল।

বাতি নিবিয়ে নবনীতা বিছানার কাছে এলো। বসল না। বলল, ‘কী বলবে বলছিলে?’

‘বলব। বসো।’

খাটের পায়ের দিকে বসল নবনীতা।

সামান্য চুপ করে থেকে সুকুমার বলল, 'কারখানাটা বেচে দিতে পারলে কেমন হয়?'

নবনীতা প্রথমটায় যেন বুঝতে পারে নি। পর মুহূর্তে বুঝতে পারল। স্বামীর দিকে তাকাল সরাসরি। অবাক চোখ। বিশ্বাস হচ্ছিল না। ঘরের মধ্যে ঘন ছায়ার মতন অন্ধকার, সুকুমারের চোখের দিকে তাকিয়ে নবনীতা কিছুই ধরতে পারছিল না।

'কারখানা বেচে দেবে মানে?' নবনীতা বলল।

'বেচে দেবার কথাই ভাবাছিলাম—' সুকুমার বলল, 'অনেক হয়েছে। আর নয়।'

নবনীতা বুঝতে পারল। সে অবোধ নয়। বলল, কারখানা বেচে দিয়ে, তারপর—?'

'পরের কথা পরে ভেবে দেখা যাবে। আপাতত যদি বেচে দিই—?'

'কে কিনবে?'

'কেনার লোক পাওয়া মুশকিল। ছোট কারখানা, দেনাপত্র রয়েছে, কেউ কিনতে চাইবে না সহজে', বলে একটু থামল সুকুমার। পরে বলল, 'এক সাধন কিনতে পারে।'

স্বামীর চোখে চোখে তাকাল নবনীতা, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো।

সুকুমার বলল, ' সাধনের অনেক রকম ব্যবসাপত্র। টাকা আছে। আমাকেও তো দিয়েছে কিছু, ওরই জন্যে ব্লিচিংটা তৈরি করেছিলাম। ও যদি নিয়ে নেয়···, অন্য কাউকে বসিয়ে দিতে পারে দেখাশোনা করার জন্যে···'

বাধা দিল নবনীতা। বলল,'তুমি আমায় জব্দ করার চেষ্টা করছ?'

'জব্দ! তোমায়?'

'হ্যাঁ, আর কাকেই বা করবে!'

'না, তোমায় জব্দ করার কথা আমি ভাবছি না,' সুকুমার বলল। 'কারখানাটা আমায় বরাবরই ভোগাচ্ছে। একবার করলুম, গণ্ডগোল হলো। আবার করলুম, করে হাঁড়ির হাল হলো। আমার কপালে ব্যবসা নেই। অন্যের সাহায্য টাকা পয়সা ছাড়া যদি চালাতে না পারি, কী দরকার আমার কারখানায়।'

নবনীতা চুপ করে শুনছিল, স্বামীকে নজর করছিল সতর্কভাবে। সুকুমার কিছুক্ষণ কথা বলল না। তারপর বালিশটা কাঁধের কাছ থেকে উঠিয়ে বিছানায় পেতে দিল, দিয়ে শুয়ে পড়ল। আক্ষেপের গলায় বলল, 'আমি বুঝে নিয়েছি আমার দ্বারা এ সব হবে না। মাঝখান থেকে দেনাপত্র, সংসারে অশান্তি···কী লাভ!'

নবনীতা কথা বলল না। আবার বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। পাতলা বৃষ্টি। শব্দ হচ্ছিল হালকা।

সামান্য পরে নবনীতা বলল, 'আমার জন্যে তোমার কারখানা বিক্রী করতে হবে না। আমি যা করার করব।'

স্ত্রীর গলা গম্ভীর শোনাল। বরাবর যেমন শোনায়। সকাল থেকে নবনীতার এই স্বাভাবিক আচরণ যেন আশ্চর্যভাবে লুকোনো ছিল। সুকুমার সতর্ক হলো।

'তোমায় কিছু করতে হবে না,' সুকুমার বলল, 'তোমার যে-জন্যে এত রাগারাগি, সন্দেহ সেটা থাকছে না। কারখানা বিক্রী হয়ে গেলে সাধনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকছে না।'

'থাকতেও পারে।'

'না।'

'তুমি যদি রাখো, আমি আর কিছু বলব না,' নবনীতা বলল।

বলে উঠে পড়ে দরজার কাছে গেল। বাইরে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল, পুরোপুরি নয়। সামান্য ফাঁক থাকল।

ঘর আরও অন্ধকার দেখাচ্ছিল।

বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল নবনীতা। কিছুক্ষণ নিঃসাড় শুয়ে থাকার পর বলল, 'কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমি একটা কথা ভেবেছি। বুঝতেও পেরেছি একটা কথা।'

অপেক্ষা করে সুকুমার বলল, 'আমিও ভেবেছি।'

'তুমি কী ভেবেছ আমি জানি না। আমি ভেবে দেখেছি, তোমার সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই। আমি এক রকম বুঝি, তুমি অন্য রকম বোঝ। কাল আমার মাথায় কী হয়েছিল জানি না। এ রকম কখনো হয় নি। আমি বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার কাছে মাফ চাইছি।'

সুকুমার স্ত্রীর গলার স্বরে কোনো কৃত্রিমতা পেল না। নবনীতা অনুতপ্ত, দুঃখিত। কিন্তু সেটা তার স্বামীর প্রতি হিংস্র আচরণের জন্যে। অন্য কোনো কারণে নয়। সুকুমার বলল, 'কালকের ব্যাপার না হয় বাদ দিলাম। এ ছাড়াও…'

'এ ছাড়াও তোমার অনেক কিছু বলার থাকতে পারে—আছে, আমি জানি,' নবনীতা বলল ছাদের দিকে তাকিয়ে। অন্ধকারে পাখাটা দেখা যাচ্ছিল। চালানো হয় নি, এই বাদলায় পাখার দরকার বোধ করে নি কেউ। কয়েক মুহূর্ত মাথার ওপর ঝোলানো পাখাটা দেখতে দেখতে নবনীতা কিছু ভাবল; তারপর বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার ঘর করা মুশকিল। আমি বলি কি, আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো।'

সুকুমার যেন বুকের কোথাও একটা ঘা পেল। মাথা ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করল স্ত্রীকে। হৃদ্‌স্পন্দন একটু দ্রুত হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। সুকুমার বলল, 'আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো?'

'হ্যাঁ।'

'ডিভোর্স?'

'তাই।'

'কিন্তু—' সুকুমার বলল, 'এ ভাবে তো ডিভোর্স হয় না। তার কতকগুলো আইন-কানুন রয়েছে।'

'শুনি সেই রকম। তার জন্যে ভাবনা কি?'

'কেন?'

'উকিলকে ধরলে সবই হয়। তারা ব্যবস্থা করে দিতে পারে।··· তা ছাড়া আমি তো ঠিক করেছি, এই বাড়ি ছেড়ে দু চার দিনের মধ্যে আমি চলে যাব। আর ফিরব না।'

সুকুমার অল্প চুপ করে থেকে বলল, 'শুনেছি—ডিভোর্সের আগে সেপারেশানের একটা ব্যাপার আছে। তুমি কি সেপারেশানের কথা বলছ?'

'যদি তেমন হয়, তবে তাই।'

সুকুমার উত্তেজনা, আনন্দ, হতাশা কিছুই বোধ করল না। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না, নবনীতা এতো সহজে চলে যাবে। আবার এটাও মনে হচ্ছিল, যাকে অভিমান বলে তেমন অভিমান দেখাচ্ছে না নবনীতা সে-রকম ধাত তার নেই। অনুরাগ আর অভিমান কোনো দিনই সে দেখায় নি।

সুকুমার নিশ্বাস ফেলল। বলল, 'তোমার যদি আলাদা হয়ে যাবার

ইচ্ছে হয়ে থাকে হয়ে যেতে পার। আমি নিজের থেকে কিন্তু ও-কথা বলি নি। পরে আমায় বলতে পারবে না…'

বাধা দিয়ে নবনীতা বলল, 'তোমায় কিছু বলব না। সব দোষই আমার। আমি যে কেন তোমায় বিয়ে করেছিলাম কে জানে!'

সুকুমার কথার জবাব দিল না। বাইরে শব্দ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

ঘুম ভেঙে গিয়েও ভাঙছিল না সুকুমারের। চোখের পাতা দুএকবার অল্প করে খুলল, খুলে আবার বুজে ফেলল। আঠার মতন জড়ানো ঘুম পাতায় মাখানো, ভারী লাগছিল। মণির তলায় ভাঙা ভাঙা স্বপ্ন। অথচ কানে বৃষ্টির তুমুল শব্দ আসছিল। স্বপ্ন না স্বপ্ন নয়, এখন মাঝরাত না শেষ রাত কোনো কিছু ঠাওর করতে না পেরে সুকুমার আবার যখন ঘুমিয়ে পড়তে যাচ্ছে, আচমকা অনুভব করল তার পায়ের ওপর কিসের ভার পড়ে রয়েছে, একটা হাত গলার কাছে কিছু যেন মুঠো করে আছে।

ঘুম ভেঙে গেল সুকুমারের। ঘর অন্ধকার। দিন না রাত বোঝা যায় না। ঘরের দরজা ঝড়ে জলে ঝাপটায় অনেকটা খুলে গেছে। অবিরাম বৃষ্টি। বৃষ্টি ছাড়া কোনো শব্দ নেই কোথাও। সুকুমারের হুঁশ হলো এতক্ষণে। দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন সন্ধ্যে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। পাশে তাকাল। নবনীতা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নবনীতার পা সুকুমারের পায়ের ওপর, তার হাত সুকুমারের বুকের কাছে, মুঠো করে ধরে আছে গেঞ্জির খানিকটা।

সুকুমার নবনীতার পা সরিয়ে হাতের মুঠো ছাড়িয়ে উঠে পড়ল।

সবই অন্ধকার। এই তুমুল বৃষ্টির মধ্যে কতটা বেলা কেটে গেছে বোঝা মুশকিল। বিকেল শেষ ; হয়তো বা সন্ধ্যা নামল। বোধহয় ঝি আসে নি। কিংবা এলেও কড়া নেড়ে ফিরে গেছে, কোনো শব্দ এই ঘরের দুটি ক্লান্ত, ঘুমন্ত মানুষের কানে পৌঁছয় নি।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সুকুমার। বাইরে তাকাল। মনে হলো, সন্ধ্যে।

কি যেন মনে করে, হয়ত ঘড়ি দেখার জন্যে বাতিটা জ্বালল সুকুমার। বিছনাতেই চোখ পড়ল। নবনীতা যেন কেমন দলিত চেহারা নিয়ে শুয়ে আছে। তার গায়ের শাড়ি এলোমেলো, পায়ের ওপর পর্যন্ত কাপড় নেই, জামা বিছানার পায়ের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, নিচের জামা মাটিতে। মাথার চুল বালিশ বিছানায় ছড়ানো।

নিজের স্ত্রীকে কোনোদিন এমন ভাবে দেখে নি সুকুমার। নবনীতা যে পরিতৃপ্ত, শান্ত, সুখী হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে অনুমান করা যায়।

সুকুমার ঘড়ি দেখল। ছটা বাজে।

বাতিটা জ্বালাই থাকল। বিছানায় এসে বসল সুকুমার। নবনীতাকে সামান্য নাড়া দিল।

ঘুম ভাঙছিল না নবনীতার।

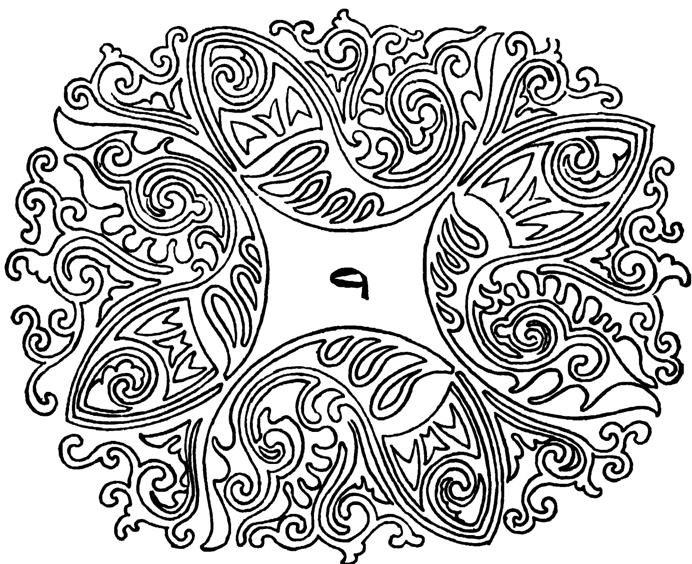
‘এই, ওঠো…।’

‘উঁ!’

‘সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ওঠো। ভীষণ বৃষ্টি পড়ছে।’

নবনীতা পাশ ফিরল। সোজা হলো। তাকাল। তারপর কি যেন খেয়াল হওয়ায় ধড়মড় করে উঠে বসল। কাপড় চোপড় গোছাতে গোছাতে বলল, ‘তুমি বাইরে যাও।’

সুকুমার হেসে ফেলল। ‘যাচ্ছি।’



কয়েকটা দিন বৃষ্টি বাদলায় কাটল। তারপর ভিজে স্যাঁতসেঁতে কলকাতা আবার রোদে বাতাসে খটখটে হয়ে উঠল। যেমন কে তেমন রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি। সুকুমারের পক্ষে ঘরে বসে থাকা সম্ভব ছিল না, কারখানায় ছুটতে হতো। নবনীতা স্বামীর মধ্যে কিছু খুঁজে বার করার চেষ্টা করত, লক্ষ্য করত—সুকুমার কারখানা বেচে দেবার জন্যে কতটা ব্যস্ত অথবা চিন্তিত ঠিক বুঝতে পারত না। মনে হতো, সুকুমার যদি কিছু ব্যবস্থা করেও থাকে এখনও তা বেশীদূর এগোয় নি। স্বামীকে কারখানার কথা নবনীতা কিছু জিজ্ঞেসও করত না কিন্তু তার চোখে পড়ছিল, সুকুমার যেন অন্য রকম হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। যে-লোক আগে বাড়িতে থাকার

সময় প্রায় চুপচাপ থাকত, সকালে কাগজের পাতা উলটে, সন্ধ্যে বেলায় বাড়ি ফিরে এসে এক আধটা ডিটেকটিভ বই মুখে করে দিন কাটাত, বা কখনও কখনও অফিসের কাগজপত্র হিসেব নিয়ে ব্যস্ত থাকত—এখন সে অতটা চুপচাপ, আলগা হয়ে থাকে না। নবনীতাকে যেন জড়িয়ে রাখার চেষ্টা করছে, অর্থাৎ যতক্ষণ বাড়িতে রয়েছে সুকুমার ততক্ষণ স্ত্রীকে কাজে কর্মে ডাকাডাকি করে, কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করছে।

নবনীতা ঠিক বুঝতে পারছিল না, কিন্তু অনুভব করছিল—সুকুমার কিছু যেন চাপানোর চেষ্টা করছে স্ত্রীর ওপর, সংসারের ওপর। আজকাল তার গলার স্বরে, কাজেকর্মে, কথায় সেটা ফুটে উঠছিল। আগে কারখানা যাবার সময় নবনীতাকে আলমারি খুলে টাকা পয়সা বার করে দিতে বলত, এখন নিজেই টাকা পয়সা নিয়ে নেয়; আগে কারখানা থেকে ফিরে এসে নবনীতার হাতেই যা তুলে দেবার দিত, এখন নিজেই টাকা পয়সা রাখে। সুকুমার নিজের রুচি বা পছন্দর কথা আগে বলত না। এখন বলতে শুরু করেছে। ঘরদোর সংসারের খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপারেই তার ছোটখাটো মন্তব্য শোনা যায়। নবনীতা শোনে। কথা কাটা-কাটিতে আর তার ইচ্ছে হয় না। কী দরকার! সে তো এ বাড়ি ছেড়েই যাবে, অনর্থক ঝগড়াঝাটি করে কী লাভ!

বৃষ্টি বাদলার একঘেয়েমি কেটে যাবার পর একদিন দুপুরের দিকে নবনীতা তার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে হাজির। শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। তবু বাস ট্রাম করে এসেছে অনেকটা পথ।

দরজা খুলে নবনীতাকে দেখে বীথি অবাক। বিশ্বাস করতে পারছিল না। বলল, 'এ কিরে? তুই?'

নবনীতা হেসে বলল, 'তোকে দেখতে এলাম।'

বীথি হাসল। 'আমার জন্ম সার্থক হলো। আয়।'

শোবার ঘরে এনে বসাল বন্ধুকে। বলল, 'আমি স্বপ্ন দেখছি না তো রে ?'

'কি জানি ! দেখছিস তুই, আমি কেমন করে বলব !' নবনীতা হেসে জবাব দিল। 'জল খাওয়া। তোর এই বাড়ি আসতে আমার পুরো এক ঘণ্টা গেল।'

ঘরের পাখা বাড়িয়ে বীথি গেল জল আনতে।

জল খেয়ে স্বস্তির হাঁফ ছাড়ল নবনীতা। 'বলল, তোকে বাড়িতে পাব কি পাব না—আমার ভয় ছিল।'

বীথি বলল, 'কিন্তু এসে যদি দেখতিস আমি বাড়ি পালটেছি ?'

'না সেটা আমি জানতাম।'

'কেমন করে ?'

'চারুদি বলেছিল।'

'চারুদির সঙ্গে তোর কবে দেখা হলো ?'

'হয়েছে। আমি এক আধ দিন যাই।'

'ও।···কাছাকাছি থাকে তোর।'

'কাছাকাছি নয়, তবে তোর মতন এতোটা দূরেও নয়।'

বীথি সামান্য চুপ করে থাকল। নবনীতাকে দেখছিল। হাসছিল। তারপর বন্ধুর হাত টেনে নিয়ে যেন আদর করতে করতে বলল, 'তোকে দেখে কী ভালো লাগছে রে নীতা, ইস্—কতোদিন পরে দেখলাম। বেশ বদলে গিয়েছিস ! ভারী হয়েছিস ! মুখটুখ এতো শুকনো কেন রে ?'

'রোদে এলাম কতোটা।'

'তা ঠিক। তোর বর কেমন আছে রে?'

নবনীতার হাসি মুখ মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হলো। বলল, 'ভালো।'

খেলার ছলে নবনীতার হাতের বালা ঘোরাতে ঘোরাতে বীথি বলল, 'তোর বাচ্চা কাচ্চা হলো?'

মুখটা কেমন হয়ে গেল নবনীতার। অপ্রস্তুত, না আহত হলো বোঝা গেল না। মাথা নাড়ল। 'না।'

'না কেন রে?'

'হয় নি,' নবনীতা শুকনো গলায় বলল। তারপর ঘরের চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। 'তোর কটা ঘর?'

'এই একটা। পাশে এক চিলতে জায়গা আছে। ঘর বলতে পারিস নাও পারিস।'

'রান্নার জায়গা? বাথরুম?'

'আছে।'

'তোর কাজের লোক নেই?'

'না থাকলে চলে—! সেই তো সব।'

নবনীতা শাড়ির আঁচল আলগা করল। বিছানার ওপর হাত ছড়িয়ে বসল। বলল, 'তোর কাছে একটা দরকারে এসেছি।'

বীথি বন্ধুর মুখ দেখছিল।

'কলকাতায় আমার জ্যাঠতুতো, মাসতুতো ভাই বোনরা আছে তুই জানিস', নবনীতা বলল, 'কোথাও আমি যাই না, কারুর সঙ্গে সম্পর্কও রাখি নি। তোর কাছেই এসেছি।'

বীথি বেশ অবাক হয়ে তাকালো। কোনো কিছুই ধরতে পারছিল না।

'আমার কাছে তোর…' বীথি কি বলবে বুঝতে পারল না।

নবনীতা বলল, 'তোর কাছে আমায় থাকতে দিবি ?'

বীথি যেন আকাশ থেকে পড়ল। এতটা সে প্রত্যাশা করে নি। বিস্ময় সইয়ে নিয়ে বলল, 'আমার কাছে তুই থাকবি ? কেন ?'

'সে অনেক ব্যাপার আছে। পরে তোকে বলব।'

'তুই কি ঝগড়াঝাটি করেছিস ?'

'করেছি। তুইও করেছিলি।'

বীথি যেন ঘা খেল। একটু চুপ কবে থেকে বলল, 'আমার কথা বাদ দে। আমি তোর মতন ভালবেসে বিয়ে করি নি। আমার ও সব চুকেবুকে গেছে। বিয়ের কোনো গিঁট কোথাও বাঁধা নেই।'

'শুনেছি। চাকদি বলেছে।'

'কিন্তু তোর কী হলো ? তুই কেন ঘর ছেড়ে আসবি ?'

'ভালো লাগছে না। ইচ্ছে করছে না। ও-রকম একটা মানুষের সঙ্গে থাকা যায় না।'

'বাঃ, ওই মানুষকেই তো ভালোবেসে বিয়ে করেছিলি।'

'ভুল করেছিলাম।...আমার নিজের আর ভালো লাগছে না। ওই লোকটারও নয়। মুখ ফুটে বলতে পারে না। আমি বুঝি। অনেক অশান্তি চলছিল। মুখ বুজে থাকতাম। শেষে দেখলাম, দু-জনের মধ্যে কোথাও কোনো মিল নেই। আর আমার পোষাচ্ছে না। আমি ইতরোমি করব না। বলেই দিয়েছি, আমি বরাবরের মতন ও বাড়ি ছেড়ে চলে আসব।'

বীথি কি যেন ভাবছিল। বলল, 'তুই কি ডিভোর্স নিবি ?'

'না নিয়ে উপায় কি !'

বীথি যেন নবনীতাব কোনো তল পাচ্ছিল না। অনেক কালেব বন্ধ নবনীতা তার। এক সময় একই পাড়ায় থাকত। কাছাকাছি

বাড়ি। পরে বীথিরা অন্য পাড়ায় চলে গিয়েছিল। তাহলেও বন্ধুত্ব যায় নি। কলেজে একই সঙ্গে বছর কয় পড়েছে। বীথি বি.এ. পাস করে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল। তার বাবা নেই, মা ছিল। মা কেমন এক দূর সম্পর্কের ভাইয়ের কথায় জপে গিয়ে বিয়ে দিয়েছিল মেয়ের। পাজী নচ্ছার ধরনের লোক। স্বামীর সঙ্গে মাস ছয়েকও ঘর করতে পারে নি বীথি। ঝগড়াঝাটি করে চলে এসেছিল। মা তখন সেই মামার সঙ্গে শিলিগুড়ির দিকে চলে গেছে। বীথিকে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে হয়েছিল। সে সব পুরোনো কথা। এখন বীথি মার খবরও রাখে না। রাখার রুচিও হয় না।

বীথির জীবনটা যেভাবে কেটেছে নবনীতার তো তা নয়। তবু নবনীতা কেন এমন করছে তার মাথায় ঢুকছিল না। বীথি বরাবরই দেখেছে, নবনীতা কেমন অন্য ধরনের, সোজা জিনিসটা বেঁকা করে ধরে, সকলের কাছে যা ভালো ওর কাছে তা মন্দ, অন্যে যা পেতে চায়, নবনীতা তা উপেক্ষা করতে পারলে খুশী হয়। ওর মনটাই আলাদা। কেমন যে তা বীথি বলতে পারবে না।

বীথি কৌতূহল বোধ করছিল। বলল, 'তুই বিছানায় শুয়ে পড় না। জিরিয়ে নে। চা খাবি?'

'এখন?'

'তাহলে একটু পরে খাস। নে, শো। শুয়ে শুয়ে বল—তোর হঠাৎ এই দুর্মতি হলো কেন?'

নবনীতা বিছানায় পা তুলে শুয়ে পড়ল। সামান্য বাঁকা হয়ে। বীথিও পাশে শুলো।

নবনীতা বলল, 'তোর নাকি সকালে চাকরি?'

'এখন সকালে। আগে দুপুরেও করতাম। নতুন ব্রাঞ্চ খুলল ব্যাঙ্কের। পাঠিয়ে দিল। সকালে ব্যাঙ্ক। ভালোই লাগে। তবে আবার বিকেলে যেতে হয়—ঘণ্টা দুই।'

'কখন যাস?'

'চার সাড়ে চার।'

'তুই বেশ আছিস।'

'মন্দ কি!' বলে বীথি একটু চুপ করে কিছু ভাবল। বলল, 'তোর কথা শুনি। কী হলো তোর সংসারে?'

নবনীতা বলল, 'আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। শুনবি। আগে বল, তোর এখানে থাকতে দিবি আমায়?'

'তুই পারবি?'

'পারব।'

'আমার তো এই একটা ঘর। পাশে যে চিলতে মতন আছে তাতে তোর চলবে কেন?'

'চালিয়ে নেব। তোর এই ঘরে আমায় শুতে দিবি না?'

বীথি হেসে ফেলল। নবনীতার মাথার চুলে টান মেরে বলল, 'দেব না কেন! কিন্তু তুই জোড় বেঁধে শুয়ে এসেছিস এতোকাল, বিজোড় শুতে পারবি?'

'তোর সঙ্গে জোড় বেঁধে থাকব', নবনীতা হেসে বলল।

বীথি গলায় অন্য রকম শব্দ করল, মজার,' বলল, 'তোর অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। আমার ঘুম হবে না ভাই।'

হাসাহাসি শেষ হলো। বিকেল হয়ে আসার মতন আলো আসছিল ঘরে।

নবনীতা বলল, 'তা হলে ওই কথা রইল।'

'রইল।। কিন্তু তোর বর যদি খুঁজে খুঁজে এসে এখানে হাজির হয়।'

'জানতে পারবে না। আমি বলে দিয়েছি—আমি যেখানেই যাই ওকে বলব না।'

'তবু—'

'তবুটবু নয়। ও জানবে না। জানতে পারবে না।'

বীথি চুপ করে থাকল।

নবনীতাও সামান্য নীরব থেকে বলল, 'আমায় একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে। কাকে ধরি বল তো!'

'মিহিরকে ধর।'

'কে মিহির?'

'তোর সেই পুরোনো প্রেমিক। মস্ত চাকরি করে।'

'কোথায়?'

'আমাদের ব্যাঙ্কের হেড্ অফিসে।'

মাথা নাড়ল নবনীতা। বলল, 'যখন ধরতে পারতাম তখনই ধরলাম না—এখন ধরে কি হবে!'

বীথি উঠল। চা করবে। বিকেলে আবার তার ব্যাঙ্ক।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে বীথি বলল, 'তোকে আগে ভাগেই একটা কথা বলে রাখি। আমার বাড়িতে একা থাকি আমি। কিন্তু আমার একজন বন্ধু গোছের আছে। সে কিন্তু মাঝে মাঝে সন্ধ্যে বেলায় আসে। তুই আবার···'

নবনীতা উঁচু হয়ে বসল। বলল, 'বন্ধু গোছের! মানে?'

'মানে কিছু নয়। পুরুষ বন্ধু। খানিকটা সঙ্গী, খানিকটা প্রেমিক।' বলে বীথি হেসে উঠল।

চা খেয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এলো বীথি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক করে নিল, মুখ মুছল।

শাড়ি জামা পালটে নিচ্ছিল বীথি।

নবনীতা বলল, 'তোর যে বন্ধু তাকে তুই বিয়ে করবি নাকি?'

ঘাড় ঘোরাল নবনীতা। 'কেন?'

'বিয়ে করবি না, অথচ সে তোর বাড়িতে আসবে মাঝে মাঝে, তোর সঙ্গী হবে, প্রেমিক হবে—?'

শাড়ির আঁচল বুকের ওপর দিয়ে টেনে নিল বীথি। ঘুরে দাঁড়াল। হেঁট মুখে শাড়ির কোঁচ গুছোতে লাগল। 'বিয়ের কথা উঠছে কিসে রে! পুরুষ বন্ধু থাকতে পারে না আমার!'

নবনীতা ইতস্তত করছিল। 'তুই বলছিস প্রেমিক!'

বীথি মুখ তুলে তাকাল। হাসল। 'পুরোপুরি নয়। খানিকটা।'

'কি বলছিস ঠিক করে বল।'

'বলব। নে ওঠ। আর দেরী করা যাবে না।'

নবনীতা উঠল।

ঘরের চাবি পাশের ফ্ল্যাটে রেখে বীথি রাস্তায় নামল।

বাস স্টপের দিকে এগুতে এগুতে বীথি বলল, 'তোকে সত্যি করে একটা কথা বলি। আমার এখানে তুই থাকতে পারবি না। আমি ঘর সংসারের মেয়ে নয়। আমার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। এই যে অফিসে যাচ্ছি, অফিস শেষ করে কার পাল্লায় পড়ে কোথায় চলে যাব জানি না। ফিরতে রাতও হতে পারে। আমার কিছু ঠিক নেই।'

'তুই কী—?' নবনীতা সন্দেহের চোখে তাকাল বন্ধুর দিকে।

বীথি মাথা নাড়ল। 'না, যা ভাবছিস অতটা নয়। কিন্তু একা

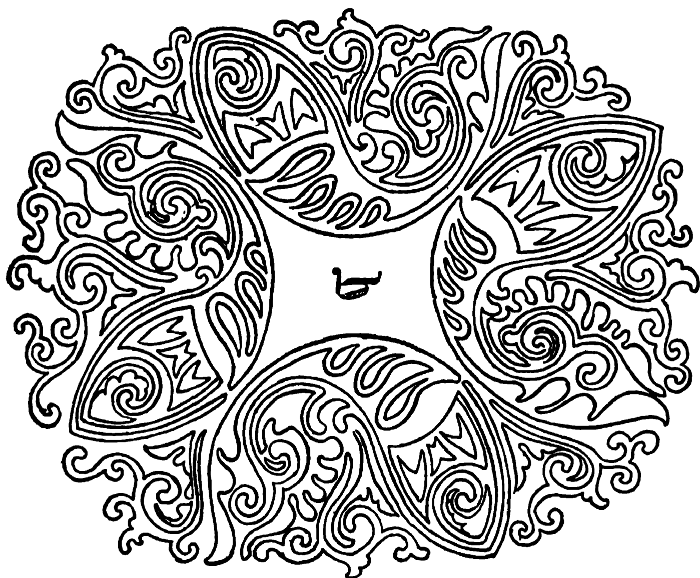
একা বেঁচে থাকা যায় না। আমার কিছু তো চাই। অন্তত সময় কাটানো চাই যে। ওই বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ঘুরি, বেড়াই, সিনেমায় যাই, নাটক দেখি। আর কখনো কখনো কেমন যেন হয়ে যায় ভেতরটা তখন ভালোমন্দ কিছুই ভাবি না।'

রাস্তার মাঝখানে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল নবনীতা। 'তোর প্রেমিক?'

'সে আমার চেয়ে বয়সে ছোট। তার অন্য ধাত। পুলিশে তার নাম আছে। লুকিয়ে-চুরিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যখন আর কোথাও লুকোতে পারে না, পালিয়ে আমার কাছে চলে আসে। লোকে জানে আমার দূর সম্পর্কের ভাই। তার জন্যে আমি ভয়ে ভয়ে থাকি। সাবধানে থাকি। তোকে ভাই আমি কেমন করে রাখব।'

নবনীতা বন্ধুর মুখ দেখল, যেন সমস্ত মুখ জুড়ে হতাশা, ভয়, মমতা, অনুরোধ—কত কি মেশানো। নিশ্বাস ফেলল নবনীতা বড় করে। কিছু বলল না।





সুকুমার পা খোঁড়া করে বাড়ি ফিরল আর এক বর্ষার দিনে। গলির মুখ আজ কতোদিন হলো খানা-খন্দে ভর্তি ; পাশে কয়েকটা বড় বড় পাইপ পড়ে আছে। রাস্তা খুঁড়ে পাইপ বসানো হচ্ছিল মাস কয়েক ধরে। কাজ পুরোপুরি শেষ হয় নি। গর্তটর্ত কোনো রকমে বোজানো ছিল। সাবধানে আসা যাওয়া করতে হয়। রিকশাঅলা সন্ধ্যের দিকে ঝাপসা অন্ধকারে ঠাওর করতে পারে নি গর্তটা, জল ছিল হাঁটু পর্যন্ত, রিকশা উলটে দিয়েছে, কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল সুকুমার।

নবনীতা স্বামীর কাণ্ড দেখে অবাক। 'অদ্ভুত মানুষ তুমি! রিকশা চড়ার দরকার কি ছিল ?'

সুকুমার যন্ত্রণায় চোখ মুখ কুঁচকে ফেলেছে। বলল, 'গলিতে জল দাঁড়িয়ে আছে, আসব কি করে।'

রাত্রে আর কিছু করার ছিল না। চুন, হলুদ, স্যারিডন্, গরম জলের সেঁক দিয়ে কাটল। জ্বর এসে গেল সুকুমারের। পরের দিন ডাক্তার-খানা। পা ফুলে গেছে বাঁ দিকের, পায়ের গোড়ালি। কোমরে অসহ্য যন্ত্রণা। হাতেও চোট লেগেছে।

ওষুধ ইনজেকশন চলল। পায়ের গোড়ালির এক্স-রে। না হাড়-গোড় ভাঙে নি। স্প্রেইন। দিন কতক এখন বাড়িতে বসে থাকতে হবে। হাঁটাচলা বারণ।

কারখানা যাওয়া বন্ধ সুকুমারের ; কাজেই কারখানার লোকই বাড়িতে আসে। কথাবার্তা সেরে চলে যায়।

দিন আট দশ বাড়িতে বসে থাকতে থাকতে যেন পাগল হয়ে গেল সুকুমার। এ ভাবে আর বসে থাকা যায় না।

'কাল থেকে আমি কারখানায় যাব', সুকুমার বলল।

ঠিক রাত হয় নি, সন্ধ্যে উতরে গেছে। সুকুমাব বিছানায় শোও-য়ার ভঙ্গিতে বসে ছিল। পায়ের তলায় গরম জলের ব্যাগ।

নবনীতা বিছানার অন্য পাশে বসে। বলল, 'কেন, কাল কী ?'

'কাজকর্ম পড়ে আছে। নিজে না থাকলে হয় না।'

'খোঁড়া পায়ে যাবে ?'

'ট্যাক্সিফ্যাক্সি নিতে হবে।'

'দরকার কিসের !'

সুকুমার সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে সিগারেট ধরাল। বলল, 'সাধনের লোক এসেছিল কাল। ফিরে গেছে।'

তাকাল নবনীতা। স্বামীর চোখে চোখে চেয়ে থাকল। কপাল

কুঁচকে উঠল। বলল, 'সাধনের লোক এসেছিল কেন ?'
'কারখানা নিয়ে কথা বলতে।'
নবনীতা গম্ভীর হয়ে গেল। কথা বলল না প্রথমে। তারপর বলল, 'তুমি তো কিছু বলো নি।
'কেন, বলেছি—' সুকুমার পা নাড়াল। হাত বাড়িয়ে গরম জলের ব্যাগটা সরিয়ে রাখল। বেশী গরম লাগছে। 'তোমায় তো বলেছি কারখানা আমি আর রাখব না। অনেক হয়েছে। সাধনকে বলে-ছিলাম। সে নিজে কিনবে না। অন্য লোক দেখে দিচ্ছে। ব্যাঙ্কের আর সামান্য দেনা আছে। শোধ করে কারখানা বেচে দেব।'
স্বামীর কারখানা বেচার কথা নবনীতা শুনেছে। বলেছে সুকুমার। উকিল বাড়িতেও আসা যাওয়া করেছে। তবু নবনীতার বিশ্বাস হয় নি, সত্যি সত্যি সুকুমার কারখানা বেচতে পারে।
বিছানার দিকে চোখ রেখে বসে থাকল নবনীতা। তার রাগ হচ্ছিল। কেন কারখানা বেচে দেবে সুকুমার ! কম পরিশ্রম তো করে নি কারখানা নিয়ে। একবার গড়া জিনিস হাত ছাড়া হয়েছে। আবার করেছে। কষ্ট বলো, ঝঞ্ঝাট বলো—সবাই তো পোয়াতে হয়েছে তাকে। এখন কারখানা মোটামুটি ভালোই চলছে। চালু কারখানা কে বেচে দেয় ? কেনই বা দেবে ?
নবনীতা জানে, স্ত্রীর সঙ্গে রেষারেষি করেই যেন কারখানা বেচতে চেয়েছিল সুকুমার। কিন্তু নবনীতা তো বলে নি—তুমি কারখানা বেচে দাও !
'কারখানা বেচে তারপর ?' নবনীতা বলল গম্ভীর গলায়।
'দেনাপত্র শোধ করে দেব।'
'হলো ; দেনা শোধ হলো ! তারপর ?'

'তারপর আবার কী ?'

'বোকার মতন কথা বলো না—' নবনীতা বিরক্ত হয়ে বলল, 'কারখানা বেচে দিয়ে করবে কি ! গাছ পুঁতেছ টাকার ?'

সুকুমার পা নাড়াল। পায়ের আঙুল নাড়াচ্ছিল। পায়ের দিকে চোখ রেখেই বলল, 'একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নেব।'

মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল নবনীতার। কপাল জ্বালা করছিল। বলল, 'তুমি তো সবই জুটিয়ে নেবে ? জোটাবার এতো ক্ষমতা যখন তখন আগে কেন জুটিয়ে নাও নি ? কেন চাকরি যাবার পর যা হাতে ছিল সব ওই কারখানায় ঢালতে গিয়েছিলে ? ঢেলেও যখন শিক্ষা পেলে তখন থামো নি কেন ? কেন আবার জেদ করে কারখানা খুলতে গেলে—?'

সুকুমার স্ত্রীর দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'তখন এত বুঝি নি। বুঝতে পারি নি শেষ পর্যন্ত এত রকম ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে হবে। আমার ভুল হয়েছিল।

নবনীতা জানে, সুকুমার ঠিক কি বলতে চাইছে। কথাটা তো এই যে, নবনীতার জন্যেই সুকুমার তার এত কষ্টের গড়ে তোলা কারখানা বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছে ! অর্থাৎ যা ঘটতে যাচ্ছে এর জন্যে নবনীতা দায়ী।

রাগে চোখ-মুখ কান জ্বালা করছিল নবনীতার ; বলল, 'তোমায় কারখানা বেচতে হবে না। তুমি বেচবে না।'

'কেন ?'

'আমি বলছি।'

'তুমি এখন এ রকম বললে তো মুশকিলে পড়ব। তোমার নামে কারখানা, ট্রেড লাইসেন্স...'

'আমার নামের নিকুচি করেছে।...আমি তোমায় বলছি, ওই কারখানা তুমি বেচবে না। আমার জন্যে তোমার কারখানা বেচার দরকার নেই। আমি এখানে থাকছি না।'

সুকুমার স্ত্রীর চোখ নজর করে বলল, 'থাকছ না মানে?'

'সে তো তোমায় আগেই বলেছি।'

'আগেই বলেছ!...ও!'

অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল নবনীতা। 'তুমি তোমার কারখানা বাড়ি, তোমার বন্ধু সাধন, তার বউ প্রতিমা—এসব নিয়ে থাক। আমি চলে যাব।'

সুকুমার পা দিয়ে গরম জলের ব্যাগটা কাছে টানল। আরও একটু সোজা হয়ে বসল। চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না, তোমার যাবার কী হলো! বরং আমি তো দেখছি, কারখানা বেচে দিলে তোমারই ভালো। সাধন আমার কাছে কিছু টাকা পায়। তাকে টাকাটা ফেরত দিয়ে দেব। টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলে ওদের সঙ্গে সম্পর্কও কাটিয়ে ফেলা যায়।'

নবনীতা কিছু না ভেবেই বলল, 'শুধু কি টাকার জন্যেই সম্পর্ক?

'কি বলছ বুঝতে পারছি না।'

'বোঝ।'

সুকুমার সবই বুঝল। রাগ হচ্ছিল তার। নবনীতা কি কোনো কিছুই বুঝবে না। সোজা জিনিসটা বরাবর বাঁকা করে দেখবে! সুকুমার বলল, 'আমি তোমায় আগেও বলেছি, তুমি যা ভাবছ তা নয়। এর পরও তুমি যদি মনে করো, এ-বাড়িতে থাকতে তোমার মান-সম্মানে লাগছে, কিংবা তোমার পক্ষে থাকা অসম্ভব —তুমি নিজের মরজিতে তোমার খুশিমতন জায়গায় চলে যেতে

পার।' বলে সুকুমার একটু থামল, বীতশ্রদ্ধ ভাব চোখমুখের, অন্য দিকে মুখ ফেরাল। 'যাবার আগে অবশ্য দয়া করে কতকগুলো কাজ সেরে দিয়ে যেও। তোমার নামে কারখানা, ট্রেড লাইসেন্স···, উকিলকে জিজ্ঞেস করব, সেগুলো কী ভাবে ট্রান্সফার করা যায়। কারণ কারখানা আমি বেচে দেব। তখন কোথায় পাব তোমাকে!

নবনীতা রুক্ষ, বাঁকা চোখে স্বামীর দিকে তাকাল। 'আমি চলে গেলে তোমার কারখানা রাখতে আপত্তি কিসের?'

'সেটা আমার ভাববার কথা, তোমার নয়।'

নবনীতা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তুমি আমায় জব্দ করতে চাইছ। পারবে না। আমার নামে কারখানা। আমি বেচব না।'

ঘর ছেড়ে চলে গেল নবনীতা। সুকুমার দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল।

পরের দিন সুকুমার আর বাড়িতে শুয়ে বসে থাকল না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কারখানা চলে গেল। ফিরল বিকেল করে।

নবনীতা কেন যেন কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়েছিল সারা দুপুর। সুকুমার ফেরার পর স্বস্তি বোধ করল।

সন্ধ্যেবেলায় কথাটা নিজেই তুলল নবনীতা। 'তোমার সাধনের লোক এসেছিল?'

'না।'

'বোধহয় খবর পায় নি।'

'পেয়ে যাবে। কিন্তু পেয়েই বা কি লাভ! তুমি তো আমায় ডুবিয়ে

ছাড়লে !'

'আমি ?'

'তুমি। কারখানা তুমি বেচবে না।···সাধনের কাছে আমার ইজ্জত গেল। ওকে ধরে করে একটা ব্যবস্থা করব ভেবেছিলাম তুমি সব ভেস্তে দিলে।'

নবনীতা কোনো জবাব দিল না, কাজ ছিল হাতে, বাইরে চলে গেল।

আরও খানিকটা পরে গরম জলের ব্যাগ আর মালিশের টিউব হাতে বিছানায় এসে বসল নবনীতা। বলল, 'উকিলকে দিয়ে তুমি আমার নামটাম পালটে নাও। তোমার কারখানা তোমার ! আমার নয়। আমার নামে কিছু থাকবে না।'

'কেন ?'

'কেন থাকবে—!' স্বামীর পা টেনে নিল নবনীতা আস্তে করে। ফোলাটা দেখল। মালিশ লাগাল। 'জিনিস তোমার, আমার নয়। আমার নামে কেন রাখবে !'

'ও-সব তুমি বুঝবে না। ব্যবসাপত্র লোকে মা বউয়ের নামে অনেক কিছু রাখে !'

'লোকে রাখে।' নবনীতা মালিশ লাগাতে লাগাতে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। 'লোকের সঙ্গে তোমার তুলনা করছ কেন ? লোকের বউ আর তোমার বউ একরকম নয়।'

সুকুমার কি যেন মনে করে হেসে ফেলল। নিজের পায়ের দিকে তাকাল। 'আমার তো মনে হয়, লোকের বউটউ তাদের স্বামীর পা ভাঙলে এই ভাবেই মালিশ লাগায়।'

নবনীতার হাত থেমে গেল। তাকাল স্বামীর দিকে। বলল, 'তোমার

বউ কিন্তু ভালবেসে তোমার পায়ে মালিশ লাগাচ্ছে না।

সুকুমার যেন থতমত খেয়ে গেল। 'কথাটা বুঝলুম না।'

'কথাটা সোজা, নবনীতা বলল, তুমি ভেবো না, আমি তোমার পা বুকে নিয়ে মালিশ মাখিয়ে ভাবছি তোমার খুব পুণ্য হচ্ছে। তোমায় ভক্তি করেও কিছু করছি না, ভালবেসেও নয়। যা করছি কর্তব্য হিসেবে। উপায় নেই বলে।'

সুকুমারের চোখমুখ গম্ভীর হয়ে গেল। যেন সে আহত, অপমানিত হয়েছে। পা টেনে নিয়ে বলল, 'তোমায় কর্তব্য করতে হবে না। তুমি যাও।'

নবনীতা সোজা হয়ে বসল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকল। বলল, 'যাব। যাব বলেই আমি তৈরী হয়ে আছি। তোমার জন্যেই দেরী হচ্ছিল। এবার যাব।'

সুকুমার হঠাৎ কেমন চটে উঠল। 'তুমি থেকে থেকে আমায় ভয় দেখাও কিসের! যেতে চাও, যেও। আমি তোমায় আটকে রাখি নি।'

নবনীতার চোখের মণি আগুনের ফুলকির মতন জ্বলে উঠল। 'তুমি আটকাবার কে ?'

'কেউ নই।'

'না ; কেউ নও।'

কথা বলল না সুকুমার। অশান্তি বাড়বে।

নবনীতা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'তুমি ভেবেছ, আমি তোমায় ভয় দেখাবার জন্যে যাব যাব করি, আসলে আমি যাব না, যেতে পারব না।'

সুকুমার স্ত্রীর দিকে তাকাল। তুমি থেকেই আমায় কত ধন্য

করলে ! চলে গেলেও আমি মরে যাব না।'

নবনীতা থমকে গেল। এতোটা যেন সে প্রত্যাশা করে নি। মুখের ওপর কালচে ভাব এলো, ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল। ধারালো গলায় বলল, আমি তোমায় মেরে রেখেছিলাম। বেশ, তাহলে তুমি বেঁচে ওঠো—; তোমার সাধন তোমার প্রতিমা তোমায় বাঁচাক। আমি কালই চলে যাব।

কথার জবাব দিল না সুকুমার।

নবনীতা আর দাঁড়াল না। ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বিতৃষ্ণা আর বিরক্তি নিয়ে সুকুমার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল।

রাত্রে নবনীতা বিছানা থেকে তার বালিশ তুলে নিচ্ছিল। আলমারি খুলে একটা চাদর নিয়েছে আগেই।

সুকুমার বলল, 'হচ্ছে কী ?'

'আমি এ ঘরে শোব না।'

'ছেলেমানুষি করো না।'

'ও ঘরে আমার জায়গা আছে।'

হাত বাড়িয়ে বালিশটা টেনে নিল সুকুমার। বলল, 'তোমার সত্যি মাথা খারাপ। আমি তোমায় সত্যিই বুঝতে পারলাম না।'

'পারার চেষ্টাও কর নি।'

'করেছি। অনেক করেছি।

'তা হলে হয়তো আমায় বোঝা যায় না।···ছাড়ো।'

'না। পাশের ঘরে ওই ভাবে তোমায় শুতে হবে না।'

নবনীতা বালিশটা ছেড়ে দিল। দিয়ে শুধু চাদর হাতেই চলে

গেল।

সুকুমার অবাক। ডাকল বার কয়েক। সাড়া দিল না নবনীতা। উঠল সুকুমার। পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। ধাক্কা মারল ডাকল। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে নবনীতা।

ঘুম আসার কথা নয়। ঘুম আসছিল না। নবনীতা চোখ চেয়ে শুয়ে ছিল। জানলা খোলা। পাখাটা চলছে। মাথায় বালিশ না থাকায় অস্বস্তি হচ্ছিল। 'সোফা-কাম-বেডে' ঠিক শোওয়াও যায় না। কতোটা রাত হলো কে জানে। চোখের পাতা বুজল নবনীতা। আবার খুলল।

এই বাড়িতে আর থাকা যায় না। কোনো অর্থ নেই থাকার। কিন্তু কোথায় যাবে সে? বীথির কাছে যাওয়া যাবে না। বীথি তাকে না করে দিয়েছে একরকম। ছোট ভাইয়ের কাছেও যাবার উপায় নেই। কোন্ জঙ্গলে পড়ে আছে বেচারী; নিজেকে সামলাতে মরছে তার ওপর দিদিকে কেমন করে সামলাবে? কলকাতায় অন্য যারা আত্মীয়-স্বজন তাদের কাছেও যাবে না নবনীতা। তা হলে?

যাবার মতন জায়গা সত্যিই নেই। যদি থাকত, হয়তো চলে যেত নবনীতা। এই অবস্থাতেও তাব অবস্থার কথা কেউ জানে না। কাউকেই জানায় নি নবনীতা। স্বামীকেও নয়। নিজেই যেন কেমন সন্দেহ করছে। এ-রকম কখনো হয় না। এবার হচ্ছে। মাস দেড় হয়ে গেল। শরীরটাও যেন কেমন করে আজকাল। টান লাগে, আলস্য জমে, ক্লান্তি আসে। শরীর নিয়ে তবু ভাবে না নবনীতা। মন নিয়েই মরছে। এই মন সে কাউকে বোঝাতে পারল না। বাবাকেও পারে নি। সুকুমারকেও নয়।

সুকুমার সত্যিই নবনীতাকে বোঝে নি। চেষ্টাও করে নি বোঝার। বুঝতে চাইলে কি আর কিছুটা অন্তত বুঝতে পারত না! সুকুমার এটা প্রথম থেকেই বোঝে নি—নবনীতা অন্য মেয়েদের মতন যে-কোনো পুরুষ মানুষকেই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। চেহারায় কার্তিক, কিংবা গুণে রত্ন—এমন পুরুষ নিশ্চয় সংসারে আছে। আবার এ-সংসারে স্বাভাবিক, সাধারণ, মোটামুটি শিক্ষা, ভালো চাকরি-বাকরিঅলা পুরুষও রয়েছে। নবনীতার বাবা তো জনা তিনেক সুপাত্র বেছেই রেখেছিলেন। নবনীতা এ-সব চায় নি। সে সুপাত্র চায় নি। চেয়েছিল এমন পুরুষ—যার কোনো বাহার নেই বাইরের, যে একেবারেই সাধারণ, কিন্তু যার মধ্যে অন্য কিছু আছে। যে শান্ত, নম্র, যার আত্মমর্যাদা আর আত্মমগ্নতা রয়েছে।

সুকুমারকে নবনীতা দয়া করে নি। দয়ার মতন মনে হতে পারে, কিন্তু দয়া নয়। সুকুমার ভালবাসা জানত না। কোনো মেয়ের চোখ মুখ, শরীর, কথাবার্তা ভালো লাগলেই সেটা ভালবাসা হয় না। কেতকীকে সুকুমার ভালবাসে নি। তার হয়তো মনে হয়েছিল, ওটা ভালবাসাই হবে। কিন্তু তা নয়।

নবনীতা সুকুমারকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল। এবং দেখাতে চেয়েছিল—ভালবাসা বাইরে থাকে না। কতক এলোমেলো ফুর্তি, দু দিন দু জায়গায় ছুটে বেড়ানো, গায়ে গায়ে শুয়ে থাকা, কিংবা কতক মান-অভিমানের মধ্যে ভালবাসা নেই। অন্তত নবনীতা তাকে ভালবাসা ভাবে না; নবনীতা অন্য রকম ভাবত।

সুকুমারকে বিয়ে করার পর নবনীতা ওই মানুষটাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, সে বাইরের কিছু চায় না। মুখের সোহাগ, আদর,

আতিশয্য, ভড়ং—এসব কিছু নয়। সে চেয়েছিল—সুকুমার এটা বুঝুক যে, নবনীতা—তার স্ত্রী—স্বামীর জন্যে কত সহিষ্ণু, কত দায়িত্ববান, কী পরিমাণ মমতা ও সহানুভূতি সে জমা করে রেখেছে বুকে। সংসারকে বাহারী করতে চায় নি নবনীতা; সরল স্নিগ্ধ করতে চেয়েছিল। সুকুমার এ-সব বোঝে নি।

সুকুমার যা চেয়েছিল, যা চায়—অন্য মেয়ের কাছে পেতে পারবে হয়তো। নবনীতার কাছে নয়। নবনীতা সত্যি সত্যিই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। কোথাও না কোথাও তার জায়গা হবে। লেখা-পড়া শেখা মেয়ে, একটা চাকরি জুটিয়ে নিজের পেট চালাতে পারবে না? পারবে।

চারুদির কাছে গিয়েই উঠতে পারে নবনীতা। চারুদির স্বামী বেশীর ভাগ সময়েই ট্যুরে থাকেন। দুটি ছেলেমেয়ে চারুদির। বাড়িতে জায়গা আছে। নবনীতা কিছুদিনের জন্যে সেখানে অনা-য়াসে থাকতে পারবে। তারপর এই কলকাতা শহরে কি কিছুই জোটাতে পারবে না সে!

বাইরে হঠাৎ একটা শব্দ হলো। ভারী শব্দ। মনে হলো কে যেন হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

চমকে উঠল নবনীতা। ধড়মড় করে উঠে বসল। সুকুমার কি খোঁড়া পায়ে বাথরুম যেতে গিয়ে পড়ে গেল নাকি! বুকের মধ্যে কেমন একটা আতঙ্ক লাফিয়ে উঠল।

দরজা খুলে বাইরে এলো নবনীতা। তাকাল।

সুকুমার খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। চেয়ারটা পায়ের কাছে পড়ে আছে। বারান্দার বাতি জ্বলছে না। জ্যোৎস্নার একটা আভা ছড়িয়ে আছে বারান্দায়।

'কী হলো ? পড়ে গিয়েছিলে নাকি ? বাতি জ্বাল নি কেন ?'

সুকুমার কেমন একটা শব্দ করল।

কাছে এলো নবনীতা। 'হয়েছে কী ?'

'কিছু না।'

'তবে ?'

'পা লেগে চেয়ারটা পড়ে গিয়েছিল। আমিও পড়ে যেতে যেতে···'

'বাতি জ্বাল নি কেন বারান্দার ?'

সুকুমার কোমর নুইয়ে মেঝে থেকে চেয়ারটা তুলে নিল।

'এত রাত্রে বাইরে কি করছ ? বাথরুমে যাচ্ছিলে ?'

'না।'

'না ?'

'বসেছিলাম।'

'বাইরে ?'

'চেয়ারে বসেছিলাম।'

'কেন ? চেয়ারে বসেছিলে কেন ?'

সুকুমার হাসল না। বলল, 'তুমি একলা ও ঘরে শুয়ে রয়েছ। ভয় করছিল।'

নবনীতা অবাক হলো। 'ভয় ? কিসের ভয় ?'

সুকুমার স্ত্রীকে দেখছিল। স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। বারান্দার গা দিয়ে চাঁদের আলো যতটুকু এসেছে তার প্রায় সবটাই মেঝেতে ছড়ানো। মিহি আলোয়, চাল ধোওয়া জলের মতন সাদাটে এবং ঘোলাটে আলোয় নবনীতাকে খানিকটা যেন বিভ্রান্ত, উদ্বিগ্ন এবং বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। গায়ের আঁচল আলগা, কপালের চুল এলো-মেলো।

নবনীতা আবার বলল, 'কিসের ভয় তোমার?'

সুকুমার নিশ্বাস ফেলল। বলল, 'আশ্বিনাথের বউয়ের কথা আমার মনে হলো।'

নবনীতা ভালো বুঝতে পারল না। 'তার বউয়ের কী হয়েছে?'

'কিছু না। এই বউ নয়, প্রথম বউ।'

বুঝতে পারল নবনীতা। শুনেছে সে। সুকুমারের মুখেই শুনেছে।

'তুমি ভাবলে আমি আত্মহত্যা করব?' নবনীতা বলল।

সুকুমার জবাব দিল না।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। শেষে নবনীতা বলল, 'আত্মহত্যায় এত ভয় তোমার?'

সুকুমার সামনের চেয়ারটা ঠেলে দিল। 'বসো।'

'কেন?'

'বসো না।···একটা কথা বলব।'

'মাঝরাত্রে থিয়েটার করতে হবে না। শুতে যাও।'

সুকুমার খপ করে হাত ধরে ফেলল স্ত্রীর। শক্ত করেই ধরল। 'বসো।'

নবনীতা কি যেন মনে করে বসল।

সুকুমার হাত ছেড়ে দিল। বলল, 'তোমার মাথায় কিছু একটা ঢুকলে সেটা কিছুতেই আর বেরুতে চায় না। কতকগুলো ভুল ধারণা জন্মেছে তোমার। অকারণ এক মহিলা সম্পর্কে খারাপ ধারণা গড়ে নিয়েছ। আমি তোমায় এখনও বলছি—'প্রতিমার সঙ্গে আমার কোনো খারাপ সম্পর্ক নেই।'

নবনীতা উপেক্ষার হাসি আনল মুখে।

'প্রতিমার ব্যাপার তুমি জানো না। ওর অদ্ভুত এক হার্টের অসুখ।

এই অসুখে মানুষ বাঁচে না। একবার অপারেশান হয়েছে। বিরাট অপারেশান। বছর তিন কোনো রকমে টিকে আছে ও। আর টিকবে না। যে কোনো সময়ে মারা যেতে পারে। কলকাতায় আর কিছু করার নেই। এক যদি বিদেশে কোথাও—

'তোমার সাধনের তো অনেক টাকা। বউকে বিদেশে নিয়ে যাবে।'

মাথা নাড়ল সুকুমার। 'যাবে না।'

'কেন?'

'প্রতিমাই যাবে না।···তার বিশ্বাস নেই বাইরে কিছু হবে। সে বাইরে গিয়ে মরতে চায় না।'

'কোথায় মরতে চায়? তোমার চোখের সামনে?'

সুকুমার বিদ্রূপটা সহ্য করে নিল। বলল, 'আমার চোখের সামনে মরে তার কি লাভ।···তার কপালে যা আছে হবে···'

বাধা দিল নবনীতা। বলল, 'তার কপালে কি আছে আমি বুঝতে পারছি। তার স্বামী টাকা-টাকা করে ঘুরে বেড়াবে, ব্যবসার ছুতো করে বাইরে বাইরে থাকবে, আর তোমার মতন কতকগুলো বোকা, ভিখিরী গোছের লোক তার বউয়ের কাছে গিয়ে তোয়াজ করবে। এই তো?'

সুকুমারের মুখ নীলচে হয়ে গেল। 'তোমার যা মুখে আসছে বলছ!'

'হ্যাঁ, বলছি। আমি তোমায় চিনেছি। তুমি স্বার্থপর, তুমি কাঙাল। সাধন তোমার কারখানা দেখে টাকা দেয় না। টাকা দেয় তার বউকে তুমি তোয়াজ করো বলে। তাকে সঙ্গ দাও বলে। প্রতি-মার জন্যেই তোমার টাকা। তোমার স্বার্থ টাকা, প্রতিমাকে

সামনে রেখে···'

সুকুমার আর সহ্য করল না। একেবারে আচমকা, নিজেরই অজান্তে নবনীতার গালে চড় মারার জন্যে একটা হাত তুলল। হাতটা উঠল, শেষ মুহূর্তে সামলাতেও পারল না। নবনীতার থুতনি ছুঁয়ে নেমে এলো। বাঁ হাতে গাল চেপে ধরল নবনীতা। স্তম্ভিত।

সুকুমার দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোমার এত স্পর্ধা!'

কথা আসছিল না নবনীতার মুখে। গলার নালি ফুলে উঠছিল। জড়ানো, ফোঁপানো গলায় নবনীতা বলল, 'আমার স্পর্ধা ছিল। অহঙ্কার ছিল। তুমি আমার সমস্ত কিছু নষ্ট করে দিয়েছ। আর আমার কিছু নেই।'

সুকুমার কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নবনীতা উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছিল।

সুকুমার তাড়াতাড়ি উঠে পড়ার চেষ্টা কবল। নবনীতাকে সে একা পাশের ঘরে থাকতে দেবে না। বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই ওকে।

সুকুমার যেন ছুটে গিয়ে দরজা আটকাবার চেষ্টা কবল।

নবনীতা থমকে দাঁড়াল। তাকাল স্বামীর দিকে। 'আমায় যেতে দাও।'

'না।'

'কেন?'

'নিজের ঘরে গিয়ে শোবে চল।'

'তোমার ঘর আর আমার ঘর আলাদা। আমার স্পর্ধা আছে, অহঙ্কার আছে। তোমার কিছু নেই। তুমি জন্তু···

'আমি তোমায় বিশ্বাস করি না।' সুকুমার বলল, 'যদি কিছু হয় —থানা পুলিশ করতে পারব না। আমায় নিয়ে টানাটানি হবে।'

নবনীতা নীরব থাকল। চোখ মুছে নিল আঙুলে।

সুকুমার সঙ্কুচিত হচ্ছিল। অনুতপ্ত। কেন সে এমন কাজ করল ? কি দরকার ছিল এই হঠকারিতার ! স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা তার অনুচিত হয়েছে। নবনীতা হিংস্র, উন্মাদ, অপ্রকৃতিস্থ যাই হোক— যা খুশি হোক সুকুমারের উচিত ছিল না নিজের সংযম নষ্ট করা।

'তুমি ঘরে যাও। আমি আত্মহত্যা করব না।' নবনীতা বলল।

সুকুমার যাবে না। বলল, 'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

'তোমায় ক্ষমা চাইতে হবে না। পুরুষমানুষ হয়েছ যখন তখন তোমরা সবই পার...

সুকুমার দু হাতে স্ত্রীর কাঁধ ধরে ফেলল। বিহ্বল, বিপর্যস্ত যেন। বলল, 'কি আছে। তুমি কাল চলে যেতে চাও চলে যেও। আমি কিছু বলব না। আজ তুমি ও-ঘরে চলো। আমি অনুরোধ করছি।'

'কী হবে ও-ঘরে গিয়ে। একই ঘরে, একই বিছানায় দু জনে পাশাপাশি এতো দিন থাকলাম। কী লাভ হলো তাতে। তুমি তোমার মতন থাকলে, আমি আমার মতন।'

সুকুমার স্ত্রীকে টানছিল, ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল নিজের ঘরে। ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল সুকুমার। বলল, 'তুমি তোমার মতনই থেকো। আমি কিছু বলব না আর। আজ যা হয়েছে, আর হবে না।'

নবনীতা যেন বাধ্য হয়েই বিছানায় বসল।

নিজের জায়গায় ফিরে এলো সুকুমার।

'শোও।'

নবনীতা কিছুক্ষণ বসে থাকার পর শুয়ে পড়ল।

পা শা পা শি

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। নবনীতা জেগেই ছিল। সুকুমার উঠল। জল খেল। সিগারেট ধরাল। আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

জেগেই আছে সুকুমার। ছটফট করছে। নিশ্বাস ফেলছে দীর্ঘ করে ; বার বার।

শেষ পর্যন্ত নবনীতা স্বামীর দিকে পাশ ফিরল। ঘুমের ঘোরে যেন কথা বলছে, জড়ানো গলায় বলল, 'হাতটা দাও। বুকের মধ্যে কেমন করছে।'

স্বামীর হাত বুকের ওপর চেপে ধরল নবনীতা।

সুকুমার ধক ধক শব্দটা হাতের তালুতে অনুভব করছিল। বলল, 'তোমার বুকে এতো জোরে জোরে আওয়াজ হয় কেন! ডাক্তার দেখানো দরকার।'

নবনীতা জড়ানো, অস্পষ্ট গলায় বলল, 'এখন নয়। আর ক'দিন পরে একবার যেতে হবে। বলে স্বামীর হাতটা বুক থেকে নিচে নামিয়ে আনল।

